বিজ্ঞাপন।

—০—

অসামান্য বুদ্ধিশালী এবং সংক্ষিপ্ত লেখক লর্ড বেকনের এসেস অর্থাৎ প্রবন্ধ.মনুষ্যদের অতিশয় কর্ম্মোপযোগী, মনোরঞ্জক এবং দিন২ এই জীবন সুন্দররূপে অতিবাহিত করিবার সুরীতিব্যঞ্জক ও সৎপরামর্শদায়ক তাঁহার প্রবন্ধগুলি সকলেরই একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য,যাঁহারা ইংরাজী অধিক পাঠ করেন নাই, এবং বিবিধ জ্ঞান লোলুপ হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উপকারক পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা যেন এই বহুমুল্য রত্নাকর তুল্য গভীরার্থক প্রবন্ধগুলিতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া জীবনের কার্য্যোপযোগী জ্ঞানরূপ রত্ন লাভ করিয়া সুখী হয়েন। ভরসা করি প্রত্যেকে আগ্রহ সহকারে এক২ খানি পাঠার্থে কিম্বা ইংরাজীর সহিত তুলনা করণার্থে রাখেন। ইংরাজী প্রবন্ধগুলির যে২ স্থান অতিসংক্ষেপে লিখিত অতি নিগূঢ় ভাবযুক্ত এবং যাহাদের মর্ম্ম সম্যকরূপে গ্রহণ করা দুঃসাধ্য সেই সকল স্থান বাঙ্গালাতে যথাসাধ্য সুবোধ্য করা হইয়াছে, এইক্ষণে যাহা হইয়াছে তাহাতে স্বদেশহিতৈষী ও বিদ্যানুরাগী বিবেচক মহোদয়গণ অনুরাগ এবং আদর প্রকাশ করিলে এই গ্রন্থের অবস্থা উন্নত করিবার উপায় চেষ্টা করিব এবং সকল স্থান অতি সহজ বোধগম্য করিবার নিমিত্ত বিস্তারিত টীকা সংযোগ করিব, এইক্ষণে কোন২ স্থানে সামান্য ভুল থাকিলে ক্ষমা করিবেন দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইবার প্রয়োজন হইলে সেই ভুল কিছুমাত্র থাকিবে না। এইক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বসাক মহাশয় অনেক সাহায্য করিয়াছেন, তিনি এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া প্রকৃতার্থ রক্ষা করিয়াছেন তিনি সাহায্য না করিলে ইহা মুদ্রিত হইত না তিনি সুবিখ্যাত ডক্‌টর ডফের স্কুলে সুশিক্ষিত, বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত, সুপ্রবীণ, সচ্চরিত্র এবং সংস্কৃত বিদ্যাবিৎ বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষাতে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন।

সূচীপত্র।

—০—

প্রবন্ধাবলী।

১। সত্য

সত্য কি, ইহা পন্তিয়স্‌পিলাত পরিহাসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া তদুত্তরের অপেক্ষা করেন নাই। ফলতঃ সত্য কি, তদ্বিষয়ে অনেকের মনোভিনিবেশ করিতে আমোদ হয় না। প্রত্যুত অনেকেই স্বেচ্ছানুসারে চিন্তা ও কার্য্য করিতে অনুরাগী হইয়া সত্যবিষয়ক বিশ্বাসকে দাসত্বের বন্ধন বিবেচনা করে। যদিও ঈদৃশ তেজীয়ান দর্শনবিৎ পাষণ্ডদল লোকান্তরিত হইয়াছে, তথাপি আধুনিক কতিপয় চঞ্চলমতি পাষণ্ডদল প্রাচীন পাষণ্ডদের সদৃশ তেজস্বী না হইলেও সমানচরিত্র রহিয়াছে। একতঃ সত্যের উদ্দেশ প্রাপ্ত্যর্থ কত কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিতে হয়, আবার উদ্দেশ পাইলে উহার শাসনাধীন হইতে হয়, ইহা বলিয়াই যে লোকেরা মিথ্যানুরাগী ও সত্যাবহেলক হইয়া থাকে, তাহা নয়; কিন্তু মিথ্যার প্রতি যে প্রীতি, তাহা ভ্রষ্ট হইলেও স্বাভাবিকী হয়। মানবেরা যে মিথ্যাকে ভালবাসে, তাহার অবশ্য কোন কারণ আছে; কবিরা আমোদের এবং ব্যবসায়িরা লাভের কারণ মিথ্যা ভাল বাসে, পরন্তু অপরাপর লোকেরা মিথ্যারই কারণ মিথ্যা ভাল বাসে; ইহার হেতু কি? তাহা এক জন আধুনিক গ্রীক দার্শনিক বিবেচনা করিয়া মীমাংসা করিতে পারেন নাই; আর তাহা ভিন্ন কিছু অতিরিক্ত বলা আমারও অসাধ্য। সত্যই শ্রেষ্ঠ দৈবসিক দীপ্তির ন্যায়; এই দীপ্তিতে নটদের কৃত ছদ্মবেশ, কৌতুক এবং

আড়ম্বরী উল্লাস সুপ্রকাশিত হয় না, প্রত্যুত রাত্রিকালে দীপ-দীপ্তিতে পূর্ব্বোক্ত ছদ্মবেশাদি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয়। এবং যাদৃশ মুক্তা হীরকাপেক্ষা স্বল্পমূল্য হইলেও দিবার আলোকে সৌন্দর্য্যশালী হয়, সত্য বরং তাদৃশ হইতে পারে, কিন্তু রাত্রিতে নানা বর্ণসংযুক্ত দীপের দীপ্তি দ্বারা সৌন্দর্য্য বিস্ফারক হীরক মণির তুল্য হয় না। সত্যে মিথ্যার যোগ দিলেই মনে আমোদ জন্মে, যদি মনুষ্যগণের মন হইতে মিথ্যামত, তুষ্টিকর আশ্বাস, মিথ্যা সমাদর, এবং অসার কল্পনা প্রভৃতি অবাধে অপসারিত হয়, তাহা হইলে (মিথ্যা বিরহে) তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের মন সঙ্কুচিত, দুঃখিত, বিরক্ত, উদাস ও বিস্বাদু হইয়া উঠে। এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ অতি গম্ভীরভাবে কহিয়াছেন, "কাব্য দানবের মদ্য;" যেহেতু উহা কল্পনা-পুষ্টিকর। তথাচ উহা মিথ্যার আভাস মাত্র (যথা ইশপের কথামালা নীতিব্যঞ্জক মিথ্যাভাস) মনের মধ্য দিয়া যে গল্পচ্ছলে মিথ্যা বাহির হইয়া চলিয়া যায়, তাহা মিথ্যা নয়। কিন্তু যে মিথ্যাভাব মনের মধ্যে মগ্ন হইয়া স্থাপিত থাকে, তাহা অনিষ্টের কারণ হয়। সত্য সম্বন্ধে এই সকল কথা ভ্রান্ত মনুষ্য জীবদের বিকৃত বিচার দ্বারা এবম্ভূত নির্দ্দিষ্ট হইলেও সত্যই সত্যের বিচারক ও নির্ণায়ক হইতে পারে। সত্যে শিক্ষা দেয় যে সত্য জিজ্ঞাসাই সত্যের প্রীতি লাভার্থক চেষ্টা। সত্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানই সত্যের উপস্থিতি এবং সত্যে বিশ্বাসই সত্যকে উপভোগ করা, এই তিনটী মানবীয় স্বভাবের প্রধান পুরুষার্থ। আর সৃষ্টিকালে জড়ীভূত পদার্থ নিচয়ের উপর দীপ্তির উদয়, মনুষ্যের অন্তরে দীপ্তি প্রকাশ ও মানবীয় আ-ত্মাতে ঐশিক আত্মার নিঃশ্বসন, এই তিনটীও সত্য। ইপি-কুরীয় দলের সুন্দর বর্ণনাকারী এক জন লুক্রিটিয়স নামা কবি বিলক্ষণ রূপে কহিয়াছেন, যে সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া

সাগরে আন্দোলিত অর্ণবপোত নিরীক্ষণ করিলে এবং দুর্গের বাতায়নে দণ্ডায়মান হইয়া রণভূমিস্থ বীরদের যুদ্ধ ও জয় পরাজয় সন্দর্শন করিলে যে সুখোদয় হয়, তাহা সত্যের উৎকর্ষরূপ ভূমিতে উত্থান জন্য সুখের তুল্য নহে, কেননা সত্য উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় অচল এবং তত্রত্য বায়ু স্বচ্ছ ও শান্ত; ইহাতে দণ্ডায়মান হইয়া যিনি উপত্যকা ভূমিস্থদের ভ্রম, বিপথ গমন, মুগ্ধভাব, কুজ্ঝটিকাবরণ এবং ব্যাত্যাঘাত রূপ বিপদ-অবলোকন করেন, তিনি তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া সর্ব্বদা করুণার্দ্র হইবেন এবং সত্যদ্বারা সুখী হইয়াছেন বলিয়া কখন আত্মশ্লাঘী ও অহঙ্কারী হইবেন না। মর্ত্তের মন প্রেমোচ্ছলিত, দৈবাশ্রিত এবং সত্যরূপকেন্দ্রে ঘূর্ণায়মান হইলে তাহার পক্ষে পৃথিবীই স্বর্গ হয়। ধর্ম্মবিষয়ক এবং দার্শনিক মত সম্বন্ধীয় সত্যের কথা সমাপ্ত করিয়া রাজকীয় ব্যাপার সংক্রান্ত সত্যের কথা বলি। যাহারা সত্যের কথা পালন করে না, তাহারাও স্বীকার করে যে, মানবীয় স্বভাবের গৌরব সম্ভ্রমই স্পষ্ট ও সরল ব্যবহার। সত্যেতে মিথ্যার যোগই স্বর্ণেতে ও রৌপ্যেতে অন্য ধাতুর যোগের ন্যায় হয। ধাতুসংযোগে ধাতুর কর্ম্ম অর্থাৎ মুদ্রাদি উত্তম হয় বটে, কিন্তু নির্ম্মল বস্তু সমল হয়; কারণ এই প্রকার কুটিল ব্যবহার বক্রগতি সর্পের গতিসদৃশ, সর্প উরুদ্বারা গমন করে, চরণ দিয়া চলে না। মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক হওনাপেক্ষা আর অধিক লজ্জাজনক পাপ নাই। এই কারণবশতঃ মিথ্যাবাদী অপযশস্বী ও মিথ্যারোপ অতীব ঘৃণ্য। মন্টেন নামক ব্যক্তি উত্তম কহিয়াছেন, যথা পরীক্ষা করিলে, মিথ্যাবাদির বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, মিথ্যাবাদী ঈশ্বরের প্রতিকূলে সাহসী ও মনুষ্যের নিকট ভীত হয়; যেহেতু সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করে, ও মনুজ হইতে সঙ্কুচিত হয়। ফলতঃ মিথ্যার দোষ ভারী হইলেও মিথ্যায়

অনুরাগ এবং সত্যবিষয়ে বিশ্বাসের শৈথিল্যজন্য মনুষ্যকুলের বিচার হইবে।

২। মৃত্যু।

যেমন শিশুরা অন্ধকার মধ্যে যাইতে ভয় করে, তেমনি মনুষ্যেরা মৃত্যুকে ত্রাস করে। যেমন বালকদিগের স্বাভাবিক ভীতি ভয়াবহ গল্প দ্বারা বৃদ্ধি পায়, তেমনি মৃত্যু বিষয়ক উপন্যাসাদি দ্বারা মানববংশেরও আশঙ্কার বৃদ্ধি হয়। স্বরূপতঃ পাপের ফল স্বরূপ ও পরলোকযাত্রার পথবৎ মৃত্যুর ভাবনা পবিত্র ও পারমার্থিক, কিন্তু এই মৃত্যু প্রকৃতির প্রতি দেয় কর বলিয়া মৃত্যুকে ভয় করা দুর্ব্বলের কর্ম্ম। মৃত্যু-বেদনা কি, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। যদি কোন মনুষ্যের অঙ্গুলীর অগ্র ভাগ পেষিত হইয়া যন্ত্রণাদায়ক হয়, তবে সমুদায় কলেবর বিকৃত ও গলিত হইবার কালে তদ্দ্বারা মৃত্যু বেদনা যে কত হয়, তাহা অনুমান করিয়া বলিতে গেলে, অত্যন্ত গুরুতর বেদনা বলিতে হয়; কিন্তু কোন অঙ্গের যাতনা অপেক্ষা মৃত্যুর বেদনা অধিক স্বল্প বোধ হয়, কারণ শারীরিক কার্য্য সম্পাদক প্রধান২ অংশের চৈতন্য প্রায় অধিক প্রবল নয়। প্রতিমার্চ্চকদের মধ্যে জাতু এক জন দার্শনিক বুদ্ধিবলে কহিয়াছেন, স্বতো মৃত্যু অপেক্ষা শমনের আড়ম্বর অতি শঙ্কাপ্রদ, যথা আর্ত্তনাদ, আক্ষেপ, বদন বিকৃতি, বন্ধু বান্ধব দিগের রোদন, শোককারিদের কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি চরমদশার আতঙ্কোৎপাদক। আর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, 'যে যদ্দ্বারা মত্যুর সাধ্বস নিবারিত ও দমিত হয়, মনুষ্যের মনে এমত ভাবের অসম্ভাব নাই, সেই হেতু মৃত্যুর সহিত তাহার যুদ্ধে জয়ী হও-

নার্থে তাহার মানসিক ভাবের নানা সহচর থাকায় মৃত্যু তাহার বিষম শত্রু হইতে পারে না। কেননা মানসিক ভাবের সহচর প্রতিহিংসা থাকিলে মৃত্যুর উপর জয়লাভ হয়। প্রেমেতে মৃত্যু অবজ্ঞাত হয়, সম্ভ্রমেতে মৃত্যুর অত্যাকাঙ্ক্ষা হয়, শোকেতে মৃত্যুর বাসনা হয়, এবং ভয়ও মৃত্যুর নিদানভূত। এতদ্ভিন্ন আরো দেখা যায়, ওথোনামা সম্রাট্ আত্মঘাতী হইবার পর যাহারা আপনাদিগকে তাঁহার প্রকৃত বন্ধু ও সঙ্গী বোধ করিল, এমত লোকদের মধ্যে অনেকের শুদ্ধ সমধিক মায়া তাঁহার প্রতি উদ্রিক্ত হওয়ায় তাঁহার ন্যায় তাহারাও মরে। আরো সেনেকা বলেন যে, ঘৃণা ও বিরক্তি মৃত্যুর হেতু, যথা তুমি জীবনে কত বার একবিধ বিষয় সাধন করিয়া থাক বিবেচনা কর, মৃত্যুর অভিলাষ শুদ্ধ দুঃখ ভোগ কিম্বা ক্লেশ হইতে উদ্ভূত না হইয়া বিরক্তি হইতেও উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ কোন লোক মরণোদ্ধত ও দুঃখ সহিষ্ণু না হইলেও কেবল এক কর্ম্ম পুনঃ২ সম্পাদন জন্য বিরক্তিতে মরণেচ্ছুক হয়। ইহাও কথনীয় হইতেছে, যে মৃত্যুর সমাগমে অনেক সুচেতাদের চিত্তভাব কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন না হইয়া মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত সমভাব প্রতীয়মান হয়। অগষ্টস্ কৈশর আপন ভার্য্যা লিবিয়াকে শিষ্টাচার বাক্য বলিয়া মরিলেন, যথা বিবাহাবস্থা স্মরণ করত জীবিত হইয়া সুস্থ থাক। টাবিরিয়স্ রাজা সত্যাবরণ চ্ছলিতা ভাব প্রকাশ করত মরিলেন। তাঁহার বিষয়ে টেসিটস্ কহেন, যথা টাবিরিয়স অধিক শক্তি ও বল বিহীন হইলেও সত্যাবরণ চ্ছলিতা ভাব রহিত ছিলেন না। গালবা রাজা আপন কণ্ঠদেশ বাড়াইয়া দিয়া আপনাকে মারিতে আদেশ করিয়াছিলেন, যথা মার যদি, রোমীয়দের উপকার হয়। সেপ্টিমস সিভীরস রাজা মরিতে ত্বরা করিয়া কহিয়াছিলেন, যথা যদি আমার কোন

কর্ম্ম করিবার থাকে, তবে ঝটিতি কহ। স্তোয়িকীয় দার্শনিকেরা মৃত্যুর বিষয়ে অতিকষ্ট স্বীকার করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করেন, তদ্দ্বারা মৃত্যু অতি ভীষণ রূপে বর্ণিত হয়। এক জন জ্ঞানী বলেন, যিনি স্বভাবের দানের মধ্যে আপন জীবনের শেষ গণনা করেন, তিনি ধন্য। যেমন জন্ম, তেমনি মৃত্যুও স্বাভাবিক বোধ কর; যেমন ক্ষুদ্র শিশুরা জন্মিতে ক্লেশ পায়, তেমনি মরিতেও ক্লেশ পায়, যিনি স্বকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া পঞ্চত্ব লাভ করেন, তিনি যুদ্ধোন্মাদে আহত ও মৃত ব্যক্তির সদৃশ; কারণ তিনি তাৎকালিক হিংসা অনুভব করেন না, এই হেতু কোন সদ্ব্যাপারে মন স্থিরীকৃত ও নিয়োজিত থাকিবার কালে মৃত্যু যন্ত্রণা নিবারণ হয়। অধিকন্তু যাহারা সৎ প্রত্যাশান্বিত ও পারলৌকিক সুখাকাংক্ষী, তাহারা স্বতোমৃত্যু বা পরতো মৃত্যুকে শান্তিদায়ক বোধ করিয়া মরিতে কিছুমাত্র ভয় করে না। মৃত্যুর অন্য একটী গুণ আছে অর্থাৎ মৃত্যু দ্বেষ নিবারণ করিয়া সুপ্রশংসার দ্বার উৎঘাটন করে। কোন বিদ্বান ব্যক্তি কহিয়াছেন, কেহ২ জীবদ্দশাতে দ্বিষ্ট ও ঘৃণিত, হয়। কিন্তু মৃত হইলে পর, লোকদের প্রেমাস্পদ ও প্রশংসিত হয়।

৩। ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্যভাব।

ধর্ম্মই মনুষ্য সমাজের প্রধান বন্ধন, উহা নির্ব্বিরোধরূপ ঐক্যের যথার্থ বন্ধনে বদ্ধ থাকিলে, সুখজনক হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে বিরোধ ও ভিন্নভাবই মন্দ, ইহা প্রতিমার্চ্চক লোকেরা বুঝে না; যেহেতু তাহাদের ধর্ম্ম বাহ্য ক্রিয়া কলাপগর্ব্ভ, দৃঢ়বিশ্বাসগর্ব্ভ নয়। তাহাদের বিশ্বাস কিরূপ, তাহা অনে-

কেই অনুভব করিতে পারেন, এবং তাহাদের সমাজের যে প্রধান আচার্য্যেরা কবি ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন। সত্য ঈশ্বরের স্বভাব এই যে তিনি স্বগৌরবরক্ষক ঈশ্বর; সেই হেতু তাঁহার উপাসনা ও ধর্ম্মে কোন মিশ্রভাব এবং অন্য উপাস্য দেব থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম সমাজের বিরোধশূন্য ঐক্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য হইতেছে, যথা ঐক্যের ফল কি, উহার সীমা কি, এবং উহার সাধন কি?

প্রথমতঃ ফল কহিতেছি যে, ঈশ্বরের সন্তোষই ঐক্যের পরম ফল, কিন্তু তাদৃশ ঐক্যের সামান্য ফল দ্বিবিধ;— প্রথম ধর্ম্ম মণ্ডলীর বহির্ভূতদের সাক্ষাতে ধর্ম্মঘটিত ঐক্যের ফল এক প্রকার এবং ধর্ম্মমণ্ডলী ভুক্তদের নিকট উহার ফল অন্য প্রকার। প্রথমোক্তদের দৃষ্টিতে ধর্ম্মান্তর ও ধর্ম্ম বিরোধ ভ্রষ্টাচরণ অপেক্ষা অধিক নিন্দনীয় বোধ হয়, সন্দেহ নাই। যদ্রূপ আন্তরিক ভ্রষ্টরস অপেক্ষা মনুষ্য-দেহে স্বাভাবিক কোন ক্ষত কিম্বা দৈহিক কোন অঙ্গের বিয়োগ অতি কুৎসিত বোধ হয়, ধর্ম্ম বিরোধ-বিষয়েও তদ্রূপ জানিবে, যাদৃশ ঐক্যাভাবে মানব মণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন হয়, তাদৃশ অন্য কিছুতেই হয় না।

ধর্ম্ম মণ্ডলীর বহির্ভূতদের প্রতি বিশিষ্ট মনোযোগী ও বিজাতিদের শিক্ষক পৌল স্বয়ং কহিয়াছেন, "যদি কোন প্রতিমার্চ্চক ব্যক্তি ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া তোমাদিগকে ভিন্ন ভাষাতে কথা কহিতে শুনে, তবে কি সে তোমাদিগকে উন্মত্ত কহিবে না?" ধর্ম্মমত নানা রূপ হইলেও নিন্দনীয়, যখন নাস্তিক ও ঐহিকমনা লোকেরা ধর্ম্মবিষয়ে নানা অনৈক্য ও বিরুদ্ধমতের কথা শ্রবণ করে, তখন তাহারা ধর্ম্ম মণ্ডলীর বাহিরে থাকিয়া ধর্ম্ম নিন্দকদের সঙ্গে ধর্ম্ম নিন্দা করিতে উপবেশন করে। এই পশ্চাদুক্ত বাক্যটী যৎসামান্য

হইলেও ধর্ম্মবিষয়ে অনৈক্যের কদাকৃতি সুপ্রকাশক হইতে পারে, যথা রাবিলের নামা জনৈক পরিহাসক চূড়ামণি এক-খানি পুস্তক লিখিয়া উহার এই নাম দিয়াছিলেন যে “ধর্ম্ম-বিরোধিরা মুরীয় নট বিশেষ” যেহেতু মুরীয়দের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গিমা পূর্ব্বক নমস্কারাদি করিত এবং তাহা দেখিয়া পবিত্রবস্তুনিন্দক সাংসারিকচিত্ত ও ভ্রষ্টাচারী রাজ কর্ম্মকারিরা অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিত। ধর্ম্মমণ্ডলীভুক্তদের ঐক্যের ফলই অসীমাশীর্ব্বাদযুক্ত শান্তি। সেই শান্তি থাকাতে বিশ্বাস স্থিরীকৃত ও প্রেম উজ্জ্বলীকৃত হয় এবং মণ্ডলীর বাহ্য শান্তি থাকিলে বিবেকের শান্তি সমুদিত হয়, তাহাতে বিতণ্ডা, বাদানুবাদ এবং তদ্বিষয়ে গ্রন্থ লিখন পঠনার্থ শ্রমাদি ব্যয়িত না হইয়া যোগ ও ভক্তিরসের গ্রন্থ রচনাধ্যয়নার্থে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

নির্ব্বিরোধজনক ঐক্যের সীমা নিরূপণ করা নিতান্ত প্রয়ো-জনীয়, কিন্তু অনেকে প্রকৃত সীমা কি, তাহা জানিতে ও স্থাপন করিতে চাহেন না; প্রত্যুত উহার দ্বিবিধ অতিক্রম করিয়া থাকেন। প্রথম অতিক্রম এই যে স্বমতদৃঢ়াবলম্বিরা সন্ধিজনক বাক্য অত্যন্ত ঘৃণা করে, যথা যেহু রাজা যিহোরাম-রাজার সন্ধি প্রার্থনা তুচ্ছ করিয়া রাজদ্রোহ পূর্ব্বক তাহাকে বাণাঘাত করিয়া বধ করিল। ২ রাজাবলি ৯ অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিলে সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারা যায়। দ্বিতীয় অতিক্রম এই যে, অনেকে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় পরস্পর বিপরীত বিষয় সকল কিছু কিছু যোগ ও কিছু কিছু গ্রাহ্য করিয়া এক করিতে চাহেন, যথা লায়াদকেয়ানগরস্থ খ্রীষ্টীয় লোকেরা বোধ করিল, ধর্ম্মসং-ক্রান্ত অমিল বিষয় সমূহ মধ্যমভাবে সামঞ্জস্য করিব এবং বিরুদ্ধ মতের অংশ গ্রহণ করিয়া কৌশলিক মিল রাখিব। ইহাতে দেখা যায় যে তাহারা যেন ধর্ম্ম স্বরূপ ঈশ্বর ও মনুষ্য-

গণের মধ্যে চরম বিচারকর্ত্তা হইতে ইচ্ছুক। স্বয়ং খ্রীষ্ট অবিরোধ রূপ ঐক্যের সীমাবদ্ধ করিয়া কহিয়াছেন, "যে আমার সপক্ষ নয়, সে আমার বিপক্ষ এবং যে আমার বিপক্ষ নয়, সে আমার সপক্ষ।" এই কথা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঐক্যের সীমার দ্বিবিধ অতিক্রম পরিহার্য্য হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলীয় ও সার বিষয় নিচয়কে বিশ্বাস ধৃত মত ও অভিপ্রেত বিষয় কলাপ হইতে বিশেষ ভিন্ন বিবেচনা করিবেক, তাহাতে ঐক্যের সীমা অনুল্লঙ্ঘিত হইবে। অনেকে তাদৃশ প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর কিম্বা কৃত হইয়াছে অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু অপক্ষপাতী হইয়া উক্ত প্রকার ভেদ সুসিদ্ধ করিলে সর্ব্ব সাধারণের উপাদেয় হয়।

এই বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ বক্তব্য হইতেছে যে, মানবেরা দুই প্রকার বিবাদ দ্বারা ধর্ম্ম মণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন না করুক। প্রথম বিবাদ এই—যখন প্রতিপাদ্য অতি সামান্য ও লঘু কিম্বা বিচারাযোগ্য হইতেছে, তখন তাহা বিবাদিত হইলে তদ্বিষয়ক বিবাদও উষ্ণতা বস্তুতঃ প্রতিপাদ্যের গুরুত্বভাব জনিত না হইয়া শুদ্ধ বাদানুবাদ সম্ভুত হয়। এজন্যে এবম্ভূত বিবাদ অন্যায্য? কারণ যেমন এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ কহিয়াছেন যে, "খ্রীষ্টের পরিচ্ছদ অখণ্ড, কিন্তু মণ্ডলীর বসন নানা বর্ণ বিশিষ্ট। ফলে বসনের বৈচিত্র হউক, কিন্তু খণ্ডত্ব না থাকুক।" যেহেতু ঐক্য ও সমভাব এই দুইটী এক প্রকার নয়। অন্য বিবাদ এই—যখন যে প্রতিপাদ্য ভারী, মহৎ কিম্বা সুবিচার্য্য হইতেছে, তখন তাহা বিবাদিত হইয়া অতিবাদ চাতুর্য্যভাব পূরিত ও অস্পষ্টীকৃতার্থভাব হইলে তাহা আর সত্যসার না থাকিয়া বরং একটী চাতুর্য্যসার বিষয় হইয়া উঠে। বিচারক্ষম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনং মূর্খদিগকে ভিন্নমত দেখিয়া মনে জানেন যে মত ভেদকারিদের একই অভিপ্রেত অথচ

তাহারা উভয়ে কখন এক মত হয় না, মনুষ্যদের বিবেচনার মধ্যে এত দুরত্ব কিম্বা প্রভেদ দেখিলে অনুমান করা কর্ত্তব্য যে যিনি অন্তর্বেত্তা ঊর্দ্ধস্থ ঈশ্বর, তিনি বিলক্ষণ জানেন যে দুর্ব্বল মনুষ্যেরা কখনং বিবাদ বিষয়ে একই বিষয় মনস্থ করে। অতএব তিনি উভয়ের মত গ্রাহ্য করেন। ঈদৃশ বিষয়ে সাধুপৌল চেতনা ও আদেশ দিয়া শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা "কাল্পনিক বিদ্যার শব্দাড়ম্বর ও বিরোধ বাক্য পরিত্যাগ কর।" মনুষ্যেরা অবিরোধ বিষয়ে বিরোধ ভাব কল্পনা করিয়া এমন নূতন শক্ত বাক্যে সে বিষয় প্রকাশ করে যে বাক্যের শাসক হওয়া অর্থের উচিত হইলেও তৎবাক্য তৎবাক্যার্থের শাসক হইয়া উঠে। আরো দুইটী মিথ্যা ঐক্য আছে, একটী এই, মূর্খতা দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়ে ঐক্য রক্ষিত হয়, যেমন অন্ধকারে সর্ব্ব প্রকার বর্ণই মিশিয়া যায়, উহাও সেই রূপ জানিবে। অন্যটী এই যে, মূলীয় বিষয় পরস্পর বিপরীত, তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিলেও ঐক্য স্থাপন হয়, কারণ ঈদৃশ ঐক্যে সত্য ও মিথ্যা দুই আছে। যেমন নিবুখদনিসর রাজের স্বপ্ন দৃষ্ট প্রতিমার বৃদ্ধাপৃষ্ঠেতে লৌহ ও মৃত্তিকা দুই যুক্ত ছিল, কিন্তু উভয় মিশ্রিত হয় নাই।

মনুষ্যদের ঐক্য উপার্জ্জনের সাধন বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। তাঁহারা যেন ধর্ম্ম সম্পর্কীয় ঐক্য উপার্জ্জন ও পোষণার্থ প্রেমের ও মনুষ্য সমাজের ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র ও বিরূপ না করেন। খ্রীষ্টীয়দের দুইটী করবাল আছে, সাংসারিক ও পারমার্থিক। ধর্ম্ম রক্ষার্থে এই দুইটীর উপযুক্ত পদ ও স্থান আছে, কিন্তু যেন বিবেকের উপর বল প্রকাশ করত যুদ্ধ ও নির্দয় তাড়না দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে তৃতীয় অর্থাৎ মহম্মদীয় করবাল কিম্বা তদ্বৎ কোন অস্ত্র শাস্ত্র বিধৃত না হয়। প্রত্যুত সুস্পষ্ট নিন্দা ও পাষণ্ডতা ও রাজ্যের প্রতিকূল অনুষ্ঠান

ঘটিলে অসিধারণ মন্দ নয়, কিন্তু রাজবিপক্ষতার পোষকতা করিতে বা গুপ্ত মন্ত্রণা ও রাজবিদ্রোহের উৎসাহ দিতে সাধারণ লোকদের হস্তে অসি প্রদান করাই ঈশ্বর নিরূপিত তাবৎ-*শাসনকর্ত্তৃত্ব পদের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া* হয় ; কারণ এমত হইলে ঈশ্বরীয় আজ্ঞার দ্বিতীয় প্রস্তরের অভিমুখে তদীয় আজ্ঞার প্রথম প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং যেমন মনুষ্যদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বিবেচনা করা হয়, তেমনি খ্রীষ্টীয়ানেরা যে মানুষ, তাহা মনে করা হয় না। আগামেম্‌নন্ নামা ব্যক্তি স্বীয় কন্যার বলিদানে সম্মতি দেন, তাঁহার এই রূপ কর্ম্ম দেখিয়া লুক্রিটিয়স নামা কবি কহিয়াছিলেন যে, এতাদৃশ মন্দ কর্ম্ম কি ধর্ম্ম উৎপাদন করিতে পারে, তিনি ফ্রান্সে হত্যা কিম্বা ইংলণ্ডে বারূদের দ্বারা রাজপুরুষদিগের ধ্বংস করিবার মন্ত্রণা জ্ঞাত হইলে কি বলিতেন ? তিনি যদ্রূপ পাষণ্ড ছিলেন, তদপেক্ষা সপ্তগুণ অধিক ইপিকুরীয় নাস্তিক হইতেন। যেমন ধর্ম্মের বিষয়ে সাংসারিক খড়্গ অতি সতর্কতায় গ্রহণীয়, তেমনি তাহা সামান্য লোকদের হস্তে সমর্পণ করাও বিষম। বিবেচনা না করিয়া খড়্গধারণ ও নীচ লোকদের হস্তে তাহা প্রদান করিলে অধর্ম্ম করা হয় ; যেমন আমি স্বর্গারোহণ করিয়া উচ্চতমের তুল্য হইব, এমত কথা শয়তান কহিলে ঈশ্বর নিন্দা হয়, আবার আমি নরকে অবরোহণ করিয়া অন্ধকারের অধিপতি হইব, ঈশ্বর ঈদৃক বাক্যের বক্তা, ইহা জানাইলে অধিক ঈশ্বরনিন্দা হয়। আর ধর্ম্মকে রাজ্য বিপ্লব ও লোকেদের বধ এবং বিনাশক রাজাদের নিষ্ঠুর ও অতি জঘন্য ব্যাপার সমূহের সাধন জন্য ফল কহা কি বড় ভাল ? তাহা করিলেই পবিত্রাত্মাকে কপোতের ন্যায় অবনীত না বলিয়া গৃধ্রের ন্যায় অবনীত বলা হয় এবং পোতদস্যু ও ছলিহন্তাদের পোতধ্বজা লইয়া খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর তরণী হইতে

তাহারা উভয়ে কখন এক মত হয় না, মনুষ্যদের বিবেচনার মধ্যে এত দূরত্ব কিম্বা প্রভেদ দেখিলে অনুমান করা কর্ত্তব্য যে যিনি অন্তর্বেত্তা ঊর্দ্ধস্থ ঈশ্বর, তিনি বিলক্ষণ জানেন যে দুর্ব্বল মনুষ্যেরা কখনং বিবাদ বিষয়ে একই বিষয় মনস্থ করে। অতএব তিনি উভয়ের মত গ্রাহ্য করেন। ঈদৃশ বিষয়ে সাধুপৌল চেতনা ও আদেশ দিয়া শ্রেষ্ঠরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা "কাল্পনিক বিদ্যার শব্দাড়ম্বর ও বিরোধ বাক্য পরিত্যাগ কর।" মনুষ্যেরা অবিরোধ বিষয়ে বিরোধ ভাব কল্পনা করিয়া এমন নূতন শক্ত বাক্যে সে বিষয় প্রকাশ করে যে বাক্যের শাসক হওয়া অর্থের উচিত হইলেও তৎবাক্য তৎবাক্যার্থের শাসক হইয়া উঠে। আরো দুইটী মিথ্যা ঐক্য আছে, একটী এই, মূর্খতা দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়ে ঐক্য রক্ষিত হয়, যেমন অন্ধকারে সর্ব্ব প্রকার বর্ণই মিশিয়া যায়, উহাও সেই রূপ জানিবে। অন্যটী এই যে, মূলীয় বিষয় পরস্পর বিপরীত, তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিলেও ঐক্য স্থাপন হয়, কারণ ঈদৃশ ঐক্যে সত্য ও মিথ্যা দুই আছে। যেমন নিবুখদনিসর রাজের স্বপ্ন দৃষ্ট প্রতিমার বৃদ্ধাপৃষ্ঠেতে লৌহ ও মৃত্তিকা দুই যুক্ত ছিল, কিন্তু উভয় মিশ্রিত হয় নাই।

মনুষ্যদের ঐক্য উপার্জ্জনের সাধন বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। তাঁহারা যেন ধর্ম্ম সম্পর্কীয় ঐক্য উপার্জ্জন ও পোষণার্থ প্রেমের ও মনুষ্য সমাজের ব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র ও বিরূপ না করেন। খ্রীষ্টীয়দের দুইটী করবাল আছে, সাংসারিক ও পারমার্থিক। ধর্ম্ম রক্ষার্থে এই দুইটীর উপযুক্ত পদ ও স্থান আছে, কিন্তু যেন বিবেকের উপর বল প্রকাশ করত যুদ্ধ ও নির্দয় তাড়না দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে তৃতীয় অর্থাৎ মহম্মদীয় করবাল কিম্বা তদ্বৎ কোন অস্ত্র শাস্ত্র বিধৃত না হয়। প্রত্যুত সুস্পষ্ট নিন্দা ও পাষণ্ডতা ও রাজ্যের প্রতিকূল অনুষ্ঠান

ঘটিলে অসিধারণ মন্দ নয়, কিন্তু রাজবিপক্ষতার পোষকতা করিতে বা গুপ্ত মন্ত্রণা ও রাজবিদ্রোহের উৎসাহ দিতে সাধারণ লোকদের হস্তে অসি প্রদান করাই ঈশ্বর নিরূপিত তাবৎ-শাসনকর্ত্তৃত্ব পদের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেওয়া হয় ; কারণ এমত হইলে ঈশ্বরীয় আজ্ঞার দ্বিতীয় প্রস্তরের অভিমুখে তদীয় আজ্ঞার প্রথম প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং যেমন মনুষ্যদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বিবেচনা করা হয়, তেমনি খ্রীষ্টীয়ানেরা যে মানুষ, তাহা মনে করা হয় না। আগামেম্নন্ নামা ব্যক্তি স্বীয় কন্যার বলিদানে সম্মতি দেন, তাঁহার এই রূপ কর্ম্ম দেখিয়া লুক্রিটিয়স নামা কবি কহিয়াছিলেন যে, এতাদৃশ মন্দ কর্ম্ম কি ধর্ম্ম উৎপাদন করিতে পারে, তিনি ফ্রান্সে হত্যা কিম্বা ইংলণ্ডে বারুদের দ্বারা রাজপুরুষদিগের ধ্বংস করিবার মন্ত্রণা জ্ঞাত হইলে কি বলিতেন? তিনি যদ্রূপ পাষণ্ড ছিলেন, তদপেক্ষা সপ্তগুণ অধিক ইপিকুরীয় নাস্তিক হইতেন। যেমন ধর্ম্মের বিষয়ে সাংসারিক খড়্গ অতি সতর্কতায় গ্রহণীয়, তেমনি তাহা সামান্য লোকদের হস্তে সমর্পণ করাও বিষম। বিবেচনা না করিয়া খড়্গধারণ ও নীচ লোকদের হস্তে তাহা প্রদান করিলে অধর্ম্ম করা হয়; যেমন আমি স্বর্গারোহণ করিয়া উচ্চতমের তুল্য হইব, এমত কথা শয়তান কহিলে ঈশ্বর নিন্দা হয়, আবার আমি নরকে অবরোহণ করিয়া অন্ধকারের অধিপতি হইব, ঈশ্বর ঈদৃক বাক্যের বক্তা, ইহা জানাইলে অধিক ঈশ্বরনিন্দা হয়। আর ধর্ম্মকে রাজ্য বিপ্লব ও লোকেদের বধ এবং বিনাশক রাজাদের নিষ্ঠুর ও অতি জঘন্য ব্যাপার সমূহের সাধন জন্য ফল কহা কি বড় ভাল? তাহা করিলেই পবিত্রাত্মাকে কপোতের ন্যায় অবনীত না বলিয়া গৃধ্রের ন্যায় অবনীত বলা হয় এবং পোতদস্যু ও ছলিহন্তাদের পোতধ্বজা লইয়া খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর তরণী হইতে

উত্তোলন করা হয়। ফলতঃ পূর্ব্বে অনৈক্য বশতঃই পূর্ব্বোক্ত তাড়নাদি ব্যাপারগুলি অধিকাংশ সম্পন্ন করা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম মণ্ডলীর ধর্ম্ম শিক্ষা ও আদেশ দ্বারা এবং রাজাদের করবাল দ্বারা এবং নায়িক সমস্ত বিদ্যাদ্বারা চিরকালের জন্যে প্রচণ্ড তাড়নাদি ব্যাপারের পোষকানুকূল কার্য্য ও মত সকলকে রহিত করা অত্যাবশ্যক। ধর্ম্ম বিষয়ে মন্ত্রণাকারিগণ পৌলের মন্ত্রণাকে আদর্শ করিয়া আপনাদের মন্ত্রণার অগ্রে প্রয়োগ করিবেন, যথা মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের যাথার্থিকতা সিদ্ধ করে না। একজন জ্ঞানীধর্ম্মাধ্যক্ষের একটী মন্তব্য কথা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে যে যাহারা বিবেকের উপর বল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের তাহাতে উপকৃত হইবার অভিসন্ধি আছে।

৪। প্রতিহিংসা।

প্রতিহিংসা এক প্রকার পশুবৎ বিচার, ইহাতে যে পরিমাণে মানবীয় স্বভাব অনুরক্ত, সেই পরিমাণে তন্নিবারণও ব্যবস্থেয়। কারণ হিংসা দ্বারা ব্যবস্থা অবজ্ঞা করা হয়, প্রতিহিংসাতে ব্যবস্থাকে অপদস্থ করা হয়। বস্তুতঃ প্রতিহিংসা করিলে শত্রুর সহিত সমান পদস্থ হইতে হয়, কিন্তু যিনি প্রতিহিংসায় পরাঙ্মুখ হন, তিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেহেতুক ক্ষমা করা রাজপুত্রেরই অধিকার। সুলেমান রাজা কহেন যে, "দোষ ক্ষমা করা মনুষ্যের পক্ষে গৌরবের বিষয়।" অতীত বিষয়ের প্রতীকার নাই। জ্ঞানিরা বর্ত্তমানও ভাবি বিষয়ের চর্চ্চাকে যথেষ্ট বোধ করেন, এই হেতুক যাঁহারা অতীত বিষয়ে প্রযত্ন করেন, তাঁহারা নিরর্থক কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। মনুষ্য কেবল হিংসার জন্যে হিংসা করেন না;

কিন্তু লাভ, আমোদ এবং সম্ভ্রম ইত্যাদির জন্যে হিংসা করেন; এই হেতুক যে ব্যক্তি আমাকে অধিক প্রেম না করিয়া আপনাকে অধিকতর প্রেম করে, আমি কেন তাহার হিংসক হইব? কোন কোন ব্যক্তি স্বয়ং মন্দ প্রকৃতি বলিয়াই হিংসা করে, শ্যাকুঁল প্রভৃতি কণ্টক বৃক্ষ শুদ্ধ কণ্টক দ্বারা আঁচড়ায়; যেহেতুক তাহার তদ্ভিন্ন আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। ব্যবস্থার দ্বারা যে হিংসার প্রতীকার নাই, এমত প্রতিহিংসা সহনীয়; কিন্তু যে প্রতিহিংসা পুনশ্চ ব্যবস্থা দ্বারা দমনীয় হয়, এমত প্রতিহিংসার বিষয়ে মনুষ্য সাবধান থাকুক, নচেৎ মনুষ্যের অন্য শত্রু উপস্থিত হইবে; অর্থাৎ হিংসিত ব্যক্তির প্রতিহিংসক ও দেশীয় ব্যবস্থা উভয়ে শত্রু হইবে। প্রতিহিংসা কালে কেহ২ প্রতিপক্ষকে হেতু অবগত করাইতে ইচ্ছা করেন, এইরূপ ব্যবহার বরং ভদ্র, কেননা ইহাতে তাহার যে আনন্দ বোধ হয়, তাহা প্রতিবাদিকে অনুতাপী করিবার কারণ, প্রতিহিংসার কারণ নহে; কিন্তু নীচ ধূর্ত্ত কাপুরুষেরা অন্ধকারে ধাবমান তীরের তুল্য। কস্‌মস্ নামা একজন ফ্রান্স দেশের কুলীন অমনোযোগী ও প্রবঞ্চক বন্ধুদের প্রতিকূলে তাহাদিগের হিংসা ক্ষমার যোগ্য নয় বোধ করিয়া এই নৈরাশ্যবোধক বাক্য কহিয়াছেন, "তোমরা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবে, আমরা শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতে আদেশ পাইয়াছি; কিন্তু বন্ধুদিগকে ক্ষমা করিতে আদেশ পাইয়াছি, এমন কথা কিছুই নাই। কিন্তু দেখ আয়ুবের ধৈর্য্য অধিকতর ছিল, তিনি বলেন যে, আমরা কি ঈশ্বরের হস্ত হইতে কেবল উত্তম বিষয় গ্রহণ করিব, এবং মন্দ বিষয় গ্রহণ করিতে কি অসন্তুষ্ট হইব?" বন্ধুদের হইতেও তদ্রূপ অপকার গ্রাহ্য জানিবে। যিনি প্রতিহিংসা অভ্যাস করেন, তিনি স্বীয় ক্ষতকে অশুষ্ক ও সতেজ রাখেন, কিন্তু

অভ্যাস না থাকিলে ক্ষত সুস্থ হইয়া যায়। প্রকাশ্য ভাবে প্রতিহিংসা প্রায় শুভঙ্কর হইয়া উঠে, যথা কৈশর পার্টিন্যাক্স এবং ফ্রান্সস্থিত তৃতীয় হেনিরীর মৃত্যু। এভিন্ন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রতিহিংসা তাদৃশ মঙ্গলকর নয়। অপিচ প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকেরা ডাইন স্বরূপ. ইহারা যেমন অপকারক, তেমনি দুরদৃষ্টভাগী হইয়া মরে; যেহেতু বেকনের সময়ে ডাইনদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা যাইত।

৫। দুরবস্থা।

স্তোয়িকীয় জ্ঞানীদিগের মতানুসারে সেনেকা একটী বাক্যকে উচ্চ বোধ করিত, যথা সুদশা কালীন উত্তম বিষয়-গুলি সকলেরই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু দুর্দ্দশাকালে উত্তম বিষয় থাকিলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন করিলে তাহা স্বভাবজয়ী অদ্ভুত কার্য্যের ন্যায় অতি প্রশংসনীয় হয়। তাঁহার অন্যান্য সকল বাক্যাপেক্ষা এই বাক্যটী অত্যুচ্চ। দেবার্চ্চকদের বোধে ইহা নিতান্ত উচ্চ, সন্দেহ নাই। যথা "এক ব্যক্তিতে দৌর্ব্বল্য দোষ, ও ঈশ্বরের নিঃশঙ্কতার ন্যায় নিঃশঙ্কতা থাকাই যথার্থ গৌরব। এই বচনটী কাব্যে বর্ণিত হইলে সুন্দরতর হইত, কাব্যে অত্যুক্তি অধিক অনুমোদিত। ইহা করিতে কবিরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই; কেননা প্রাচীন কাব্যরচকদের অদ্ভুত বর্ণনার মধ্যে উল্লিখিত বিষয়ের নিগূঢ় ভাব ও রহস্য দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয় বৃত্তান্ত ঘটিত বর্ণ-নারও সাদৃশ্য পাওয়া যায়; তৎবৃত্তান্তে উক্ত হয় যে মনুষ্য এই জগতের তরঙ্গের মধ্য দিয়া মাংসময় পোতাশ্রয় করত যাত্রা করিয়া থাকেন।

পরন্তু অত্যুক্তি ত্যাগ করিয়া বলিতেছি যে, সুদশার গুণ

পরিমিতাচরণ এবং দুর্দ্দশার গুণ স্থৈর্য্য কিম্বা সহিষ্ণুতা ; নীতি-শাস্ত্র সহিষ্ণুতাকে শৌরিকধর্ম্ম কহে। আদি নিয়মোক্ত আশীর্ব্বাদই সুদশা। নূতন নিয়মোক্ত আশীর্ব্বাদই দুর্দ্দশা। নূতন নিয়মে বহুতর আশীর্ব্বাদ এবং ঐশিক প্রসাদ সুপ্রকাশিত আছে। তথাচ আদি নিয়মের মধ্যে দায়ূদের গীতের বিষয় মনো-নিবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে তাঁহার আন-ন্দের গীতের ন্যায় অনেক শোকসূচক গীত আছে। সুলেমা-নের সুখ অপেক্ষা আয়ুবের দুঃখ সমধিক যত্নে বর্ণিত। সুদশা ভূরিভয় ও অরুচিরহিত নয় এবং দুর্দ্দশা ও বহু সান্ত্বনা ও ভরসা শূন্য নয়। আমরা সূচীর কার্য্যে দেখিতে পাই যে, শোক সূচক কৃষ্ণ বস্ত্রে চিক্কণ তুলিলে যাদৃশ সুখকর বোধ হয়, উজ্জ্বল বস্ত্রে শোকজনক কাল চিক্কণ তুলিলে তদ্রূপ সুখজনক হয় না। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যদ্রূপে চক্ষুর সন্তোষ হয়, তদ্রূপেই অন্তঃকরণেরও আনন্দ হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্ম বহুমূল্য সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায়, এই দ্রব্য পেষিত বা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সৌরভ উঠে ; কারণ সুদশায় দোষ ভাল রূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুর্দ্দশায় ধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যক্ত হয়।

৬। সত্যাকারচ্ছলিতা এবং সত্যাবরণচ্ছলিতা।

সত্যাকারচ্ছলিতা এক প্রকার সামান্য নীতি, কৌশল কিম্বা ক্ষীণ জ্ঞান। কারণ কোন্ সময় সত্য বলা উচিত, তাহা প্রকৃত রূপে জানিতে দৃঢ় বুদ্ধি আবশ্যক করে এবং সময়ে সত্য বলিতে সাহসী অন্তঃকরণ আবশ্যক করে। অতএব যাহারা অল্প নীতিজ্ঞ, তাহারা মহা প্রবঞ্চক হইয়া থাকে।

টেসিটস্ কহেন, “ লিবিয়া আপন পতি কৈশরের নীতি-কৌশল এবং নিজ আত্মজ টাইবিরিয়সের সত্যাবরণচ্ছলিতা

উত্তম রূপে বুঝিয়া চলিতেন। মিউসিয়ানস্ নামা ব্যক্তি ভাইটিলিয়সের বিপরীতে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিতে ভেস-প্যাসিয়ানকে উৎসাহ দিবার কালে কহেন যে, "আমরা আগস্ট কৈসরের তীক্ষ্ণ বিবেচনা ও টাইবিরিয়সের সতর্কতা অথবা গোপ্তৃত্ব ভাবের প্রতিকূলে উঠি না, কারণ ভেস্প্যাসি-য়ান তাহাদের তুল্য নহেন।" বস্তুতঃ এতাবৎ নীতি কৌশলকে ক্ষমতা ও সত্যাবরণচ্ছলিতাকে স্বভাব বলিয়া প্রভেদ করিতে হইবে, কারণ যদ্যপি কাহার প্রতি কখন কিং বক্তব্য, কিং অপ্রকাশিতব্য, কিং প্রদর্শ্য. তৎসমুদয় যদি কোন প্রখর বিবেচ-নাশালী ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, তবে তিনি সত্যাবরণচ্ছলী হই-বেন না। টেসিটস্ এসমস্ত গুণকে দেশের ও বর্ত্তমান জীবনের কৌশল বিদ্যা কহেন, কিন্তু যাহার তাদৃশ তীক্ষ্ণ বিবেচনা নাই, তাহাকে সচরাচর সত্যাবরণচ্ছলী ও প্রবঞ্চক হইতে হয়; কারণ অবস্থানুসারে কার্য্য করিতে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সামান্যতঃ ধীর অথচ সতর্ক গতিমান অন্ধের পদবিহরণের ন্যায় নিরাপদ ও সতর্ক পথ ধরিয়া গমন করা ভাল। বস্তুতঃ সুকৌশলজ্ঞ মনুষ্যেরা স্পষ্ট ও সরল ব্যবহার করিয়া বিশ্বস্ত ও যথার্থ, এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; যেহেতুক তাঁহারা সুচালিত ঘোটকের তুল্য, কখন্ স্থগিত হইতে ও কখন্ ফিরিতে ঘুরিতে হয়, তাহা তাহারা ভালরূপে বুঝিতে পারে। এবং যখন সত্যাবরণচ্ছলিতার প্রয়োজন বুঝেন, তখন তাদৃশ ভাব ব্যবহার করিলেও লোকদের নিকটে তাঁহাদের সুস্পষ্ট ব্যবহার ও সুবিশ্বস্ততার খ্যাতি থাকিলে তাঁহাদিগকে সত্যাবরণচ্ছলী বোধ হয় না।

গোপনকারী ব্যক্তি ত্রিবিধ—প্রথমতঃ আত্মচ্ছৎ অর্থাৎ আপনি কি প্রকার, তাহা যিনি না জানান, তিনি আত্মচ্ছৎ। দ্বিতীয়তঃ সত্যাবরণচ্ছলী অর্থাৎ যে যাহা, সে তাহা নয়, এই

প্রকার ভাব যিনি ঘটাইয়া থাকেন, অথবা সত্যকে গোপন করিতে ছলনা করেন, তিনি সত্যাবরণচ্ছলী। তৃতীয়তঃ সত্যীকারচ্ছলী—যে যাহা নয়, সে তাহা হয়, এই ভাব যিনি স্পষ্ট জুটাইয়া থাকেন, কিম্বা অসত্যকে সত্য করিবার চেষ্টা করেন, তিনি সত্যীকারচ্ছলী। সর্ব্ব প্রথম, গোপ্তার গোপ্তৃত্ব ভাবটী স্বীকারয়িতার গুণ। গোপক মানুষ নিশ্চয়ই বিবিধ বিষয় স্বীকার করাইয়া থাকেন; কারণ বহুভাষীর নিকট কে কোন কথা ব্যক্ত করে? কিন্তু কেহ গোপক বিবেচিত হইলে গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হন, যেমন বায়ু বদ্ধ হইয়া উষ্ণ হইলে অধিক অনাবদ্ধ বায়ু বাহির দিক হইতে গ্রহণ করে, সেও তদ্রূপ। যেহেতুক স্বীকারকের প্রসঙ্গ জাগতিক উপকারার্থে প্রকাশ না হইয়া অন্তরের ভার নিবেদনার্থ ব্যক্ত হয়, অতএব স্বীকর্ত্তা নিজ চিত্তভাব স্বেচ্ছানুসারে বিদিত না করিলেও আন্তরিক দুঃখ দৌরাত্ম্য নিবন্ধন আপন মনকে লঘুভার করিবার কালে গোপ্তা ব্যক্তি তাহার নানা বিষয়ের উপলব্ধি পাইয়া থাকেন, স্বল্পতঃ গোপ্তাদিগকেই গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রত্যুত যথার্থ বলিতেছি, শরীর হউক কিম্বা মন হউক, উভয়কেই আচ্ছাদন না করিলে কদর্য্য দেখায়। মনুষ্যেরা সমীচীন ভাবে মুক্ত স্বভাব না হইলে তাহাদের ব্যবহার ও কার্য্যের অধিক সমাদর হয়। আর বক্তা ও বাচাল ব্যক্তিরা সচরাচর অসার এবং হঠাৎ প্রত্যয়ী। কারণ বক্তা ও বাচাল যাহা জানে, তাহা বলে; অধিকন্তু যাহা না জানে, তাহাও বলিতে ইচ্ছা করে, অতএব বক্তব্য যে গোপ্তৃত্ব ভাবের আচরণ উভয় কৌশলিক ও নায়িক। নিজ মুখের ভাব বিবেচনা করিয়া নিজ রসনাকে বাক্য কহিতে দিলেই মনুষ্যের পক্ষে ভাল হয়; কারণ কথা না কহিয়া তাহার মুখের ভাব ভঙ্গী দ্বারা অন্তরস্থ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার

দৌর্ব্বল্য ও অবিশ্বস্ততা দেখা যায়। কেননা কথা অপেক্ষা মুখ ভঙ্গী দ্বারা মনোগত ভাব অধিক লক্ষ্য ও বিশ্বাস করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ সত্যাবরণচ্ছলিতা অনেক বার প্রয়োজন বশতঃ গোপ্তৃত্বের আনুষঙ্গিক হয়, যিনি গোপনকারী, তিনি অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে সত্যাবরণচ্ছলী অর্থাৎ বঞ্চক হইবেন; কারণ মানবেরা এত ধূর্ত্ত যে কাহাকেও উভয় দিগে তুলার ন্যায় সমান থাকিতে দেয় না। সে ব্যক্তি প্রকাশ না করিলে গোপ্তা বঞ্চক নচেৎ প্রকাশক হইবে, তাহারা তাহাকে এমন প্রশ্ন করিয়া দেক্ করিবে, ও আপনাদের কাছে আনিয়া এমত রূপে ফুসলাইয়া মনের কথা বাহির করিয়া লইবে, যে কোন প্রকারে অন্যায্য তুষ্ণীম্ভাব ধারণ না করিলে অবশ্য মনের ভাব দর্শাইতে হইবে কিম্বা তাহা না জানাইলে তাহার বাক্যকথনপ্রণালী দ্বারা যত অন্যে জানিতে পারে, তাহার তুষ্ণীম্ভাব গ্রহণ দ্বারা তত বিষয় সংগ্রহ করিতে পারে। তাহারা দ্ব্যর্থ এবং ঘোরার্থ বাক্য অনেক ক্ষণ কহিতে পারে না। অতএব কেহ সত্যাবরণচ্ছলিতা না করিলে গোপ্তা হইতে পারে না। সত্যাবরণচ্ছলিতা গোপ্তৃত্ব সম্বন্ধে যেন ঘাগরার পশ্চাদ্ভাগের অঞ্চল স্বরূপ।

তৃতীয়তঃ সত্যাকারচ্ছলিতাই অসত্যের সত্যত্ব নিশ্চয় কথন, ইহা অত্যুত্তম মহদ্বিষয়ে ব্যবহৃত না হইলে অতি দূষণীয় ও অকৌশলিক বোধ হয়, অতএব সত্যাকারচ্ছলিতার সচরাচর ব্যবহারই দোষ। এই দোষ স্বাভাবিক অসৎ প্রকৃতি, ভীরুতা ও গুরুতর দোষযুক্ত মন হইতে উৎপন্ন হয়। এমন দোষ আবরণ করা আবশ্যক হওয়াতেই অন্যান্য বিষয়ে সত্যাকারচ্ছলিতা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্তি হয়, কেননা অনভ্যাসে অকৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা।

সত্যীকারচ্ছলিতা ও সত্যাবরণচ্ছলিতার উপকার ত্রিবিধ,—: প্রথম উপকার, বিরোধ নিদ্রাপণপূর্ব্বক শত্রুকে হঠাৎ চমৎকার করা। কারণ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যাবতীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে অভিপ্রায়ের প্রতিকূল সমুদয় ব্যক্তিকে সতর্ক করা হয়। দ্বিতীয় উপকার, আরম্ভে কর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইবার পথ রাখা। কারণ কেহ স্বয়ং স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া কোন ব্যাপার আরম্ভ করিলে শেষ করিতে হইবে, নতুবা নিষ্ফল হইতে হইবে। তৃতীয় উপকার, অপরের মনের বিশেষ সন্ধান প্রাপ্তি। কারণ স্ববিষয় প্রকাশক ব্যক্তির প্রতি মানবেরা স্ব২ বিষয় ব্যক্ত করিতে প্রায় নিরিচ্ছুক হন না। স্বার্থবক্তাকে আহ্লাদে, কথা কহিতে দিলে তিনি অন্যের বাক্যের সরলতা দ্বারা তাহার মনের সম্পূর্ণ ভাব ব্যক্ত করিয়া লয়েন। অতএব স্পানিওয়ার্ডের একটী উপদেশ কথা এস্থানে বিদগ্ধ ও সাধু বোধ হইতেছে, যথা, "মিথ্যা কহিয়া সত্যের উদ্দেশ প্রাপ্ত হও।" সত্যীকারচ্ছলিতা বিনা যেন সত্য প্রকাশের উপায়ান্তর নাই।

এই রূপে সত্যীকারচ্ছলিতা ও সত্যাবরণচ্ছলিতার ত্রিবিধ অপকার আছে! প্রথম অপকার এই যে সত্যীকারচ্ছলিতা ও সত্যাবরণচ্ছলিতা উভয় সচরাচর ভয়াবহ, কেননা লক্ষ্য স্থানে অবক্র গতি সাধক তীর পক্ষের ন্যায় যে অভীষ্ট কার্য্য, তাহা উভয়বিধচ্ছলিদের ভয় দ্বারা বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয়, সত্যীকার চ্ছলী ও সত্যাবরণচ্ছলী ব্যক্তি বহু লোকের দুর্ব্বোধ্য কিম্বা বোধে বৈরক্তিকর হওয়াতে তাহাদের সঙ্গে লোকেরা মিশিতে ইচ্ছা করে না, এবং তাহারাও একাকী আপনারদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার দিগে চলে। তৃতীয়, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপকার; তাদৃশচ্ছলীলোক স্বকার্য্য সুসাধনের অন্তর্গত সাধন স্বরূপ আস্থা ও বিশ্বাস হইতে চ্যুত হইয়া

থাকে। লোকদের বিবেচনায় সরলতা, আচারে গোপ্তৃত্ব ভাব, প্রয়োজন মতে সত্যাবরণচ্ছলিতা, এবং গত্যন্তরাভাবে সত্যীকারচ্ছলিতা থাকিলে অত্যুৎকৃষ্ট স্বভাব হয়।

৭। পিতা মাতা ও অপত্যগণ।

পিতা মাতার আমোদ যেমন অব্যক্ত, শোক ও ভয় তেমনি অপ্রকাশ্য। ইহাঁরা প্রথমটী জানাইতে পারেন না, শেষটী জানাইতে ইচ্ছা করেন না। পুত্রেরা ইহাঁদের দুঃখ উপশম করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য হইলে উহাকে দ্বিগুণ তীক্ষ্ণ করে। এবং জীবনের উদ্বেগ সমূহ বৃদ্ধি করে, কিন্তু মৃত্যুর ভাবনাকে শান্ত করিয়া রাখে। মনুষ্যদিগের বংশ রক্ষা পশুদিগের বংশ রক্ষার সমান হইয়া থাকে, কিন্তু স্মৃতি, সদ্গুণ এবং সদ্ব্যাপার সমুদায় মনুষ্যদিগের বিশেষ বিষয় ও সম্পত্তি, এবং নিরপত্য পুরুষেরা মহৎকার্য্য ও প্রতিষ্ঠাশালী হইয়া থাকেন; —কেননা তাঁহাদের শারীরিক প্রতিবিম্ব স্বরূপ তনুজ না থাকাতে মহৎ২ কার্য্যই তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি বোধক হয়। ইহাতে দেখা যায়, যে বংশ বিহীনদের ভাবী বিষয়ে মনোযোগ আছে! বিশেষ২ বংশের আদিম জনকেরা তনুজদিগকে শুদ্ধ আপনাদের বংশের অনুবর্ত্তী জ্ঞান না করিয়া আপনাদের কর্ম্মেরও অনুবৃত্তি বোধ করেন, এ জন্যে স্ব২ সন্তানদের প্রতি অতিশয় বৎসল হন, তাহাতে সন্তানেরা পৈতৃক বংশধর ও পৈতৃক ধনমান পদাধিকারী উভয় হয়। সকল সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ সমান থাকে না, এরূপ ভিন্নতা প্রায় অনুচিত হইয়া থাকে, বিশেষ মাতার স্নেহে অন্যায় হয়; সুলেমান কহেন যে, "জ্ঞানবান পুত্র পিতার আনন্দ জনক হয়, কিন্তু মুর্খ পুত্র মাতার ক্লেশ-

দায়ক।” ঘরভরা সন্তান থাকিলে দুটি একটী অগ্রজ সন্তান আদরণীয় হয়, অনুজেরা দুর্ললিত ও অদমিত হয়, তন্মধ্যে কোনং সন্তান উপেক্ষিত অচিন্তিত হইলেও প্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেখা যায়। অপত্যদের মাসিক ব্যয় বিষয়ে পিতা মাতার কার্পণ্য করিবার বোধ ক্ষতিকর; কৃপণতা করিলে পুত্রেরা ইতরীকৃত হইয়া নীচ লভ্যকর উপায় অবলম্বন করত ক্ষুদ্র বংশজাতদের সঙ্গে চলে ও প্রচুর লাভ করিলে অতিরিক্ত ভোগী হয়, অতএব পিতা মাতাদের ধন কার্পণ্য ত্যাগ ও আত্মজদের উপর প্রভুত্ব রক্ষা করিলে প্রধান ফলোদয় হয়। মনুষ্যদের অনেক গুলি কুরীতি আছে, তাহা এই, পিতা মাতা, শিক্ষক ও সেবকগণ বাল্যকালে পরস্পর ভ্রাতৃগণের মধ্যে ঈর্ষোৎপাদক হয়, সেই ঈর্ষাতেই ভ্রাতৃবর্গ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে অনেক বার অনৈক্যীকৃত হইয়া পরিবারের বৈরক্তিজনক হয়। ইটালীয় লোকেরা অপত্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং দায়াদগণের মধ্যে কোন প্রভেদ বোধ করে না, যদিও তাহারা স্বকুলজাত স্বতনুজ নয়। এরূপ ঐক্য বোধ স্বাভাবিক তুলনায় সঙ্গত হয়, ভ্রাতুষ্পুত্র কিম্বা কোন দায়াদ স্বং পিতা মাতার সমান রূপ না হইয়া এক রক্তজ বলিয়া পিতৃব্যাদির অনুরূপ হয়। সন্তানগণ জীবনোপযোগী পদ গ্রহণ করিবে, ইহা জানিয়া পিতা মাতা তাহাদের নিমিত্ত তাহা মনোনীত করুন, কারণ তৎকালে সন্তানেরা আশুনম্য ও সুবশ্য থাকে,” এবং যে ব্যাপারে তাহাদের মনের অতিশয় আগ্রহ ও প্রবৃত্তি বোধ হয়, তাহা তাহারা অবশ্য গ্রাহ্য করিবে; ইহা বিদিত হইয়াও পিতা মাতা তাহাদের প্রবৃত্তির নিতান্ত বশবর্ত্তী না হউন। বস্তুতঃ সন্তানদের কোন কার্য্যে অসাধারণ অনুরাগ ও যোগ্যতা প্রতীতি হইলে তৎপ্রতিবন্ধকতাচরণ ভাল নয়। কিন্তু সামান্যতঃ এই আদেশ উত্তম যথা “জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম

মনোনীত কর, এবং অভ্যাস দ্বারা তাহাতেই যোগ্যতা হইবে।” অবরজেরা সচরাচর সৌভাগ্যশালী হয়, কিন্তু জ্যেষ্ঠেরা নিরধিকৃত সম্পত্তি হইলে কনিষ্ঠেরা ভাগ্যধর হইয়া উঠে।

৮। ঊঢ়তা ও অনূঢ়তা।

সভার্য্যক ও সাপত্যক ব্যক্তি নিজ সৌভাগ্যের নিকট স্বভার্য্যাদিগকে বন্ধক দিয়া থাকেন, কারণ ভার্য্যাদিরা সদ সৎ-দুরূহ ব্যাপার সাধনে প্রতিবন্ধক হন। বস্তুতঃ অনূঢ়ও নিঃ-সন্তানদের দ্বারা সাধারণ হিতকর অতি মহৎ২ কার্য্য অনুষ্ঠিত ও নির্ব্বাহিত হয়, কেননা তাঁহারা স্বদেশানুরাগ ও সম্পত্তি রূপ সাধন দ্বারা জন সমাজের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া অর্থাদির সাহায্য করেন। সাপত্যজনেরা ভাবি কালের নিকট প্রিয় আত্মজদিগকে বন্ধক স্বরূপ রাখিয়া লোক যাত্রা সম্বরণ করেন, এই জন্যে ভাবি কালের বিষয়ে তাঁহাদের যত্নবান থাকিবার অনেক কারণ আছে। কতক লোক অনূঢ় হইলেও নিজের বিষয় ভিন্ন অন্য চিন্তা করেন না, এবং ভাবি কালের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, এমত জ্ঞান করেন। অন্য কতক লোক পত্নী ও পুত্রদিগকে শুদ্ধ অনর্থক ব্যয়ের হেতু জ্ঞান করেন। অপর কতকগুলি লোক এমন নির্ব্বোধ ও ধনলোলুপ যে, নিঃসন্তান হওয়াতে এই শ্লাঘা করেন যে নিরপত্য নিমিত্ত তাঁহারা ধনিতর প্রতীত হইবেন। কারণ বোধ হয়, তাঁহারা এমন শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, যে “অমুক ব্যক্তি মহাধনী,” প্রত্যুত অন্য ব্যক্তি কহেন “হাঁ, কিন্তু সন্তানদের জন্যে ইহার অত্যন্ত ব্যয় হয়।” ইহার মর্ম্ম এই যে সন্তানেরাই যেন তাহার অর্থের লাঘবকারী হয়। পরন্তু লোক স্বাধীনতা প্রিয় হইয়াই

সচরাচর অনূঢ় থাকে, বিশেষতঃ আত্মতোষক ও স্বেচ্ছাপর-তন্ত্রমনোবিশিষ্ট লোকেরা এতদূর প্রতিরোধ সূচক নিয়মে বিরক্ত হয় যে তাহারা কটি বন্ধনী ও মোজা বন্ধনীকেও শৃঙ্খল স্বরূপ বোধ করে।

অনূঢ়েরা অত্যুত্তম. বন্ধু ও অত্যুত্তম প্রভু এবং অত্যুত্তম সেবক হইয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বদা অত্যুত্তম প্রজা হইতে পারেন না। কেননা তাঁহারা অনায়াসে পলায়নপর হইয়া থাকেন, এবং প্রায় সকল পলায়িতদের তাদৃশ অবস্থা। ধর্ম্ম মণ্ডলীর পরিচারকদের বিবাহ না করা ভাল, কারণ যে স্থানে প্রথমে পুষ্করিণীকে জল পূর্ণ করিতে হয়, সে স্থানে প্রেম-জলে ভূমি সিক্ত করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু বিচারপতি ও শাসনকর্ত্তাদের উভয় অবস্থাই সমান, কারণ তাহারা দার্ঢ্য রহিত ও উৎকোচ গ্রাহী হইলে তাহাদের পত্নীগণ অপেক্ষা দাসেরা পঞ্চগুণ মন্দ হয়। সেনাপতিদিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে যুদ্ধকালে তাঁহারা অধীনস্থ সেনাদের উৎসাহ বর্দ্ধন হেতু তাহাদের স্ব২ স্ত্রী পুত্রদের বিষয় স্মরণ করিয়া দেন। কিন্তু তুরষ্কেরা পরিণয় অবজ্ঞা করাতে তাহাদের সামান্য সেনারা অধিকতর পামর হইয়া উঠে।

ফলতঃ কলত্র পুত্রাদি মনুষ্যত্ব ভাবের এক প্রকার শাসন স্বরূপ। যদিও অপরিণেতারা এক দিগে ধন সম্পত্তি রূপ সাধন থাকাতে অনেকবার অতি দয়ালু হয়, তথাপি অন্যদিগে কোমলতা না থাকায় দৃঢ়ানুসন্ধানী হইবার উপযুক্ত নিষ্ঠুর এবং কঠিনমনা হয়। গম্ভীরস্বভাব লোকেরা রীতি অনুসারে স্ত্রীর প্রণয়ী স্বামী হয়। যেমন ইউলিসিসের চরিত্রে দেখা যায়, "তিনি অমরত্ব লাভ অপেক্ষা প্রাচীনা নারীকে অধিক ভাল বাসিতেন।" সতী নারীরা পতিব্রতা গুণের গরিমা করিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কারী ও অবাধ্য হয়। পত্নী স্বীয় স্বামিকে জ্ঞানী

বোধ করিলে তাহা তাঁহার সতীত্ব ও আজ্ঞাবহতার শ্রেষ্ঠ বন্ধন হয়, তিনি পতিকে জারানুরাগ সন্দিগ্ধ দেখিলে কখন জ্ঞানী বোধ করেন না; জায়ারা যুবাদের গৃহিণী, পরিণত বয়স্কদের সখী এবং প্রাচীনদের ধাত্রী। তাহাতে যে কালে যাহার ইচ্ছা হয়, সে বিবাহ নিমিত্তক সেই কালের হেতুবাদ দর্শাইলে দর্শাইতে পারে। পরন্তু মনুষ্য কখন্ উদ্বাহ করিবে? যিনি এই প্রশ্নের পশ্চাৎ লিখিত উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি জ্ঞানীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন যথা, "যুবা ব্যক্তি অদ্যাপি নয়, এবং প্রাচীন কখনই নয়।" ইহা বারম্বার প্রত্যক্ষ হয়, যে দুষ্ট স্বামীরা অত্যুত্তমা ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়। এই রূপ ঘটনা স্থলে এবম্ভূত ভার্য্যারা হয় তো স্বামিদের নিকট দয়ার পাত্রী হইলে উহাদের মান বৃদ্ধি করেন, কিম্বা ধৈর্য্যভাবে মানিনী হয়েন। পরন্তু স্ত্রীরা স্বং বন্ধু বান্ধবদের অসম্মতিতে দুষ্ট স্বামিদিগকে স্বয়ম্বরণ করিলে কখনই তজ্জনিত ত্রুটি স্বীকার করেন না, কেননা তাহাতে তাঁহাদের স্বকৃত দোষ গুণ রূপে প্রতীত হয়।

৯। অসূয়া।

অসূয়া ও প্রেম ব্যতীত এমন একটীও আন্তরিক ভাব দৃষ্ট হয় না, যদ্দ্বারা লোক মোহিত ও বশীকৃত হয়। অসূয়া ও প্রেম এই দুইটী প্রবল মনোবাঞ্ছা, ইহারাই প্রকৃত রূপে কল্পনা ও মন্ত্রণার আকৃতি ধারণ করে। যদি মন্ত্র কিম্বা মায়ার বশীকরণ নায়ক কোন ব্যাপার সত্য হয়, তাহা হইলে মায়ার ন্যায় কোন মোহনকারী লক্ষ্য বিষয় উপস্থিত হইলে উহারা বিশেষ রূপে নয়ন পথের পথিক হইয়া উঠে। ধর্ম্মগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, এই রূপ কুদৃষ্টিই অসূয়া। জ্যোতির্ব্বেত্তারা নক্ষত্রগণের কুপ্রভাবকে কুদৃষ্টি কহেন। তাহাতে আমরা ও

স্বীকার করিয়া থাকি যে অসূয়ার কার্য্যে অক্ষির প্রক্ষেপ ও কুভাবোদয় হয়। অধিকন্তু কেহ২ সমুৎসুক হইয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন যে, অসূয়িত ব্যক্তিকে গৌরবান্বিত ও জয়োল্লাসী বিলোকন করিলে অসূয়ু জনের চক্ষুর আঘাত অত্যন্ত হানিকর হয়; কেননা তাহাতে অসূয়ার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, এবং তখন অসূয়িত ব্যক্তির প্রতি নয়নাঘাতও সম্পূর্ণ লাগে।—

যদিও এতাবৎ সূক্ষ্ম২ বিষয়গুলি উপযুক্ত স্থানে অবিবেচ্য নয়, তথাপি কে অসূয় এবং কে অসূয়িতব্য আর রাষ্ট্র স্থানীয় এবং অরাষ্ট্র স্থানীয় অসূয়ার প্রভেদই বা কি প্রকার, তাহার প্রসঙ্গ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। নির্গুণ গুণবানের ঈর্ষা করে; মনুষ্যদের চিত্ত হয় আপনাদের কল্যাণ, না হয় অন্যের অকল্যাণ বিষয়ে আমোদিত হয়, এবং যাহার নিজের হিত না হয়, সে অন্যের অমঙ্গল করিতে চায়, এবং অপরের ন্যায় গুণসম্পন্ন হইবার আশা না থাকায় তাহার সৌভাগ্য নীচ করিয়া আপনার সহিত সমান করিতে সমধিক যত্ন করে। অস্থির ও কুসন্ধানী লোক সচরাচর অসূয়ু হয়। কারণ সে যে অপরের বিষয় জ্ঞাত হইতে কষ্ট স্বীকার করে, তাহাতে তাহার নিজ সৌভাগ্যের কোন গুরুতর সংস্রব আছে, এমত বোধ হয় না, অতএব পরসৌভাগ্য বিলোকনে তাহার আমোদ অবশ্য হয়। স্বকার্য্যে বিব্রত ব্যক্তি অসূয়ার হেতুভূত বস্তুর অধিক দর্শন ও উদ্দেশ পায় না, কেননা অসূয়া নিরর্থক পর্য্যটকের ন্যায় পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কখনই গৃহে অবস্থান করে না; "অসূয়ার ন্যায় অনধিকারচর্চ্চক অন্য কেহই নাই।" এক জন নূতন মনুষ্যের বড় হইবার কালে সদ্বংশীয়েরা অসূয়ু হয়, কারণ প্রভেদ ভঙ্গ হইয়া থাকে। আর একজনের সমৃদ্ধিকালে অপরের যে স্বার্থ ক্ষয় চিন্তা হয়, ইহা চক্ষুর বিড়ম্বনা মাত্র। বিকলাঙ্গ, কঞ্চুকী, প্রাচীন এবং জারজ ব্যক্তিরাই

অসূয়ু হয়; কারণ আপনাদের বিষয় সংশোধনে অক্ষম ব্যক্তিরা অন্যান্য লোকদের বিষয় সাধ্য মতে হানি করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এই সমস্ত দোষ বীরপ্রকৃতি ও শূর স্বভাব লোকদের থাকিলে তাহারা সেরূপ করে না, বরং স্বভাব সিদ্ধ-হীনতাকে সম্মাননীয় করিবার চিন্তা করে। তাহাদের ইচ্ছা যে লোকে বলুক "এক জন কঞ্চুকী ও এক জন খঞ্জ এমত মহৎ ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন," যে তাহা আশ্চর্য্য ক্রিয়ার সদৃশ সম্ভ্রমের যোগ্য হইয়াছিল। নার্সিস কঞ্চুকী এবংএজিসিলস্ ও তামর্লেন্ খঞ্জেরও এতদ্রূপ সম্ভ্রম হইয়াছিল। যাহারা ক্লেশ ও দুঃখ ভোগের পর উন্নতি লাভ করে, তাহারাও অসূয়া পরবশ হয়, কারণ তাহারা সকল লোকের সহিত সকল বিষয়ে বিরক্ত থাকে, সুতরাং পরের ক্ষতিকে আপনাদের কষ্টোদ্ধার বোধ করে। যাহারা চাপল্য ও বৃথা দর্প করিয়া বিবিধ বিষয়ে পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহারা অসূয়ু; কারণ তাহা-দের অসূয়ার বিষয়ের অভাব নাই, কেননা তাহাদের যাবতীয় বিষয়ে বড় হওয়া অসাধ্য। অনেকে তাহাদিগকে কতক বিষয়ে অবশ্য অতিক্রম করে। এড্রিয়ান সম্রাট ঈদৃশ চরিত্রশালী ছিলেন, কেননা কাব্য চিত্র ও শিল্প কর্ম্মে তাঁহার এমত ক্ষমতা ছিল যে, তিনি কবি চিত্রকর এবং শিল্পিদিগকে অসূয়া করিতে কখন ক্ষান্ত থাকিতেন না।

অবশেষে বলিতেছি যে, দায়াদ, সহকর্ম্মকারী, এবং সহা-ধ্যায়ী লোকেরা সমতুল্য ব্যক্তিদের পদ বৃদ্ধি কালে অসূয়া করিতে অধিকতর দক্ষ হয়। কারণ তাদৃশ বৃদ্ধিতে তাহাদের নিজ সৌভাগ্যের তিরস্কার ও অসার্থকতা ভাব বারম্বার স্মৃতি পথে আরূঢ় হয়, এবং অন্য লোকেরা এবম্প্রকারে তাহাদের তাদৃশ ভাব উপলব্ধি করে। জনরব ও সুখ্যাতি দ্বারা অসূয়া সতত দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। হাবিলের প্রতি কাবিলের অসূয়া

অতি কদর্য্য ও জিঘাংসান্বিত হইয়াছিল; যেহেতুক হাবিলের বলিদান বিশিষ্ট ভাবে গ্রাহ্য হইবার কালে তথায় কোন দর্শক ছিলেন না। এই রূপে যাহারা অসূয়নক্ষম হয়, তাহাদের নিমিত্ত যথেষ্ট বলা হইল।

এক্ষণে ঈষদূন অথবা ঈষদধিক অসূয়িতব্য ব্যক্তিদের বিষয়ে কিছু বলিতেছি। প্রধান গুণশালিদের পদোন্নতি কালে তাঁহারা অসূয়া ভাজন হয়েন না, কেননা তাঁহাদের সৌভাগ্য তাঁহাদের প্রতি পরিশোধ্য বোধ হয় এবং ঋণ শোধের বিষয়ে কেহই অসূয়া করেন না, কিন্তু পুরস্কার ও প্রসাদ প্রাপ্তি হইলে বরঞ্চ অসূয়া জন্মে। কেহ কাহার উপমা স্থল হইলে অসূয়া জন্মে, এবং তুলনা না থাকিলে অসূয়া হয় না। তন্নিমিত্তে রাজারা রাজা ভিন্ন অন্য কাহার দ্বারা অসূয়িত হন না। তথাপি দেখা যায়, অযোগ্য লোকেরা প্রথমোন্নতি কালে অতিশয় অসূয়ার পাত্র হয়, পরে সেই অসূয়া অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়। প্রত্যুত উপযুক্ত ও কৃতী লোকদের সৌভাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তাহারা অসূয়াগ্রস্ত হয; কারণ তাহাদের গুণ সমভাব থাকিলেও তেজ সমান থাকে না; কেননা নবীন তেজস্বিরা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া তাহাদের তেজকে মলিন করে।

সদ্বংশজেরা পদ বৃদ্ধি পাইলে অধিক অসূয়িত হন না; কেননা পদ বৃদ্ধিই তাঁহাদের কুলের বিশেষ অধিকার বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের সৌভাগ্যের অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। রবিরশ্মি যেমন সমভূমি অপেক্ষা চড়া ভূমি কিম্বা নদী কুলের উপর অধিক তাপপ্রদ হয়; অসূয়াও তদ্রূপ। এই কারণ বশতঃ ক্রমোন্নত অপেক্ষা হঠাৎ উন্নত মানবই অসূয়াতপ্ত হয়। যাঁহারা দীর্ঘকাল পর্য্যটন, উদ্বেগ ও বিপদ দ্বারা সম্ভ্রম যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অধিক অসূয়িত হন না;

কেননা মানবেরা বিবেচনা করে যে,তাঁহারা বহু কষ্ট সৃষ্টে সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা কখন২ স্নেহ ভাজন হন। স্নেহ সতত অসূয়া উপশম করে। তন্নিমিত্তেই দেখা যায় যে গম্ভীর ও প্রকৃতিস্থ রাজ কর্ম্মচারিরা মহত্ত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বদা কাতর ভাবে বলিয়া থাকেন, আমরা কি রূপে জীবন যাপন ও দুঃখ সহ্য করিব। কিন্তু তাঁহারা মনে২ কখন সে রূপ ভাবেন না, তাঁহারা শুদ্ধ এই রূপে অসূয়ার তীক্ষ্ণ ধার ক্ষয় করেন। পরন্তু তাঁহারা যে কর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত না হইয়া অন্য কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন, তদ্বিষয়ে তাদৃশ ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন; কারণ বড় হইবার ইচ্ছাতে অনাবশ্যক ব্যাপারে ব্যগ্রতা দেখাইলে যে রূপ অসূয়া বৃদ্ধি হয়, আর কিছুতেই সে রূপ হয় না; আর মহৎ ব্যক্তি তাবদধীনস্থ কর্ম্মকারিদিগের স্ব২ স্বত্ব ও প্রাধান্য রক্ষা করিলে যে রূপ অসূয়া নির্ব্বাণ হয়, আর কিছুতেই সে রূপ হয় না; কেননা তাহা করিলে মহৎ ব্যক্তি ও অসূয়ুর মধ্যে যবনিকা পড়ে। অধিকন্তু যাহারা পরের প্রতি তাচ্ছল্য ও গর্ব্বভাব প্রকাশ পূর্ব্বক সৌভাগ্যধর হয়, তাহারা অতীব অসূয়ার পাত্র। বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা কিম্বা সমস্ত প্রতিযোগিতার বিরোধ নিবারণে জয়োল্লাস দ্বারা তাহাদের আপনাদিগকে উচ্চ পদারূঢ় না দেখাইলে কখনই সন্তোষ হয় না। প্রত্যুত জ্ঞানীরা স্বল্পাধিকার বিষয়ে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন২ অভীষ্ট অসিদ্ধ করিতে দিয়া অসূয়ুকে পরিতৃপ্ত করেন। তথাপি ইহা দেখা গিয়া থাকে যে, অভিমান ও বৃথা গৌরব-শূন্য হইয়া সরল ও অকপট ব্যবহারে মহত্ত্ব রক্ষা করিলে যে রূপ অসূয়ার লাঘব হয়, ধূর্ত্ত ও কপট ব্যবহারে সে রূপ হয় না; কারণ তাদৃশ রীতি অনুসরণ করিলে সৌভাগ্যকে অপহৃত এবং আপনাদিগকে অনধিকারী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়, শুদ্ধ ইহাও নয়, আবার অসূয়া করিতে শিক্ষা দান করা হয়।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গের এই অংশটী উপসংহার করত বলিতেছি যে, মায়ার চাতুরীর ন্যায় যে অসূয়ার কার্য্য পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহার চাতুর্য্যের প্রতীকার বিনা অসূয়ার প্রতীকার নাই, অর্থাৎ একের স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তর করিলেই প্রতীকার হয়। জ্ঞানী মহৎলোকেরা আপনাদিগের উপর যে অসূয়া থাকে, তাহা স্থানান্তর করণার্থে অপরকে সতত প্রকাশ্যে উপস্থিত করেন। যথা কখনং অমাত্যাদিকে, সেবকদিগকে, কখনং সহকারী বা সহকর্ম্মচারী ইত্যাদি প্রকার লোককে প্রকাশ্যে উপস্থিত করেন। এরূপ করিবার কারণ, তাহাদের মধ্যে প্রচণ্ড ও উদ্ধত স্বভাব লোকও অনেক পাওয়া যায়, তাহারা নিতান্ত অসূয়ার প্রতীকার সাধন করিতে ইচ্ছা করে, যেহেতুক ইহাতে ক্ষমতা এবং কার্য্য প্রকাশিত হইলেও হইতে পারে।

এক্ষণে রাষ্ট্রস্থলীয় অসূয়ার বিষয় কিছু বলিতেছি। রাষ্ট্র স্থানে অসূয়ার কিছু হিতকর ফল আছে; কিন্তু অরাষ্ট্র-স্থানে ইহার ফল অকিঞ্চিৎকর; কেননা নির্ব্বাসন যেমন মনুষ্যের কুযশের হেতু হয়, অসূয়াও রাষ্ট্রস্থানের গৌরবকে তদ্রূপ সমল ও ক্ষীণ করিয়া তুলে। অতএব রাষ্ট্রস্থানীয় অতি বড় লোকদিগকে সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্যে অসূয়া তাহাদের বল্গা স্বরূপ।

লাটিন ভাষায় অসূয়াকে "ইন্‌ভিডিয়া" বলে, অর্থাৎ অসন্তোষ; রাজ বিদ্রোহ কার্য্যের প্রসঙ্গে ইহার বিষয় কথিত হইবে। এই অসন্তোষ মহামারী স্বরূপ, ইহা সংক্রামক রোগের ন্যায়, রাজ্য মধ্যে উপস্থিত হয়; কেননা সংক্রামক রোগ যেমন অপীড়িত লোকদের স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া তাহা দূষিত ও ভ্রষ্ট করিয়া তুলে, তেমনি রাজ্য মধ্যে অসূয়া একবার প্রবেশ করিলে উহার সর্ব্বোত্তম ব্যাপার গুলির অখ্যাতি করত সৌর-

ভকে পূতি করিয়া তুলে, এবং সর্ব্বজনের প্রিয়কর কার্য্যের সহযোগেও উপকার হয় না। কারণ তদ্দ্বারা অক্ষমতা ও অসূ-য়ার ভয় প্রকাশ পায় এবং যেমন সচরাচর দেখা যায় যে, স্পর্শা-ক্রমী ও মারী রোগকে যাহারা ভয় করে, তাহাদিগকেই ধরে, তেমনি অসূয়াকে যত ভয় করা যায়, তত হানি হয়। রাষ্ট্রস্থানীয় অসূয়াকে রাজগণের উপর জন্মিতে না দেখিয়া বরঞ্চ প্রধান কর্ম্মচারী ও মন্ত্রিদের উপর জন্মিতে দেখা যায়।

কিন্তু এই স্থিরীকৃত নিয়ম যে রাজকীয় প্রধান পদস্থ ব্যক্তিতে অসূয়া করিবার অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র কারণ থাকিলেও যদি অসূয়া তাঁহার উপর অতিভারী হইয়া পড়ে কিম্বা যদি অসূয়া কোন রূপে সমস্ত ধনাঢ্য অথচ প্রধান পদস্থ ব্যক্তিদের উপর সর্ব্ব সাধারণী হয়, তাহা হইলে অসূয়া গুপ্ত থাকিলেও সমস্ত রাজ্যেরই উপরে ব্যাপ্ত হয়। প্রথমে যে অরাষ্ট্র স্থানীয় অসূয়া কিম্বা অসন্তোষের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা হইতে উক্ত রূপে রাষ্ট্র স্থানীয় অসূয়ার বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল।

এক্ষণে আবদান্তরিক ভাবের মধ্যে অসূয়া ভাবের বিষয়ে সাধারণ রূপে কিঞ্চিদধিক বলা যাইতেছে যে, অসূয়া অতিশয় বিরক্তকারী ও নিয়তবর্ত্তী, কেননা অন্যান্য আন্তরিক ভাবের অবকাশ বিরাম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্নিমিত্তে একটী উত্তম প্রবাদ আছে যে “অসূয়া পর্ব্বদিন মানে না,” কারণ ইহা সতত কোন না কোন ব্যক্তির উপর থাকে। আরো দেখা যায় যে প্রেম ও অসূয়া উভয়ই মনুষ্যকে শোকে ম্লান করে। কিন্তু অন্যান্য আন্তরিক ভাব সকল তদ্রূপ করে না; যেহেতুক প্রেম ও অসূয়ার ন্যায় অপর আন্তরিক ভাব সকল ক্রমাগত স্থায়ী হয় না। আন্তরিক ভাবের মধ্যে অসূয়া অত্যন্ত জঘন্য ও কদর্য্য; এই জন্যে অসূয়াটী দানবের বিশেষ গুণ, এবং ধর্ম্ম গ্রন্থে বলে যে “ যিনি রাত্রিযোগে গোমের মধ্যে শ্যামাঘাস

রোপণ করেন, তিনি অসূয়ু।" সর্ব্বদা ইহা দৃষ্ট হয় যে, অসূয়া ধূর্ত্ততা করে, এবং অন্ধকারে গোমের তুল্য উত্তম দ্রব্যের প্রতি দ্বেষ করিয়া ক্ষতি করে।

১০। প্রেম।

সংসার যাত্রার অপেক্ষা নাট্য শালাতে প্রেমের অধিক দর্শন পাওয়া যায়; কারণ তথায় প্রেমই সমস্ত প্রহসনীয় এবং কখন২ অতি বিলাপনীয় ও করুণাসূচক প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কখন২ জীবন যাত্রাতে রাক্ষসী কখন২ নারকী দৈত্যের ন্যায় অতি অপকারক হয়। ইহা দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যত২ পুরাতন বা ইদানীন্তন মহৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের বিষয় স্মরণ হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রেমোন্মাদে মত্ত ছিলেন না, কেননা তাঁহাদের মনের পরিষ্কৃত ভাব ও মহৎ কার্য্যাশক্তি এই উভয় বলবৎ থাকায় তাঁহারা ঈদৃশ দৌর্ব্বল্য সূচক আন্তরিক ভাব হইতে রক্ষিত হইয়াছেন। ইহার নিয়মাতিক্রমের দৃষ্টান্ত আছে, যথা, রোম রাজ্যের অর্দ্ধাংশী মার্কস্ আন্তনিয়স নামা ব্যক্তি এবং তদধ্যক্ষ ও ব্যবস্থাপক আপিয়সক্লদিরস নামা ব্যক্তি প্রেমোন্মত্ত ছিলেন। উহাঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি উদরম্ভরী ও অপরিমিতাচারী বটেন, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি কঠোর জ্ঞানী ছিলেন। এই হেতুক দেখা যায় যে প্রেম শুদ্ধ খোলা অন্তঃকরণেই প্রবেশ করে এমত নহে, অসতর্কাবস্থায় দুর্গবৎ দৃঢ় অন্তঃকরণেও প্রবেশ করে।

ইপিকুরির একটী সামান্য কথা আছে যে, "আমরা উচিত মতে বড়২ সঙ হইয়া পরস্পরের ভাব্য হই।" ইহাতে বোধ হয়, যে মনুষ্য যেন স্বর্গ ও মহৎ২ পদার্থের ভাব-

নার্থে সৃষ্ট হইয়াও স্বয়ং একটী সামান্য পুত্তলিকার সম্মুখে আনুপাত করেন, এবং উদর পূরক পশুর ন্যায় শুদ্ধ মুখের দাস না হইলেও যে নয়ন ঈশ্বর তাঁহাকে অত্যুচ্চতম অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যে দান করিয়াছেন, তিান তাহারই ক্রীত দাস হয়েন। প্রেম ব্যতিরেকে আর কিছুতেই অদ্ভুত বর্ণনা মনোহারী হয় না, ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, প্রেমাতিশয্য এক চমৎকার ব্যাপার, এবং ইহাতে বস্তু চয়ের প্রকৃতি ও মর্য্যাদার বিষয় জ্ঞান থাকে না। প্রেম বিষয়ক বর্ণনা শুদ্ধ অদ্ভুত নহে, ইহার ভাবই অদ্ভুত, কেননা ইহা অভিহিত আছে যে "মনুষ্য স্বয়ং নিজের প্রধান স্তুতিবাদক, তাহাতে সামান্য স্তুতিবাদকেরা তাহরে নিকট শিক্ষা পান।" বস্তুতঃ নায়ক তদতিরিক্ত প্রশংসাবাদী হন; কারণ নায়ক যেমন স্বপ্রিয়া নায়িকার অযৌক্তিক শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়া স্তাবক হন, তেমনি কোন আত্মাভিমানী মানুষকে তদ্রূপ স্বীয় অসঙ্গত উৎকর্ষবাদী হইতে দেখা যায় না। এই হেতুক উক্ত আছে যে, "প্রেমী ও জ্ঞানী উভয় হওয়া অসাধ্য।" উক্ত দৌর্ব্বল্য কেবল অপরাপর লোকেরই বোধগম্য হয় এমন নহে, কিন্তু প্রেম অন্যোন্যাশ্রিত না হইলে তাহা প্রিয়তমেরই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানগোচর হয়; কারণ এই একটী প্রকৃত নিয়ম আছে, যে প্রেম সমরূপ প্রেম দ্বারা কিম্বা আন্তরিক ও অপ্রকাশ্য নিন্দন দ্বারা সতত পুরস্কৃত হয়। এই আন্তরিক ভাবের বিষয়ে মনুষ্যদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। এই ভাব শুদ্ধ অপর বস্তুর ক্ষতিকর নহে, বরং নিজেরও অপকারক হয়। অন্যান্য ক্ষতির বিষয়ে কবিজন উত্তম বর্ণন করিয়াছেন যে, যে কেহ হেলেনাকে অধিক ভাল বাসে, সে যোনো এবং পাল্লাদেবের দান সকল হেয় জ্ঞান করে; অতএব যে কেহ কামুকতা সমধিক আদর করে, সে ধন ও জ্ঞান পরিহার করে। অধিক সুদশা

ও অধিক দুর্দ্দশা রূপ দৌর্ব্বল্যকালে এই আন্তরিক ভাবের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, এবং দুর্দ্দশা কালে ইহা কিঞ্চিদুপেক্ষিত হইলেও উভয় দশাতেই প্রেম জ্বলিয়া উঠে ও অধিক উষ্ণীকৃত হয়, এবং তন্নিমিত্তেই ইহার উন্মাদ ভাব ব্যক্ত হয়। যদিও কেহ২ প্রেমকে অন্তরে প্রবেশ করিতে দেন, তথাচ উহাকে সীমাবদ্ধ রাখেন, এবং আপনাদের মহৎ২ ব্যাপার ও উপজীবিকা সাধক কার্য্য সমূহ হইতে সম্যক বিযুক্ত করেন, এমত লোকেরা সর্ব্বোত্তম, কারণ প্রেম একবার ব্যবসায়াদির মধ্যে প্রবেশ করিলে মনুষ্যদের সৌভাগ্যের বিঘ্নোৎপাদন করে, এবং মনুষ্যদিগকে এমত করে যে তাহারা স্বাভিপ্রেত কার্য্য গুলিন সিদ্ধ করণার্থে স্থির থাকিতে পারে না। যোদ্ধারা কেন প্রেমাসক্ত হয়, তাহা জানা যায় না। বোধ হয়, আমোদই তাহাদের মদোন্মত্ত ও প্রেমাসক্ত হইবার একমাত্র কারণ। কেননা আমোদই যুদ্ধকালিক শঙ্কটাপত্তির পরিশোধক। মানবীয় স্বভাবের মধ্যে দেখা যায়, যে অপর লোকদিগকে প্রেম করিতে আন্তরিক প্রবৃত্তি হয়। এই প্রেম এক বা অল্প লোকে বিন্যস্ত না হইলে স্বভাবতঃ অনেকের উপর বিস্তীর্ণ হয়, এবং মনুষ্যদিগকে কোমল ও কৃপালু করিয়া তুলে। ঈদৃশ প্রেমভাব কখন২ রোমীয় খ্রীষ্টীয়ান ও উদাসীনদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বৈবাহিক প্রেম বংশ বৃদ্ধিকর, বান্ধবিক প্রেম উৎকর্ষ সাধক, কিন্তু লাম্পটিক প্রেম বিভ্রংশক ও অপযশস্কর।

১১। উচ্চ পদ।

উচ্চ পদস্থেরা রাজার অথবা রাজ্যের, যশের ও ব্যবসায়ের দাস। ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্বে, কার্য্যে এবং সময়ে

স্বাতন্ত্র্য নাই। স্বীয় স্বাধীনতা হারাইয়া পদ চেষ্টা করা, আপনার উপর প্রভুত্ব খোয়াইয়া অন্যদের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রার্থনা করা অত্যাশ্চর্য্যের বিষয়। উচ্চপদে উন্নতি লাভ করা কষ্ট সাধ্য। মনুষ্যেরা একটী দুঃখ ভোগ করিয়া তদপেক্ষা গুরুতর দুঃখ সহ্য করেন, আর কখন২ লোকে নীচোপায় কিম্বা জঘন্য কার্য্যাবলম্বন করিয়া উচ্চ পদারূঢ় ও সম্মাননীয় হয়েন। উচ্চ পদোত্থান অতি পিচ্ছিল, পশ্চাৎ সরণ স্বরূপ তাহাতে হয় পদচ্যুতি না হয় চিত্তোচ্চাটক, অপযশ; "যেহেতুক তুমি যাহা ছিলে, তাহা এক্ষণে আর নহ, তবে কেন অপদার্থ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে, ইহার হেতু নাই।" অধিকন্তু মনুষ্যেরা যখন ইচ্ছা, তখন পদ ত্যাগ করিতে পারে না, এবং হেতু সত্ত্বেও তাহারা কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে চেষ্টা করে না। প্রত্যুত বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার হেতু যখন নির্জ্জন বাস নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, তখনও তাহারা জনতাকুল সমাজ হইতে অপসৃত হইয়া স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না। ইহারা নাগরিক বৃদ্ধ লোকদের উপমাস্থল। কেননা তাহারা রাজমার্গের পার্শ্বদেশে উপবেশন হেতু বৃদ্ধ বলিয়া বিনিন্দিত হইলেও তথায় বসিয়া থাকিতে ক্ষান্ত হয় না। বস্তুতঃ বড় লোকেরা আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করণার্থ অন্য লোকদের মত জিজ্ঞাসা করিবেন; কারণ স্বানুভাব দ্বারা বিচার করিলে তাঁহারা উহা স্থির করিতে পারিবেন না। কিন্তু অন্যেরা তাঁহাদের বিষয়ে কি বোধ করেন, যদি তাহা একবার আপনারা চিন্তা করেন, এবং অন্যেরাও তাঁহাদের ন্যায় হইতে বাসনা করে, এমন ভাবনা করেন, তাহা হইলে যদিও আপনাদের মনে বিপরীত চিন্তার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি যেন জনশ্রুতিদ্বারা আপনাদিগকে সুখী জ্ঞান করেন; কেননা তাহারা স্ব২ দোষ শীঘ্র নিশ্চয় করিতে পারেন না বটে,

কিন্তু আপনাদের মনস্তাপের হেতু সর্ব্বাগ্রে জানিতে পারেন। ফলতঃ মহা সৌভাগ্যশালী লোকেরা আপনাদের বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞান থাকেন। কর্ম্মের ভিড় হইলে শারীরিক ও মানসিক সুখের বিষয়ে মনোযোগ করিতে তাহাদের সময় থাকে না, "যে ব্যক্তি আপনাকে জানে না, কিন্তু যাহাকে অন্যে উত্তম রূপে জানে, সে মৃত্যুকে অতিশয় দুঃখ বোধ করে।" উচ্চ পদের উত্তম এবং মন্দ করণের ক্ষমতা আছে, তন্মধ্যে শেষটী অভিশাপ স্বরূপ; কারণ মন্দ বিষয় ইচ্ছা না করাই সর্ব্বোত্তম, মন্দ করিবার ক্ষমতা না থাকা তদিতর, কিন্তু হিতকর কার্য্য করিবার ক্ষমতাই উচ্চপদাকাঙ্ক্ষার যথার্থ ও বিধেয় তাৎপর্য্য। সচ্চিন্তা ঈশ্বর কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইলেও কার্য্যে না লাগাইলে সুস্বপ্ন অপেক্ষা বড় বিশেষ হয় না, এবং ক্ষমতা ও উন্নত ভূমি সদৃশ উচ্চপদ বিনা মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। মানবলীলার প্রবল উদ্দেশ্যই কৃতিত্ব ও সৎকার্য্য এবং তদ্দ্বারা নিজ অন্তঃকরণে চরিতার্থতা বোধ করিলেই শান্তিলাভ হয়, কারণ মানুষ যদি ঐশ্বরিক রঙ্গভূমির অংশী হইতে পারে,তাহা হইলে ঈশ্বরীয় সুখেরও সহভাগী হইবে। "ঈশ্বর আপন হস্ত নির্ম্মিত তাবৎ পদার্থ বিলোকন করিয়া সকলকেই উত্তম দেখিলেন" তৎপরেই বিশ্রাম দিন হইল। তুমি যে পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, তৎসম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ হেতু উত্তমং দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা সম্মুখে রাখ, কেননা অনুকরণ করাই উপদেশের প্রধান অঙ্গ। কোন সময়ে স্বীয় দৃষ্টান্তকে আদর্শ করিয়া অগ্রে শ্রেষ্ঠ কার্য্য সাধন করিয়াছ কি না, তাহা স্বয়ং দৃঢ়রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ। তোমার সমান পদে থাকিয়া যাঁহারা দোষী হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তও অবহেলা করিও না। তাঁহাদের দোষ স্মরণ করিয়া আপনার গুণ ব্যাখ্যা করিও না বরং ত্যাজ্য বিষয় লক্ষ্য করিয়া চলিও। অতএব প্রাচীন কাল এবং পুরাতন

লোকদের বিষয়ে প্রগল্‌ভতা ও নিন্দা না করিয়া মন্দ সংশো-
ধন কর, আর পূর্ব্বকার কৃত যে২ উত্তম নিয়ম ও আদর্শ আছে,
তাহা আপনি অনুসরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইও না, সেইরূপ উত্তম
দৃষ্টান্ত রাখিতে যত্ন করিও। আদি স্থাপিত নিয়ম সকলের
সারভাগ গ্রহণ কর এবং মনোযোগ পূর্ব্বক দেখ যে উহারা
কোন্ স্থানে কিরূপে অগ্রাহ্য হইয়াছে; তথাচ উভয় কালীন
নিয়মের যুক্তি জিজ্ঞাসা কর, অর্থাৎ পুরাকালের কি২ নিয়ম
উৎকৃষ্ট ও বর্ত্তমান কালের কি২ নিয়ম অতিশয় উপযুক্ত।
তুমি আপনার ব্যবহার এমত নিয়মিত করিতে চেষ্টা করিবে
যে লোকে তাহা অগ্রে বুঝিয়া যেন প্রতীক্ষা করিতে পারে।
পরন্তু আপন নিয়ম অনুল্লঙ্ঘ্য বলিয়া মনে২ স্থির করিও না এবং
নির্দ্দিষ্ট নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার সময় বিশেষ রূপে কারণ গুলি
দর্শাইও। সতত আপন পদস্থ ক্ষমতাটী রক্ষা করিও, কিন্তু
স্বত্ত্ব বিষয়ের কথার আন্দোলন করিও না। বরং মৌনীভাবে
আপন ক্ষমতার অধিকার রাখিও, বস্তুতঃ বাদানুবাদ দ্বারা উহা
প্রকাশ করিও না। এইরূপে অধানস্থদেরও ক্ষমতা রক্ষা
করিও এবং সকল বিষয়ে ব্যগ্র হওনাপেক্ষা আদেশ করণকে
অধিক মান বোধ করিও। তোমার পদের কার্য্য নির্ব্বাহ
বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য লইও; অনধিকার চর্চ্চকেরা
সম্বাদ আনিলে তাহাদিগকে দূর না করিয়া বরং ভাল ভাবিয়া
তাহাদের কথা গ্রাহ্য করিও।

উচ্চ পদে চারিটী প্রধান দোষ আছে, যথা দীর্ঘ সূত্রিতা,
উৎকোচ গ্রহণ, কর্ক শ ভাব, এবং অনুরোধ পরতন্ত্রতা। দীর্ঘ
সূত্রিতা দোষ পরিহারার্থে লোক সকলকে সহজে তোমার
নিকট আসিতে দেও। সময় নিরূপিত কর, হস্তের কার্য্য শেষ
কর, এবং অনাবশ্যক কার্য্যে জড়িত হইও না। উৎকোচ গ্রহণ
দোষ পরিহারার্থে শুদ্ধ তোমার কিম্বা তোমার দাসের হস্ত

রুদ্ধ রাখিও না; কিন্তু উৎকোচ দাতাদেরও হস্ত এমত রুদ্ধ রাখিবে যে তাহারা উহা প্রদান করিতে না পারে। কারণ সাধুত্ব আচরণ করিলে উৎকোচ লওয়া হয় না, কিন্তু সাধুত্ব ব্যক্ত করিলে অর্থাৎ উৎকোচ গ্রহণের বিষয়ে স্পষ্ট ঘৃণা প্রকাশ করিলে লোকেরা উৎকোচ দেয় না, এবং শুদ্ধ দোষ ভাগটী ত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া সন্দেহের ছায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ কর। যে কেহ চঞ্চল এবং স্পষ্ট কারণাভাবে আপনাকে মতের অন্যথাচারী দেখায়, তাহাকে উৎকোচ-গ্রাহী বলিয়া সন্দেহ হয়; অতএব আপনার মত ও ব্যবহার পরিবর্ত্তন কালে সরল ভাবে পরিবর্ত্তনের হেতু ব্যক্ত করিয়া বলিও, কিন্তু তাহা গুপ্ত ভাবে সাধন করিতে মনন করিও না। কোন দাস কিম্বা কোন স্নেহ পাত্র অন্তরঙ্গীকৃত হইলে তাহাদিগকে সমাদর করিবার অন্য ব্যক্ত হেতু না থাকিলে তাহাদিগকে উৎকোচ গ্রহণের সঙ্কীর্ণ পথ বলিয়া বোধ হয়। কর্ক্কশ ভাব অসন্তোষের অনর্থক কারণ; কাঠিন্য ভয়োৎপাদন করে, কিন্তু কর্ক্কশ ভাব ঘৃণা জন্মায়। উচ্চপদস্থদের অনুযোগ পরিহাস যুক্ত না হইয়া বরং গম্ভীর হইবে। অনুরোধপরতন্ত্রতা উৎকোচ গ্রহণাপেক্ষাও নীচ, কেননা উৎকোচ সর্ব্বক্ষণ জুটে না; কিন্তু যে কাকূক্তি মিথ্যাদরের বশ হয়, তাহাকে সর্ব্বদা তদ্দ্বারা বিরক্ত হইতে হয়। এবিষয়ে সুলেমান কহিয়াছেন যে, "লোকদের সমাদর দেওয়া ভাল নয়; কেননা আদরদাতা এক খণ্ড রুটীরও জন্য নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করেন।"

একটী প্রাচীন গাথা এস্থানে অতি যথার্থ বোধ হইতেছে যে, "পদই মনুষ্যকে প্রকাশ করে, তাহা কাহাকে অধিক ভাল ও কাহাকে অধিক মন্দ দেখায়।" টেসিটস গালবা রাজার বিষয়ে বলেন যে, "তিনি কখন রাজ্য শাসন না করিলেও তাঁহাকে সকলে উহা শাসন করণে উপযুক্ত অনুভব

করিত।” পরন্তু তিনি ভেসপ্যাসিয়ানের বিষয়েও কহেন যে, “ভেসপ্যাসিয়ানই শুদ্ধ সম্রাট ছিলেন, যিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া অধিক ভাল হইয়াছিলেন।” কিন্তু প্রথম ব্যক্তির ক্ষমতা বিষয়ে ও শেষ ব্যক্তির ব্যবহার ও মানসিক ভাব বিষয়ে উক্ত কথা বলা হইল। উপযুক্ত ও সৎস্বভাব লোকদের নিশ্চিত লক্ষণ এই যে তাঁহারা সম্ভ্রম কর্তৃক সংশুদ্ধ হয়েন; কারণ সম্ভ্রমই সদ্গুণের স্থল। যেমন সকল পদার্থই স্বভাবতঃ, অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মাধীন হইয়া বেগে আপনাদের স্থানে গতি করে, এবং নিরূপিত স্থান প্রাপ্ত হইলে স্থির হইয়া বসে, তেমনি উৎকর্ষাকাঙ্ক্ষাতে সদ্গুণ বেগবান হইয়া উচ্চ পদ কিম্বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে স্থির ও শান্ত হয়। তাবৎ উচ্চ পদে আরোহণ করিবার সোপান ঘূর্ণিতাকার বিশিষ্ট। বিরোধি দল থাকিলে উচ্চ পদারোহণ কালে শ্রেষ্ঠ দলকে অবলম্বন করা ভাল; এবং আরূঢ় হইলে কোন দলের পক্ষ-পাতী না হইয়া সমভাব দেখান ভাল। সরল ও নম্র ভাবাপন্ন হইয়া তোমার পূর্ব্বপদস্থ ব্যক্তিদের সুখ্যাত করিও; কারণ তাহা না করিলে তোমার পদচ্যুতি কালে তোমার পদ প্রাপ্ত ব্যক্তি তোমার নিন্দা করিবে। তোমার সহকারিগণ থাকিলে তাঁহাদিগকে সম্ভ্রম দিও, এবং যখন তোমার নিকটে আহূত হইবার তাঁহাদের কোন প্রয়োজন থাকে, তখন তাঁহাদিগকে বর্জন করিও না, বরঞ্চ আবশ্যক না হইলেও তাঁহাদিগকে আহ্বান করিও। আলাপ কালে এবং আবেদন কারীদিগকে প্রত্যুত্তর প্রদান কালে আপন পদের গৌরব চিন্তা বা স্মরণ করিও না। “তিনি পদে বসিবার কালে অন্য প্রকার মানুষ হন,” লোকে যেন তোমার বিষয়ে এই রূপ বলে।

১২। সাহস।

পশ্চাল্লিখিত বিষয়টী সামান্য হইলেও জ্ঞানি মানুষের বিবেচনার্হ। ডিমস্থিনিস্‌কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে বাকপটু ব্যক্তির প্রধান অংশ কি? তাহাতে তিনি উত্তর দেন, অঙ্গ চালন ক্রিয়া। তার পর কি? তৎক্রিয়া। পুনশ্চ তার পর কি? তৎক্রিয়া। তিনি এই উক্ত ক্রিয়াটীকে উৎকৃষ্ট জানিয়া প্রশংসা করত তিন বার এরূপ উত্তর দিয়াছিলেন। এই ক্রিয়াতে তাঁহার স্বাভাবিক প্রাধান্য ছিল না, এই অংশটী বাকপটু ব্যক্তির শুদ্ধ অঙ্গচালনগর্ভ বরঞ্চ ইহা যাত্রা কর ও নটের গুণ বিশেষ। এই অংশটী অদ্ভুত বিষয় কল্পনা শক্তি সমূহ ও বক্তৃতা শক্তি প্রভৃতির উপর উচ্ছ্রিত হয়। এমন কি, উহা যেন প্রায় একাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। তাহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহার সুস্পষ্ট কারণ এই যে মানুষদের মধ্যে সচরাচর জ্ঞানীর ভাগ অপেক্ষা মূর্খের ভাগ অধিক, অতএব যে ক্ষমতা দ্বারা মনুষ্যদের নির্ব্বোধ মন মোহিত হয়, তাহার পরাক্রম মহৎ। এই প্রকারে রাজকীয় ব্যাপারে সাহস অত্যাশ্চর্য্য জনক,—উক্ত ক্রিয়ার সদৃশ হয়, সাহসই ইহার আদ্যন্ত মূল প্রধান। এবং যদিও সাহস অজ্ঞানতা ও নীচতা সূচক ও অন্তঃকরণের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট, তথাচ ইহা অল্প বুদ্ধি এবং বিক্রমহীনদের মোহ জন্মাইয়া হস্ত ও পদ বন্ধন করে, এবং দুর্ব্বল দশায় জ্ঞানীদের উপরেও প্রবল হয়। এই হেতুক ইহা প্রজাতন্ত্র রাজ্যে আশ্চর্য্য কাণ্ড সম্পাদন করিয়া থাকে, কিন্তু রাজকর্ম্ম সম্পাদক সমাজ ও রাজাদের তাদৃশ বিস্ময়কর হয় না। আর ক্রিয়াতে সাহসী লোকদের প্রথম প্রবেশ কালে সাহসের আশ্চর্য্য ভাব দেখা যায়, পরে ঝটিতি সে ভাব লুপ্ত হয়; কারণ সাহস প্রতিজ্ঞারক্ষক নয়। বস্তুতঃ যেমন স্বাভাবিক শরীরের নিমিত্তে হাতুড়িয়া বৈদ্য আছে,

তেমনি রাজনীতিজ্ঞ সমষ্টিরূপ শরীরের জন্যে কতক রাজ্যানিষ্ট প্রতিকারজ্ঞ লোক আছেন। তাঁহারা রাজ্যের কোন মহৎ উপকার সাধনে উদ্যত হন এবং ভাগ্য বশতঃ দুই তিনটী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্ররূপ ভূমি না থাকাতে তাঁহারা অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারেন না। তোমরা দেখিবে, সাহসী লোক মহম্মদের মত আশ্চর্য্য ক্রিয়া করে। যেমন মহম্মদ লোকদিগকে বিশ্বাস করাইয়াছিলেন যে, তিনি আপনার সমীপে পর্ব্বতকে ডাকিবেন এবং উহার শৃঙ্গ হইতে আপন নিয়ম পালকদের জন্যে প্রার্থনা করিবেন। লোকেরা সভা করিলে মহম্মদ পর্ব্বতকে পুনঃ২ আপনার নিকটে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন পর্ব্বত স্থির ভাবে রহিল, তখন তিনি একবারও কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিয়াছিলেন, "যদি পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না আইসে, তবে মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবে।" তেমনি সাহসী লোকেরা মহৎ মহৎ বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া অসিদ্ধ হইলে অত্যন্ত অপ্রতিভ হন বটে, তথাচ তাঁহারা সম্যক সাহসশালী হইলে লজ্জাকে লজ্জা বোধ না করিয়া অঙ্গীকার পরিবর্ত্তন করত দুঃখ করেন না। বস্তুতঃ মহা বিবেচক লোকেরা সাহসীদিগকে আমোদকারী খেলা স্বরূপ দেখেন, আর ইতর লোকেরাও সাহসিকতাকে কিঞ্চিৎ উপহাস করে; কারণ যদি অসঙ্গত ভাব পরিহাসের বিষয় হয়, তবে নিশ্চয় দেখিবে, সে মহা সাহস অসঙ্গত ভাবের ও বিষয় বটে, বিশেষতঃ সাহসী ব্যক্তিকে স্বীয় বদনের কান্তিচ্যুত হইবার কালে দেখিতে কৌতুক জন্মে, কারণ সে ব্যক্তি গত্যন্তরাভাবে আপন মুখকে সঙ্কুচিত ও জড়সড় করে ও লজ্জিত হইলে তেজস্ফুর্ত্তি পায় না, পরন্তু এতাদৃশ কালে সাহসিকেরা সতরঞ্চের চাল রহিত খেলকের ন্যায় অগ্রসর হইতে না পারিয়া স্থির থাকে, অর্থাৎ মাৎ না হইলেও চাল না-থাকাতে

খেলা চলে না। এই আত্মবিষণ্ণতা হাস্যাস্পদার্হ, দৃঢ় মনো . যোগের যোগ্য নয়। আর ইহাও ভাল রূপে দেখা যায় যে, সাহসের চক্ষু নাই, কেননা ইহা বিপদ ও অসুবিধা দর্শন করে না; এই হেতু ইহা পরামর্শ দিতে উত্তম নয়, কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে উত্তম হয়। অতএব সাহসীদিগকে কখন প্রধান শাসনাধ্যক্ষ ও বিধিদাতা করা ন্যায়ানুগত নয়, কিন্তু সহকারী ও অন্যের আদেশাধীন করিয়া রাখা উচিত; কারণ মন্ত্রণা কালে বিপদ বিলোকন করা ভাল এবং কার্য্য সম্পাদন কালে মহা বিপদের আশঙ্কা না থাকিলে সামান্য বিপদ না জানাই ভাল।

১৩। উত্তমতা এবং স্বাভাবিক উত্তমতা।

উত্তমতার ভাবার্থ মনুষ্যদের ভদ্র বাঞ্ছা। গ্রীকলোকেরা উত্তমতাকে ফিলনথ্রপিয়া কহে অর্থাৎ সর্ব্বহিতৈষিতা। মনুষ্যত্ব শব্দটী প্রয়োগ দ্বারায় উত্তমতার ভাব বড় সুস্পষ্ট হয় না। আমি উত্তমতাকে সংস্কার কহি, এবং স্বাভাবিক উত্তমতাকে স্বাভাবিক অনুরাগী কহি। মনের সমস্ত মহৎ ভাব ও গুণের মধ্যে উত্তমতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণ; ইহার অভাবে মনুষ্য ব্যাসক্ত হিংসক ও অধম এবং কীটাপেক্ষা নীচ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্রান্ত গুণের মধ্যে প্রেমই উত্তমতা এবং ইহাতে অপরিমিতত্ব নাই, কিন্তু ভ্রান্তি আছে। অপরিমিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতেচ্ছাতে দূতগণ পতিত হইয়াছে, অতিরিক্ত বুভুৎসাতে মনুষ্য পতিত হইয়াছে, কিন্তু প্রেমে অতিরিক্ততা নাই; কি দূত কি মনুষ্য, কেহই কখন ইহার আধিক্যে বিপদগ্রস্ত হয় না। উত্তমতাতে যে প্রবৃত্তি, তাহাই মানুষের স্বভাবের মধ্যে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা মনুষ্য-

দিগের প্রতি প্রকাশিত না হইলে অপর জীবদিগের প্রতি প্রকাশ পায়। নিষ্ঠুর তুরস্কদের মধ্যে দেখা যায় যে, উহারা মনুষ্যদের প্রতি নির্দয় হইয়া পশুদের প্রতি দয়া করে, কুকুর ও পক্ষিদিগকে আহারাদি দেয়। বস্‌বিকিয়স নামা ব্যক্তি সংবাদ দেন যে, কনষ্ট্যাণ্টিনোপল স্থানে একজন খ্রীষ্টীয় বালক রহস্য ভাবে হাড়গিলা পক্ষির মুখ বন্ধ করাতে প্রস্তরাহত হইবার যোগ্য স্থির হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই উত্তমতা কিম্বা প্রেমের মধ্যে ভ্রম প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইটালীয় লোকদের একটী ঘৃণার্হ বাক্য আছে যথা "তিনি এমন উত্তম যে কোন কর্ম্মের যোগ্য নহেন," এবং নিকলস্‌মাকিয়াবেল নামা জনৈক ইটালী দেশের উপদেশক প্রায় স্পষ্টাক্ষরে সাহস্ পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে "খ্রীষ্টীয়দের বিশ্বাসই উপদ্রবী ও অন্যায়ী লোকদের নিকটে সৎ লোকদিগকে লুঠিত হইতে দিয়াছে।" তাঁহার এরূপ কহিবার কারণ এই যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম উত্তমতার যাদৃশ মাহাত্ম্য রাখে, তাদৃশ কোন ব্যবস্থা কিম্বা সম্প্রদায় কিম্বা মতে রক্ষা করে নাই; অতএব দুর্নাম ও বিপদ উভয়ই পরিহরণার্থ উৎ-কৃষ্ট সংস্কার রূপ উত্তমতার ভ্রান্তি সকল জানা ভাল। অন্যের মঙ্গল চেষ্টা করিও, কিন্তু মৌখিক ভাব ও অসৎ কল্পনা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইও না; কারণ ইহা মৃদু ও সুগম্য ভাব মাত্র, ইহাতে সাধু লোকের মন বন্দীকৃত হয়। তুমি ইশপের কুক্কুটীকে বহু মূল্য প্রস্তর দিও না, সে শস্যের কণা প্রাপ্ত হইলে অতি সন্তুষ্ট হইবে। ঈশ্বর স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেন, যথা "তিনি সাধু ও অসাধুর উপর বৃষ্টি বর্ষাণ এবং সূর্য্যোদয় করান" কিন্তু ধন বৃষ্টি করান না এবং সমান ভাবে সকল মনুষ্যের উপর সম্ভ্রম এবং মানসিকগুণ প্রদান করেন না। সামান্য উপকার সক-লেরই করিতে হয়, বিশেষ উপকার লোক বিশেষের করিতে হয়। সতর্ক হইয়া আদর্শ দেখিয়া অনুরূপ করিও, যেন আদ-

র্শের কোন অঙ্গের ব্যতিক্রম না হয়; কারণ ঈশ্বর আমাদের স্বীয় প্রেমকে আদর্শ করেন, এবং প্রতিবাসীদের প্রেমকে আদর্শের অনুরূপ করেন। "তোমার যে কিছু আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দেও, ও আমার পশ্চাৎ আইস।" কিন্তু যদি আমাকে অনুসরণ না কর, তবে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিও না অর্থাৎ অল্প সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া বিপুলার্থশালীদের ন্যায় উপকার করিতে সমর্থ না হইলে, তাহা করিও না; কারণ তাহা করিলে স্রোত পূর্ণ করিয়া উৎসকে শুষ্ক করা হইবে। উক্ত-মতারূপ সংস্কার শুদ্ধ প্রকৃত বিবেক দ্বারা চালিত হয় না, কিন্তু স্বভাবতঃ কতক মানুষের প্রকৃতি সদ্ভাব সম্পন্ন; প্রত্যুত অন্য কতক গুলিন মানুষের স্বাভাবিক দ্বেষভাব আছে, কারণ তাহারা স্বভাবতঃ অন্যদের ভদ্র বাঞ্ছা করে না। যৎকিঞ্চিৎ দ্বেষ হইতে প্রতিকূলতা, কিম্বা আপত্তি করিবার যোগ্যতা, কিম্বা অবাধ্যতা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ভারী দ্বেষ হইতে অসূয়া ও শুদ্ধ অপকারী ভাবের উদয় হয়। এতাদৃশ ব্যক্তিরা অন্যান্য ব্যক্তিদের দুঃখে সুখ বোধ করে, আরো উহাদের ক্লেশের ভাগ বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। তাহারা ইলি-য়াসরের ক্ষত লেহক কুক্কুরদেরও তুল্য নয়, কিন্তু কোন অসুস্থ-ত্বকের উপর ভন্‌ভনিয়া মক্ষিকার ন্যায় হয়। উক্ত সর্ব্ব-জনের অহিতৈষিদিগের ব্যবসায় এই যে, ইহারা মনুজদিগকে গাছের শাখায় উপস্থিত করে, তথাচ তাহারা তিমনের ন্যায় আপনাদের উদ্যানে উদ্বন্ধনার্থে বৃক্ষ রাখে না। [ইহারা মনুষ্যদিগকে বিনষ্ট করে, কিন্তু তিমনের ন্যায় নয়; ইহারা উদ্বন্ধন হইতে বৃক্ষ দেয় না অর্থাৎ জীবনের মন্দ হইতে পলা-ইবার উপায় দেয় না। তিমন সম্বাদ দেন যে যে বৃক্ষে অনেকে উদ্বদ্ধ হইয়াছিল, এমত বৃক্ষ তাহার বাগানে আছে, উদ্বন্ধ-নেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে সাধ্য মতে শীঘ্র উদ্বন্ধন হইতে পরামর্শ

দিলেন।] মানবীয় স্বভাবান্তর্গত ঈদৃশ মানসিক ভাবটী ভ্রমাত্মক হয়, তথাপি তাহা রাজনীতি কৌশলের মহৎ শাল তরু স্বরূপ। শাল তরু বক্র হইলে পোতপঞ্জর হয়, অর্থাৎ বাহাদুরি কাঠ বাঁকা হইয়া জন্মিলে জাহাজের পাঁজরের জন্যে ভাল হয়, এবং তাহা সমুদ্রের আন্দোলিত তরঙ্গের আঘাত সহনের যোগ্য হয়, কিন্তু দৃঢ় রূপে দণ্ডায়মান অট্টালিকার নির্ম্মাণার্থে উপযুক্ত নয়। স্বাভাবিক উত্তমতার অংশ ও লক্ষণ অনেক আছে। যদি কেহ বিদেশিদের প্রতি দয়ালু ও সুশীল হন, তবে তাহাতে দেখা যায় যে তিনি বিশ্বরূপ নগরের সভ্য এবং তাঁহার হৃদয় চতুর্দ্দিগস্থ জলদ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে পৃথককৃত উপদ্বীপ স্বরূপ না হইয়া তাবৎ দেশ যুক্ত মহাদ্বীপ স্বরূপ হয়। যদি তিনি অপরের ক্লেশে ক্লেশ বোধ করেন, তবে তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহার অন্তঃকরণ সৌরভপ্রদানার্থ বিদারিত ভদ্র তরুর তুল্য। যদি তিনি অনায়াসে দোষ ক্ষমা ও বিমোচন করেন, তবে তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহার মন অপকার অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে স্থাপিত রহিয়াছে, অতএব তাঁহাকে ইহার আঘাত লাগে না। যদি তিনি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যের নিমিত্তে কৃতজ্ঞ হন, তবে তাহাতে দেখা যায় যে তিনি মনুষ্যদের তুচ্ছ দ্রব্য পরিমাণ না করিয়া মনকে পরিমাণ করেন। অধিকন্তু যিনি আপন ভ্রাতৃগণের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের অব্যবহার্য্য হইতে চাহিয়াছিলেন, এমত পৌলের ন্যায় যদি তিনি পূর্ণভাব প্রাপ্ত হন, তবে তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহাতে ঈশ্বরীয় স্বভাবের এবং খ্রীষ্টের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

১৪। আভিজাত্য।

কৌলীন্যের বিষয় প্রথমতঃ রাজ্যের অংশ স্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ বিশেষ২ ব্যক্তিগণের অবস্থা স্বরূপ বর্ণনা করা যাইবে। যে রাজার রাজ্যে কুলীনবর্গ নাই, সে রাজ্যে অসীম অত্যাচার মাত্র হয়, যথা তুরস্কদিগের রাজ্য ; কারণ কুলীনেরাই রাজার ক্ষমতাকে শমতা করেন, এবং রাজকুল হইতে লোক-দের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করিয়া আপনাদের উপর নিক্ষেপ করেন। প্রজাতন্ত্র রাজ্যে কুলীন দল থাকার আবশ্যক নাই, এবং প্রজারা তথায় বরং কুলীন দল না থাকিলে অধিক শান্ত ও নিরুপদ্রবী থাকে, কারণ প্রজাদের চক্ষু ব্যক্তিদের উপর না থাকিয়া কার্য্যের উপর পড়িয়া থাকে, এবং যদিস্যাৎ তাহা ব্যক্তিদের উপরে পড়ে, তবে তাহা সমুচিত কার্য্য নিমিত্তক, ধ্বজাদি খ্যাতি চিহ্ন ও মহদ্বংশ নিমিত্তক নয়। সুই-জারল্যাণ্ড নিবাসিরা বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মাক্রান্ত ও বিভক্ত নানা প্রদেশবাসী হইলেও উত্তম ভাবে রহিয়াছে, কারণ সম্ভ্রম তাহাদের বন্ধন না হইয়া প্রয়োজন তাহাদের বন্ধন হয়। প্রভিনসেস্ অফ্ লো কন্ট্রীস্ অর্থাৎ ইতর দেশ সমূহের মধ্যে যত প্রদেশ মিলিত রহিয়াছে, তাহাদের রাজ শাসন শ্রেষ্ঠ, কারণ যে স্থানে ঐক্যভাব, সে স্থানে বিচারের অপক্ষপাত এবং রাজস্ব পরিশোধে অতিশয় হর্ষ হয়। মহান্ ও পরাক্রমী কুলীনেরা রাজার গৌরব বৃদ্ধি করে, কিন্তু ক্ষমতাকে হ্রাস করে, ও প্রজাদের প্রাণ ও তেজ রক্ষা করে, কিন্তু সৌভাগ্যের হানি করে। রাজ্যের ও বিচারের জন্য কুলীন বর্গের অতিবাদ প্রাধান্য ভাল নয়, তথাচ এমত প্রাধান্য থাকিবে যে ইতর লোকদের দর্প একবারে রাজাদের সমীপে প্রকাশিত না হইয়া তাঁহাদের নিকটেই চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। বহু সংখ্যক

কুলীন রাজ্যের কষ্ট ও দারিদ্য উৎপাদন করেন, কারণ তাঁহাদের ব্যয় ভার অতিরিক্ত হয়। এভিন্ন অনেক কুলীন কাল ক্রমে সৌভাগ্যহীন হইয়া পড়েন, তাহাতে সম্ভ্রম ও সম্পত্তি রূপ সাধনের মধ্যে এক প্রকার অসমানতা হইয়া উঠে।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কৌলীন্যের বিষয় বলি যে পুরাকালিক অজীর্ণ হর্ম্ম্য ও দুর্গ দর্শনে কিম্বা শক্ত ও পরিপক্ব এবং সুন্দর কোন বৃহৎ শাল তরু নিরীক্ষণে যত শ্রদ্ধা হয়, পরিবর্ত্তনশীল কালের তরঙ্গ দ্বারা অপ্রতিহতাভ পুরাতন কুল সমীক্ষণে কি তদধিক শ্রদ্ধা হয় না? কারণ আধুনিক ও নূতন কৌলীন্যই ক্ষমতা জন্য কিন্তু প্রাচীন কৌলীন্যই কাল জন্য। যাঁহারা প্রথম কৌলীন্য পদে উচ্ছ্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা অতি গুণবান; কিন্তু তাঁহাদের বংশ অপেক্ষা নির্দ্দোষ নহেন; কেননা সদসৎ কৌশল যোগ বিনা একটীও উচ্চ পদ হয় না। কিন্তু উচিত যে তাঁহাদের আত্মজদিগের মধ্যে তাঁহাদের গুণেরই স্মৃতি থাকে এবং তাঁহাদের মানব লীলা সম্বরণের সঙ্গেই দোষ রাশি ক্ষয় পায়। অভিজাতেরা পরিশ্রম বিহীন হয়, এবং অপরিশ্রমী হইলেই পরিশ্রমীদের উপর অসূয়া হয়। অভিজাতেরা অত্যুচ্চীকৃত হইতে পারে না, অন্য ব্যক্তিদের উন্নতি কালে সীমা-বদ্ধোন্নতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অসূয়ার কার্য্য বর্জন করিতে পারেন না। অন্যদিগে দেখা যায় যে, কুলীনেরা অতিশয় অসম ব্যক্তির অসূয়া আপনাদের সহনীয় বলিয়া নির্ব্বাণ করেন, যেহেতুক তাঁহাদের সম্ভ্রম আছে। বস্তুতঃ রাজারা কুলীনবর্গ প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিলে তাঁহারা সুখ ও আপনাদের কর্ত্তব্য সাধনের সুগম ও সহজ পথ প্রাপ্ত হইবেন, কারণ লোকেরা স্বভাবতঃ তাঁহাদিগকে এক প্রকারে শাসনার্থে উদিত বলিয়া লক্ষ্য করে।

———

১৫। রাজবিদ্রোহ ও বিপত্তি।

রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বজ রূপ ঝটিকার পঞ্জিকা জ্ঞাত হওয়া প্রজা রক্ষকদের আবশ্যক। রাজ্যের মধ্যে তাবদ্বিষয়সমান রূপে বৃদ্ধি হইলে ঝটিকা সচরাচর অতিশয় ভারী হয়, যেমন সূর্য্যের বিষুব রেখা পার হইবার কালে স্বাভাবিক ঝটিকা ভারী হয়। [সূর্য্য বিষুব রেখা গত হইলে সমস্ত পৃথিবীতে দিন রাত্রি সমান হয়, বৎসরে দুইবার অর্থাৎ বসন্ত ও শরৎ কালে প্রবল বায়ু বহমান হয়।] এবং যেমন ঝটিকার পূর্ব্বে বায়ু মন্দ বেগে বহে ও সমুদ্রের বারি অপ্রকাশিত রূপে স্ফীত হয়, তেমনি রাজ্য মধ্যেও হইয়া থাকে। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্ত করেন যে রাজ-বিরুদ্ধে গুপ্ত মন্ত্রণা ঘটিলেই ঘোর কলহ ও রাজ্য বিপ্লব উপস্থিত। যখন রাজ্য বিরুদ্ধে অখ্যাতিকর লিপি প্রচলিত হয় ও স্বেচ্ছানুমত কথাবার্ত্তা ব্যক্ত হয়, এবং এই রূপ প্রকারে রাজ্যের অপকারগত সংবাদ রটিত হয়, তখন এই সকলই বিপত্তির লক্ষণ বোধ হয়। ভর্জিল কিংবদন্তীর বংশাবলী উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে কিম্বদন্তী যক্ষ রাক্ষসদের ভগ্নী "পৃথ্বীমাতা উম্মান্বিত দেবতাদের দ্বারা রোষিত হইয়া রাক্ষসদের কনিষ্ঠা ভগিনী জনশ্রুতিকে প্রসব করিলেন।" কিংবদন্তী যেরূপ অতীত রাজবিদ্রোহের স্মারক লক্ষণ, ইহা সেই রূপ ভাবী বিদ্রোহেরও পূর্ব্বসূচক। যাহা হৌক তিনি যথার্থ বলেন যে রাজবিদ্রোহ সংক্রান্ত কলহ ও তদ্বিষয়ক জনশ্রুতি উভয়ে ভ্রাতা ও ভগিনী অপেক্ষা বড় বিশেষ হয় না। বিশেষতঃ যদি অতি প্রশংসনীয় যুক্তিসঙ্গত ও মহা সন্তোষ দানার্হ রাজকীয় উৎকৃষ্ট কার্য্য গুলিন সর্ব্বার্থান্তরিত অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার অর্থ ঘটিত ও অপবাদিত হয়, তাহা হইলে অসূয়া অতিশয় প্রকাশ পায়, যথা টেসিটস কহেন, "সাধারণের ঘৃণাস্পদ

হইলে সৎকার্য্যও অসৎক্রিয়ার ন্যায় বিনাশের কারণ হয়।” এই সকল জনশ্রুতিই বিপত্তি সূচক লক্ষণ বলিয়াই অতি কঠিন শাসন যে ইহার বিপত্তির প্রতীকার হইবে, তাহা যুক্তি সিদ্ধ নয়; কেননা ইহাকে উপেক্ষা ও অমনোযোগ করাতে-ও উত্তম শাসন হইয়া থাকে, কিন্তু বিপত্তি স্থগিত করিবার উদ্যোগ করিলে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়, আর যেরূপ বশীভূততার বিষয়ে টেসিটস কহিয়াছেন, তাহা সংশয়নীয়, যথা “তাঁহারা আপনাদের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু আপনাদের সেনানী-দিগের আজ্ঞা সম্পাদন করণাপেক্ষা তাহাতে নিরর্থক দোষা-রোপ করিতেই অধিক রত ছিলেন।” আজ্ঞা ও আদেশের প্রতিকূলে বিবাদ হেতুবাদ ও নিরর্থক দোষারোপ করাই স্কন্ধের ভারাবতরণ ও অনাজ্ঞাবহতার মহোদ্যম বলিতে হইবে, আর যদি বিবাদাদি স্থলে আদেশদাতারা সভয়ে ও নম্র-ভাবে এবং প্রতিকূল লোকেরা প্রগল্‌ভভাবে কথা কহে, তাহা হইলে বিশেষ রূপে ভারবাতরণাদি ঘটে। আর মাকিয়াভেল কহিয়াছেন যে, সর্ব্বসাধারণের পিতামাতা স্বরূপ হওয়া রাজাদের উচিত। “তাঁহারা এক দলে এক পক্ষে অনুরক্ত হইলে একদিগে অসমান ভার বিপর্য্যস্ত তরীর ন্যায় হন। ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় হেনেরীর রাজত্ব কালে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কারণ প্রথমে তিনি স্বয়ং প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ানদের সমূল বিনাশ নিমিত্তক সন্ধি স্থাপন করেন, পরক্ষণেই সেই সন্ধি তাঁহার প্রতিপক্ষ হয়, কারণ যখন রাজাদিগের ক্ষমতা কোন পক্ষের সহকারী হয় এবং রাজ-বন্ধনাপেক্ষা অন্য দৃঢ়তর বন্ধন থাকে, তখনি তাঁহাদের প্রায় অধিকার চ্যুত হইবার উপক্রম হয়। আর যখন অনৈক্য, কলহ এবং বিরোধ প্রকাশ্য ও প্রগল্‌ভভাবে নির্ব্বাহিত হয়, তখনি দেখা যায় যে রাজ্য শাসনের সমাদর লুপ্ত হইয়াছে, কেননা

যেমন মুখ্য প্রবর্ত্তিকা শক্তির অধীনে থাকিয়া গ্রহগণের গতি সম্পন্ন হয়, তেমনি রাজ্যের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের গতি হওয়া উচিত। প্রাচীন মত আছে যে প্রত্যেক গ্রহ একটী তাবৎগ্রহাকর্ষিকা প্রধানতম গতিরূপা শক্তির আঘাত দ্বারা তদভিমুখে শীঘ্র তাড়িত হইয়া আপনাদের চক্রে ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান হয়, এই হেতু যখন প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আপনাদের বিশেষ বিশেষ গতিতে প্রচণ্ডভাবে চলেন, তখনি পরিবেশ বহির্ভূত বৃত্ত স্বরূপ হইবার লক্ষণ। তখনই এমত স্বতন্ত্র ভাব হয় যে তাঁহারা আপনাদের শাস্তাদিগকে বিস্মৃত হন। ইহা টেসিটস্ সুন্দর রূপে কহিয়াছেন। কারণ যিনি রাজাদের সমাদর পটুকাতে বেষ্টন করেন, এবম্ভূত ঈশ্বরই তাহা মোচন করিয়া শাসন করেন যথা, (আয়ূব ১২, ১৮,) "আমি রাজাদের কর্ত্তৃত্ব বন্ধন মুক্ত করিব।"

ফলতঃ ধর্ম্ম, বিচার, মন্ত্রণা, এবং ধনাগার এই চারিটী রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ, ইহাদের একটীর ক্ষীণ প্রভাব কালে মনুষ্যদের বিশিষ্টতর শুভ কালের জন্যে প্রার্থনা করা আবশ্যক। পরন্তু এক্ষণে বিপত্তির পূর্ব্ব সূচক লক্ষণের কথা পরিত্যাগ করিতেছি, একথা পশ্চাদুক্ত বাক্য দ্বারা স্পষ্টতর হইলে হইতে পারে। পশ্চাদুক্ত বাক্য এই যে, প্রথমতঃ রাজবিদ্রোহের সাধন সামগ্রী, দ্বিতীয়তঃ ইহার অভিপ্রায় ও কারণ, তৃতীয়তঃ ইহার প্রতিকার। রাজ বিদ্রোহের সাধন সামগ্রী বিষয়ে বিলক্ষণ বিবেচনা করিতে হইবে যে, সময় সপক্ষ হইলে, বিদ্রোহের নিদানভূত বস্তুর নিশ্চয় দূরীকরণই তন্নিবারণের অব্যর্থ উপায়। কারণ দহনীয় কাষ্ঠ প্রস্তুত থাকিলে হুতাশন স্ফুলিঙ্গ কোথা হইতে আইসে, বলা যায় না। রাজ বিদ্রোহের নিদান দ্বিবিধ; হীনতাধিক্য ও অসন্তোষাতিশয়। বস্তুতঃ লোকদের যত অধিকারোচ্ছেদ

হয়, ততই বিপত্তির কারণ হয়। নাগরিক লোকদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে লুকান নামা ব্যক্তি রোম রাজ্যের বিষয়ে উত্তম লিখিয়াছেন যে "এই হেতু অনিবার্য্য ধন-লোভ, বল দ্বারা অপহরণ, প্রবঞ্চনা ও লজ্জাভয় হীন মিথ্যা-বাদ প্রবল হইয়া দুর্ভাগ্য সামান্য লোকদিগকে যন্ত্রণা দিলে পরস্পর যুদ্ধ ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।" নাগরিক পরস্পর যুদ্ধ দ্বারাই রাজ বিদ্রোহ ও রাজ্যের বিপত্তির নিশ্চিত ও অমোঘ লক্ষণ নিরূপিত হয়। আর যদি নীচ লোকদের অসঙ্গতি ও দুঃখের সহিত মহৎ লোকদিগের হীনতা ও অধিকারোচ্ছেদ সংস্রুত হয়, তাহা হইলে মহা বিপৎ প্রায় উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ উদরের বিদ্রোহাচরণ সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ।

অপর রাজ্যের কোন অঙ্গের অসন্তোষাতিশয়ই স্বাভাবিক দেহের দুষ্ট রস তুল্য হইয়া অদ্ভুত উত্তাপকর ও জ্বালাজনক হয়। এবং এতাদৃশ অসন্তোষ ন্যায্য কি অন্যায্য কিম্বা অসন্তোষের কারণ স্বরূপ ক্লেশদায়ক ব্যাপার সমূহ গুরুতর কি লঘু, এবম্প্রকার বিবেচনা করিয়া কোন রাজা অসন্তোষ-জনিত বিপদের নিশ্চয় অনুমান করিতে পারেন না। কারণ প্রথম বিবেচনার দোষ এই যে, স্বমঙ্গলাবহেলক লোকদিগকে অতিশয় ন্যায় বোধ শক্তি বিশিষ্ট কল্পনা করা হয়। দ্বিতীয় বিবেচনার দোষ এই যে, অসন্তোষেতে ক্লেশ বোধ অপেক্ষা ভয় বোধ অধিক করা হয়, তাহা অতিশয় বিপদজনক। "দুঃখের সীমা আছে, কিন্তু ভয়ের সীমা নাই।" এভিন্ন যে বৃহদুপদ্রব রূপ কারণে ধৈর্য্য উদ্ভাবিত করে, তাহা সাহসকে খর্ব্ব করে, কিন্তু ভয়ে তাহা করে না। অসন্তোষ বারম্বার হইয়া থাকে ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তথাচ বিঘ্ন ঘটে না। এই বিবেচনা করিয়া কোন রাজ্যের কিম্বা রাজার অসন্তোষের বিষয়ে অসাবধান থাকা উচিত নহে, কারণ যেমন

প্রত্যেক বাষ্পের উদ্ভাবে প্রচণ্ড বায়ু জন্মে না, তেমনি প্রচণ্ড বায়ু অনেকবার নিষ্ফল হইয়া উড়িয়া গেলেও শেষে পতিত হইতে পারে। এবিষয়ে একটী স্পেনীয় দৃষ্টান্ত আছে; "শেষ অত্যল্প টানে রজ্জু ছিন্ন হয়।"

রাজ বিদ্রোহের অভিপ্রায় ও কারণ, ধর্ম্মের সম্পর্কে নূতন রীতি স্থাপন, নানাবিধকর, ব্যবস্থা ও পুরাতন রীতি পরিবর্ত্তন, অধিকারোচ্ছেদ, সাধারণের প্রতি উপদ্রব, অযোগ্য ব্যক্তিদিগের পদোন্নতি, বিদেশী, দুর্ভিক্ষ, দলভঞ্জিত সৈন্য, অপ্রতীকার্য্য বিরোধ বর্দ্ধন ও সামান্য কারণ প্রযুক্ত যে বিষয় লোকদের রোষ জন্মাইয়া তাহাদিগকে একত্র করে, এমত বিষয়। স্বাস্থ্যরক্ষোপযুক্ত সামান্য ঔষধ স্বরূপ যে প্রতিকার, তাহার বিষয় বলিতেছি, কিন্তু বিশেষ রোগের সম্পূর্ণোপশম করণার্থ বিশেষ ঔষধ আবশ্যক। অবস্থানুসারে যুক্তিমত তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার সাধারণ নিয়ম করা যায় না। রাজ বিদ্রোহের হেতুভূত যে সাধন সামগ্রী অর্থাৎ অধিকারোচ্ছেদ ও স্বত্বহীনতা, সাধ্যমতে তন্নিবারণ করাই প্রধান প্রতিকার। ইহার সাধন রূপ উচিত কর্ম্মচয় এই যে, বাণিজ্য আরম্ভ করণ ও সমভাবে তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করণ, শিল্প কার্য্যের প্রতিপোষণ, আলস্য পরিত্যাগ, হট্ট সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে অপব্যয় রোধ ও পরিমিততা সংযম, ক্ষেত্রের উন্নতিকর কৃষিকার্য্য, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ, এবং রাজস্বের ন্যূনতা ও করের লাঘব করণ প্রভৃতি। সামান্যতঃ অগ্রে দ্রষ্টব্য যে, রাজ্যের লোক সমূহ বিশেষতঃ যুদ্ধে হত না হইলে যেন এত অধিক না হয় যে তাহাদের রাজ্যের মূল ধনে তাহাদের ভরণ পোষণ অসম্পোষ্য হয়। শুদ্ধ সংখ্যা দ্বারা ঈদৃশ লোক সকল গণনীয় হইবে না, কেননা অল্পার্জ্জক ও অধিক ব্যয়ীরা অল্প সংখ্যক হইলেও, অধিকার্জ্জক ও অল্পব্যয়ী বহুসংখ্যক

অপেক্ষা অতি শীঘ্রই ধন সম্পত্তি ক্ষয় করেন, অতএব কুলীন-বর্গ ও পদস্থ গুণবানেরা সাধারণ লোক সংখ্যার পরিমাণাতি-রিক্ত হইলে ত্বরায় রাজ্যকে দরিদ্র করেন। পুরোহিতেরা অতি-রিক্ত সংখ্য হইয়া তদ্রূপ করেন, কারণ তাঁহারা মূল ধনের কিছুই বৃদ্ধি করেন না। কৃতবিদ্যদের সংখ্যাধিক্য হওয়াতে উচ্চ পদ দুর্ল্লভ হইলেও ইহাঁরা তদ্রূপ করেন। আরো স্মরণীয় এই যে বিদেশী লোকদের দ্বারা ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাব্য, কেননা যাহা এক স্থানে উৎপন্ন, তাহা অন্য স্থানে নষ্ট হয়। অতএব এক দেশী অন্য দেশীকে বিক্রয় করেন, এতাদৃশ তিনটী দ্রব্য আছে; স্বভাবজাত বাণিজ্য দ্রব্য, শিল্পবিদ্যা জনিত দ্রব্য, ভারবাহক যান দ্রব্য, এই তিনটী চক্র চলিলে কটাল সময়ে জোয়ারের ন্যায় অর্থ বাহুল্য হয়। অনেক বার এইরূপ ঘটে যে "ভূমিজ দ্রব্য সামগ্রী অপেক্ষা শিল্পিক কৃত দ্রব্য অধিক হয়।" বাণিজ্যের জিনিস অপেক্ষা শিল্পিক কার্য্য ও যান অধিক মূল্যবান এবং এতদ্দ্বারা ধনাধিক্য হয়। ইহা প্রসিদ্ধ রূপে নিথরল্যাণ্ডদেশ বাসীদের মধ্যে দেখা যায়, তাহারা ভূমির উপরে অত্যুৎকৃষ্ট আকর সমস্ত অর্থাৎ জল প্রণালী, পোত, শিল্পিক কার্য্য সম্ভূত দ্রব্যচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা এমন একটী কৌশল করা আবশ্যক যে রাজ্যের ধনকোষ ও মুদ্রা অল্প লোকের হস্তে ন্যস্ত না থাকে, কারণ তাহা হইলে রাজ্যের বহু ধন থাকিলেও উহা অতি হীন ভাব প্রাপ্ত হইবে, এবং মুদ্রা মৃত্তিকার তেজস্কর গোময় প্রভৃতি সার দ্রব্যের ন্যায় না ছড়াইলে ফলোদয় হয় না। ধনগ্রাসী কুসীদ ব্যবসায় ও পুন-র্বিক্রয়াশয়ে বৃহৎ২ বিপনি ক্রয়, বৃহৎ২ আরাম প্রান্তর ইত্যাদি কার্য্য নিবারণ করিলে অথবা বন্ধ রাখিলে ধনের তদ্রূপ ব্যব-হার করা হয়।

অসন্তোষ ও তজ্জন্য বিপদ্দূর করণ বিষয়ে কথিতব্য এই

যে, প্রত্যেক রাজ্যে প্রজার দুই দল আছে; কুলীনবর্গ ও সাধা-রণ লোক সমূহ। এই উভয় দলের মধ্যে এক দল অসন্তুষ্ট হইলে বড় বিপদ হয় না: কেননা সাধারণ লোকেরা উচ্চ দল দ্বারা উত্তেজিত না হইলে তৎপর হয় না, এবং সাধারণ লোকেরা আপনারা উদ্যোগী না হইলে উচ্চ দল বলীয়ান হয় না। যখন প্রধান লোকেরা নীচ লোকদের হইতে এমত প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন যে উহারা জলাম্লোড়ক বায়ুবৎ উত্থিত হইলেই, তাঁহারা স্বীয় অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন, তখনি বিপদ। কবিরা একটী রচনা করিয়াছেন যে, অবশিষ্ট দেবতারা জুপিতরকে বন্ধন করিবে, এমত কথা জুপি-তর শ্রবণ করিয়া পাল্লাদেবের পরামর্শে বায়িয়ারিয়স্‌কে আহ্বান করেন, যেন তিনি শত হস্ত দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতে আইসেন। এই বাক্যটীকে নিদর্শন করিয়া দর্শিত হই-তেছে যে রাজারা সাধারণ লোকদের উত্তমেচ্ছা ও সদ্ভাব স্থির ভাবে রক্ষা করিলে নিঃশঙ্ক হন। অতিশয় প্রাগল্‌ভ্য ও নির্ভয়তা না জন্মে, এমত পরিমিত স্বাধীনতা দিয়া লোকদের মনো-দুঃখ ও অসন্তোষ বাষ্পের ন্যায় উড়িয়া যাইতে দিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; কেননা যিনি শরীরের কুরস বাহির না করিয়া শরীরের অন্তর্ভাগকে রক্তিম করিতে দেন, তিনি বিনাশক ক্লেদময় ক্ষত ও অপকারক স্ফীতি রূপ সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হয়েন।

বস্তুতঃ কৌশল ও ধূর্ত্ততা দ্বারা ভরসাকে পুষ্ট করিয়া মনুষ্যদিগকে এক ভরসা হইতে ভরসান্তর দিলে অসন্তোষরূপ বিষ ক্ষয় হয়, এবং জ্ঞানী রাজাদের শাসন কার্য্য ও নিয়মিত কর্ম্মের নিশ্চিত লক্ষণ এই যে মনুষ্যদের অন্তঃকরণকে পরি-তৃপ্ত করিতে না পারিলে ভরসা দিয়া যাহাতে কোন মন্দ একান্তে প্রকাশ না পায়, এমত প্রকারে স্বকার্য্যোদ্ধার

নিষ্পন্ন করিবে, অর্থাৎ সকল মন্দেতেই আশার পথ রাখিতে হয়। এই পথ করা সহজ, কারণ বিশেষ২ ব্যক্তিরা ও রাজ বি-দ্রোহক সমাজ উভয়ে স্বীয় মনোরঞ্জনের কথা কহিতে ও ইহা-দের যে প্রত্যাশা নাই, এমত প্রত্যাশার সদ্ভাব ভাল করিয়া দেখাইতে যথেষ্ট নিপুণ হয়। অধিকন্তু যাহার নিকট অসন্তুষ্ট লোকেরা আশ্রয় লইতে পারে ও যাহার অধীন হইয়া চলিতে পারে, এতাদৃশ যোগ্য প্রধান ব্যক্তি না থাকিতে পায়, পরি-ণাম দর্শন দ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকজ্ঞ হওয়াই যথার্থ সতর্কতার কার্য্য। যাহার মহত্ত্ব ও সুখ্যাতি আছে ও যাহাকে অসন্তুষ্ট দল বিশ্বাস করে এবং ঐ দল যাহার উপরে দৃষ্টি রাখে এবং যিনি নিজের কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট আছেন, তাঁহাকেই যোগ্য প্রধান ব্যক্তি বলিয়া অনুভব হয়। এমত লোককে তৎপর হইয়া উচিত মত সন্ধি দ্বারা রাজ্যের পক্ষ করা কর্ত্তব্য কিম্বা সেই দলের অন্য কোন ব্যক্তি যে সেই দলকে বাধা দিয়া ভগ্ন মর্য্যাদ করিতে পারে, এমত ব্যক্তির সম্মুখীন করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সামান্যতঃ যাঁহারা রাজ্য পরাঙ্মুখ হইয়া সমেত দলবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের দল ভঙ্গ ও তাঁহাদের মধ্যে শক্রতা এবং পরস্পরের অশ্রদ্ধা সমুদ্ভাবনই অসন্তোষের মন্দ প্রতিকার নহে; কারণ রাজ কর্ম্ম সংশ্রবী লোকেরা অনৈক্য ও বিরোধ যুক্ত হইলে এবং তৎসংশ্রবরহিতজনেরা সম্পূর্ণ মিলিত ও ঐক্য হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রতিকার নৈরাশ্য-জনক হয়। রাজাদের আস্যদেশ হইতে প্রখর ও তীব্র বাক্ সকলকে নির্গত হইয়া রাজবিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিতে দেখা যায়।

কৈশর রাজা স্বয়ং একটী কথা বলিয়া ক্ষতির পরিসীমা রাখেন নাই যথা, "সীল্লা বিদ্যাহীন হওয়াতে রাজ কার্য্য করিতে পারেন নাই।" কারণ লোকেরা ভরসা করিয়াছেন যে

কৈশর আপনার একাধিপত্যপদ ত্যাগ করিবেন, কিন্তু সে ভরসা পূর্ব্বোক্ত বাক্য দ্বারা একবারে নষ্ট হইয়াছিল। গালবা রাজা একটী নিজের হানিকর কথা কহিয়াছিলেন যে "তিনি সৈন্য দলকে ক্রয় করেন নাই, কেবল বেতনভোগী রাখিয়াছেন," এই কথাতে সৈন্যদল পুরস্কারের আশাশূন্য হইয়াছিল। প্রোবস্ রাজারও তাদৃশ কথা ছিল যে "যদি আমি বাঁচি, রাজ্যের সৈন্য দলের আর বড় প্রয়োজন হইবে না" এই কথাতে সৈন্য দল প্রত্যাশাহীন হইয়াছিল। এবম্বিধ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বিপদ কালে সুকোমল বিষয়ে কোন কথা বিশেষতঃ উক্ত রূপ সংক্ষেপোক্তি সকল সাবধানে প্রকাশ করা উচিত। এই সকল বাক্য বোধ হয় যেন মনের আন্তরিক ভাব হইতে বাণের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু সুদীর্ঘ কথোপকথন তীব্র হয় না ও স্মৃতিপথাতীত হইয়া যায়। অবশেষে বলি যে রাজারা একটী দুইটী যুদ্ধক্ষম বীর পুরুষকে আপনাদের নিকট রাখিবেন যেন তাঁহারা রাজ বিদ্রোহের আরম্ভেই তাহা নিবৃত্ত করেন; কারণ পূর্ব্বে নিবারিত না হইলে প্রথম বিপত্তির উদয়ে অন্যায় ও অসাধারণ ভয় জন্য কম্পন হয় এবং টেসিটস কর্তৃক কথিত বিপদ বেগগতিতে রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী হয়। "রাষ্ট্র স্থলীয় লোকদের মনের ভাব এ প্রকার হইয়াছিল যে অতি অল্প লোক, বিষম অত্যাচারের কর্ম্ম করিতে স্পর্দ্ধা করিত, অধিকাংশ লোকেরা তাদৃশ কর্ম্মে সম্মত ছিল, আর সমস্ত লোক তাহা সহ্য করিয়াছিল।" পরন্তু যোদ্ধা পুরুষেরা বিশ্বাস্য ও সম্মান বিশিষ্ট হইবেন, বিরোধী ও সাধারণ লোকপ্রিয় হইবেন না এবং রাজ্যের অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিদের সহিত সদালাপী হইবেন, নচেৎ রোগ অপেক্ষা তৎশান্তিকর প্রতিকার অপকৃষ্টতর, সন্দেহ নাই।

১৬। নাস্তিকতা।

মন ব্যতিরেকে এই প্রপঞ্চের গঠন হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা অপেক্ষা বরঞ্চ লিজেণ্ড ও টালমড্ এবং আলকোরানের মধ্যে লিখিত সমস্ত গল্প বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ঈশ্বর নাস্তিক মত খণ্ডনার্থে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন নাই, যেহেতুক এ প্রচলিত কার্য্য রূপ জগৎই তাহা খণ্ডন করিতেছে।

ইহা সত্য বোধ হইতেছে যে স্বল্প দর্শন বিদ্যাতে মনুষ্যের মন নাস্তিকতায় প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু গম্ভীর দর্শন বিদ্যায় মনুষ্যের ধর্ম্ম জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কারণ মনুষ্যের মন সমবায়ী কারণ সকল অন্বেষণ করিতে২ কখন২ বিরত হইয়া অধিকতর চেষ্টা না করিলে করিতে পারে, কিন্তু উক্ত কারণ সমষ্টি পরস্পর সংযুক্ত ও শৃঙ্খলীভূত দেখিলে দৈব ও ঈশ্বরের অবশ্য শরণ লইতে চাহে। অধিকন্তু লিউসিপস্ ও ডিমক্রিটস্ এবং ইপিকূরস ব্যক্তিদের নাস্তিকতাপবাদদূষিতদর্শনেও ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে, কারণ অসীম সূক্ষ্মাংশ ও বীজীভূত পদার্থ সমূহ অনিয়মিত রহিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর বিনা জগৎকে নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সৌন্দর্য্যশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস্য না হইয়া বরং পশ্চাদুক্ত বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইলে হইতে পারে যে চারটী বিকার্য্য মহাভূত পদার্থ ও একটী অবিকার্য্য পঞ্চম পদার্থ অনন্তকাল নিয়মিত রহিবাতে ঈশ্বর নিষ্প্রয়োজন হয়। ধর্ম্ম গ্রন্থে উক্ত আছে যে মূর্খ আপন অন্তঃকরণে কহে যে ঈশ্বর নাই, কিন্তু তাহাতে উক্ত নাই যে মূর্খ আপন অন্তঃকরণে ঐরূপ চিন্তা করে। অতএব বোধ হয়, ঈশ্বরের অনস্তিত্ব তাহার দৃঢ়াভিপ্রেত ও সম্পূর্ণ বিশ্বসনীয় না হইয়া বরং বাঞ্ছিত মাত্র, এই হেতুক ঈশ্বর নাই, ইহা মুখে বলিতে অভ্যাস করে। কেননা কেহই ঈশ্বরের সত্ত্বা অস্বীকার করে না, কেবল যাহারা

ঈশ্বরের অনস্তিত্বের কথা দ্বারা উপকৃত বোধ করে, তাহারাই তাঁহাকে অমান্য করে। নাস্তিকতা মনুষ্যের অন্তরে নয় কিন্তু ওষ্ঠে রহিয়াছে। অন্তরে যে তাহা নাই, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, নাস্তিকেরা আপনাদের মনেং ম্লান ও ক্ষুব্ধ থাকে এবং অন্য মত দ্বারা সমর্থিত হইবার জন্যে হৃষ্ট চিত্ত হয়, এই জন্যে ঈশ্বরের অসত্তাই আপনাদের মত কহিয়া থাকে। অধিকন্তু তুমি নাস্তিকদিগকে দেখিবে যে, তাহারা অন্যান্য দলের শিষ্য প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের অধিকাংশ লোকই নাস্তিকতার নিমিত্তে কষ্ট স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হয়, এবং তন্মত পরিবর্ত্তন করিতে চায় না, কিন্তু যদি তাহারা ঈশ্বরের সত্তা নাই, ইহা প্রকৃতরূপে মনে ভাবিত, তাহা হইলে তাহারা কেন নিরর্থক আপনাদিগকে ব্যস্ত ও ক্লিষ্ট করিবে। ইপিকুরসের একটী অপবাদ ছিল তিনি দৃঢ়রূপে স্বীকার করেন যে, স্বর্গীয় লোকেরা অর্থাৎ দেবতারা বিশ্ব সংসার রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া আত্ম সুখ অনুভব করে, অতএব তিনি সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কপট ভাবে উক্ত প্রকার কথা কহিয়াছিলেন; কিন্তু এমত কথার বিষয়ে ইপিকুরীয় মতাবলম্বিরা কহে যে, তিনি অন্তরে ঈশ্বর নাই বিবেচনা করিলেও কালের বশীভূত হইয়া তাদৃশ কথা কহিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি বাস্তবিক অপবাদিত হইয়াছেন, কারণ তাঁহার কথা গুলিন গৌরবান্বিত ও পারমার্থিক;—তৎযথা "ইতর লোকদের দেবতাগণ অস্বীকার করিলে ঈশ্বর নিন্দা হয় না, কিন্তু দেবতাদিগকে ইতর লোকদের মতসংক্রান্ত করিলে ঈশ্বর নিন্দা হয়।" প্লেটোরও ইহার অধিক বলিবার সাধ্য ছিল না, যদিও তিনি দেবতাদিগের বিশ্ব-রাজ্য শাসন কার্য্য অস্বীকার করিতে সাহস করিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহাদিগের অসত্তা স্থাপন করিতে সমর্থিত হন নাই। পশ্চিম ইণ্ডিয়াবাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের নাম না থাকিলেও

তাহাদের বিশেষ২ দেবতাদের বিশেষ২ নাম আছে, যেমন দেবপূজকদের ঈশ্বর শব্দ না থাকিলেও জুপিতর অপোল্লো এবং মার্স প্রভৃতি দেবগণের নাম ছিল, ইহাতে দেখা যায় যে অসভ্য ও অজ্ঞান লোকদের প্রশস্ত জ্ঞান না থাকিলেও এতদ্বিষয়ে অল্প বোধ ছিল, এজন্যে এই অসভ্যেরা নাস্তিকদের প্রতিকূলে সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিদার্শনিকদের পক্ষভাক হয়। মনে অনীশ্বরচিন্তাকারীনাস্তিক প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, যথা ডায়গোরাস বায়ন ও লসিয়ান প্রভৃতি ইহারা যে পরিমাণে নাস্তিক ছিলেন, তদপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক নাস্তিক বিবেচনা করা যায়, কারণ গৃহীত ধর্ম্ম কিম্বা কুসংস্কার অপ্রতিপত্তি করিলেই বিপক্ষ দল দ্বারা নাস্তিক নামে কলঙ্কিত হয়। পরন্তু, মহা নাস্তিকেরা কপট, ইহারা পবিত্র বস্তুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া অন্তঃকরণে মান্য করে না, এই জন্যে তাহারা শেষে নিজ দোষের ফল অবশ্য ভোগ করিবে। ধর্ম্ম বিষয়ে নানাবিভিন্নভাগই নাস্তিকতার হেতু হয়, কারণ কোন একটী মুখ্য বিভাগ হইলে উভয় পক্ষের উদ্যোগ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বিবিধ বিভাগ হইলে নাস্তিকতার আবির্ভাব হয়। নাস্তিকতার আর একটী হেতু পুরোহিতদের জঘন্য ব্যবহার, তদ্বিষয়ে সাধু বর্ণার্ড কহিয়াছেন যে, "যেমন পুরোহিত তেমনি যজমান হয় একথা আমরা আর কি বলিব, কেননা পুরোহিতেরা যাদৃশ মন্দ, লোকেরা এখন তাদৃশ মন্দ নয়।" পবিত্র বিষয়ের নিন্দাসূচকপরিহাসরীতি নাস্তিকতার তৃতীয়হেতু, ইহার দ্বারা ক্রমে২ ধর্ম্মের প্রতি মান্য ও ভয় দূরীভূত হয়। শেষ হেতুই নিরুপদ্রব ও সৌভাগ্যাবস্থাপন্ন অধ্যাত্মবিদ্যানুশীলনকাল, কারণ ক্লেশ ভোগ ও দুরবস্থাতে মনুষ্যদের মন ধর্ম্মের দিগে নম্রতর হয়। অনীশ্বরবাদিরা মনুষ্যের ভদ্রতা নষ্ট করে, কারণ মনুষ্য যথার্থতঃ শরীর সম্পর্কে পশুজাতি, এই মনুষ্য আত্মা সম্পর্কে ঈশ্বরের বংশজ

না হইলে পামর অন্ত্যজ হইত। এই রূপে মানবীয় স্বভাবের মাহাত্ম্যও উন্নতভাব বিধ্বংস হয়, কারণ ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, একটী কুক্কুর শ্রেষ্ঠতরস্বভাবী মনুষ্যকে আপন দেবতা বিবেচনা করিয়া তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে জানিয়া কেমন সাধুতা ও সাহস প্রকাশ করে; ইহার নিজের স্বভাব অপেক্ষা মনুষ্যের স্বভাব শ্রেষ্ঠতর, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কুক্কুর কখনই এরূপ সাহস প্রাপ্ত হইতে পারিত না। এতদ্রূপ যখন মনুষ্য আপনাকে ঈশ্বরের আশ্রয়ে সুখী ও অনুগ্রহে রক্ষিত নিশ্চয় করেন, তখনি এমন বল ও বিশ্বাস সঞ্চয় করেন যে মনুষ্য স্বভাবতঃ তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন না; অতএব নাস্তিকতা সর্ব্বাংশে যেমন ঘৃণাকর, বক্ষ্যমান কারণেও তেমনি ঘৃণাকর, যেহেতুক ইহা মানবীয়স্বভাবকে তদীয়দৌর্ব্বল্যবিজয়ী উপায় হইতে চ্যুত করে। নাস্তিকতা যেমন বিশেষ২ ব্যক্তিদের মধ্যে আছে তেমনি তাহা অনেক দেশেও ব্যাপিয়া আছে। রোমের ন্যায় মহৎ রাজ্য কুত্রাপি ছিল না, এই রোম রাজ্যের বিষয়ে সিসিরো বলেন "হে নামাঙ্কিত পিতৃগণ! আমরা ইচ্ছামত আপনাদিগকে আশ্চর্য্য রূপী দেখি, কিন্তু আমরা আপনাদের সংখ্যাতে স্পানিয়ার্ডদের, শক্তিতে গলদের, চতুরতাতে কার্থাজিনিয়ানদের, শিল্প বিদ্যাতে গ্রীকদের, স্বাভাবিকসুবুদ্ধিতে এতদ্দেশীয় লাটিন ও ইটালীয়দের জয় করি নাই, কেবল পবিত্রাচরণ ও ধর্ম্ম দ্বারা এবং তজ্জনিত এই জ্ঞান যে অমরদেবগণের পূর্ব্বদৃষ্টিবশতঃ তাবৎ বস্তু শাসিত ও নিয়মিত হইতেছে এতদ্দ্বারা সমুদয় দেশ ও লোকদিগকে জয় করিয়াছি।

১৭। কুসংস্কার।

ঈশ্বর বিষয়ে যে প্রকার বোধ করা অনুচিত, তাঁহার বিষয় তাদৃশ বোধ করা অপেক্ষা, এককালে কোন বোধ না থাকা অধিক ভাল; কারণ প্রথমটী নিন্দা ও দ্বিতীয়টী অবিশ্বাস; ফলতঃ, ঈশ্বরের কুৎসা করণই কুসংস্কার। ঈদৃশ উদ্দেশ্য বিষয়ে প্লুটার্ক নামা কবি স্বয়ং উত্তম রূপে কহিয়াছেন যে, "কবিগণোল্লিখিত শনির ন্যায় আপন আত্মজদিগকে জন্মিবামাত্র ভক্ষণ করিতেন এমত একজন প্লুটার্ক ছিল লোকেরা একথা না বলিয়া, বরঞ্চ প্লুটার্ক নামা ব্যক্তি কেহ কখন ছিল না, এমন কথা বলিলে ভাল।" ঈশ্বরোদ্দেশে যত নিন্দা মনুষ্যদের তত বিপদ। নাস্তিকতাতে মনুষ্যের জ্ঞান, দর্শন বিদ্যা, স্বাভাবিকস্নেহাদি ও নিয়ম এবং সুখ্যাতি রক্ষা হয় ও এই সকল বিষয়ে ধর্ম্ম না থাকিলেও তৎসমুদায় বাহ্যিকনীতি মার্গপ্রদর্শক হইলে হইতে পারে কিন্তু কুসংস্কার উক্ত তাবৎ বিষয় গুলীনকে স্থানান্তরিত ও দূরীকৃত করিয়া মনুষ্যদের মনের উপর ব্যাপক ভাবে ও শাস্তারূপে স্থাপিত হয়। অতএব নাস্তিকতা কখন রাজ্যের বৈরক্তি ও বিপত্তি জন্মায় না, কেননা নাস্তিকতাতে মনুষ্যদিগকে আত্মসংশয়ী করে ও তাহারা পারত্রিক ভরসা না থাকাতে ঐহিক রাজ্যের শান্তি সুখ ভঙ্গ করিতে চায় না, এবং দেখা যায় যে আগস্ত কৈশরের সময়ে লোকেরা নাস্তিক মতানুরাগী থাকিলেও শান্তি ছিল। কিন্তু কুসংস্কারে বহুরাজ্যের বিশৃঙ্খল ভাব জন্মিয়াছে, এবং ইহা তাবৎগ্রহাকর্ষিকাশক্তির ন্যায় একটী নূতন শক্তি প্রকাশ করিয়া রাজ্যের প্রত্যেক বিষয় বিশৃঙ্খল করিয়া থাকে। লোক সমুদায়ই কুসংস্কারের কর্ত্তা এবং তাবৎ প্রকার কুসংস্কারের দিকে জ্ঞানিরাও মূর্খদের

অনুবর্ত্তী হয় ও বিবেচনা সকল বিপর্য্যস্ত ভাবে ভ্রষ্টব্যবহারো-পযোগী হয়।

জর্ম্ম্যানী দেশের ট্রেন্ট নগরে দার্শনিক লোকদের শিক্ষা মহাব্যাপিকা ছিল। তথায় মন্ত্রী সমাজের এক জন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ গম্ভীর ভাবে কহিয়াছেন যেমন জ্যোতির্বেত্তারা দৃশ্য নক্ষত্রাদির লক্ষণ ও গতির নিরূপণার্থে এক্‌সেনট্রিক্‌স্ অর্থাৎ স্বতন্ত্রকেন্দ্রচক্র ও ইপিশাইক্লিশ অর্থাৎ বৃহত্তর চক্রের উপচক্র এবং তাদৃশ অন্যান্য চক্র সমূহ নাই জানিলেও মিথ্যা কল্পনা করিয়াছিলেন, তেমনি দার্শনিকগণ ধর্ম্মমণ্ডলীর ব্যবহাররক্ষার্থে চতুর ও অস্পষ্টার্থ প্রতিজ্ঞাভাস সকল স্বতঃসিদ্ধ ও প্রতিপাদিত প্রতিজ্ঞারূপে রচনা করিয়াছিলেন। কুসংস্কারের অনেক কারণ আছে, যথা ইন্দ্রিয়তোষক ক্রিয়াকাণ্ড ও বাহ্যিক কর্ম্মকলাপ এবং ফিরুসিদিগের ন্যায় অতিরিক্ত পবিত্র ভাবপ্রকাশ, ধর্ম্ম মণ্ডলীর ভার মাত্র যে পরম্পরাগত ব্যবহার তাহার প্রতি অত্যন্ত সমাদর, প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের নিজোৎকর্ষেচ্ছা ও ধন লাভের কারণ ছলনা, বিস্ময়কর, ভ্রমাত্মক মত সকল যথার্থ বোধ করাইবার জন্যে দৃঢ় মানস, মানবীয় বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত ভাব মিশ্রিত করিয়া ঈশ্বরীয় তত্ত্ব সকল প্রতিপাদন করণ, এবং অসভ্য কাল বিশেষতঃ অসভ্য লোকদের বিপাকে ও বিপদে জড়িত থাকিবার অবস্থাই কুসংস্কারের কারণ হইয়াছে।

কুসংস্কার মুখস ও অবগুণ্ঠিকার অভাবে দেখিতে কদর্য্য হয়, কারণ যেমন বানর নরের সমানাকৃতি হইতে চাহিলে অধিক কদর্য্য হয়, তেমনি কুসংস্কারকে ধর্ম্মের তুল্য রূপ করিতে গেলে তাহা অতিশয় কদাকৃতি বোধ হয়, এবং যেমন সুপথ্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য বিকৃত ও নষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র২ কীট জন্মায় তেমনি ধর্ম্মের সুন্দর নিয়মাকৃতি বিকৃত ও বিরূপ হইয়া

অপকৃষ্ট ও বাহ্যিকক্রিয়ানিয়ামক হইয়া উঠে। মনুষ্যেরা পূর্ব্বগৃহীত কুসংস্কার পরিবর্জ্জন করিয়া অন্য একটীকে অত্যুত্তম বলিয়া গ্রহণ করিবার কালে দেখা যায় যে এক কুসংস্কার পরিহার করিয়া অন্য কুসংস্কারে পতিত হইতেছে, অতএব তাহাদের এরূপ সতর্ক হওয়া উচিত যে উদর ভঙ্গ কালীন বিষম ঘটনার ন্যায় মন্দের সহিত উত্তম হৃত না হয়; লোকেরা মতশোধনকারী হইবার কালে সামান্যতঃ তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

১৮। পর্য্যটন।

পর্য্যটন তরুণ বয়স্কদের শিক্ষার একভাগ, পরিণত বয়স্কদের দূরদর্শিতার এক ভাগ। কোন পর্য্যটক ব্যক্তি কোন দেশীয় ভাষায় প্রবিষ্ট না হইয়া কোন দেশে গমন করিলে তাঁহার তথায় পর্য্যটনার্থক গমন না হইয়া বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার্থক গমন হইয়া থাকে; তাহাতে বিধেয় হইতেছে যে যুবকগণ এমন একটী শিক্ষক অথবা সুধীর সেবকের বশবর্ত্তী হইয়া পরিভ্রমণ করিবেন যিনি গন্তব্য দেশের ভাষাভিজ্ঞ ও পূর্ব্বনিবাসী থাকাতে কি২ বস্তু দ্রষ্টব্য, কোন২ ব্যক্তি পরিচয়ার্থ প্রার্থনীয় এবং কি২ সাধন চিত্তোৎকর্ষ বিধায়ক, এসমস্ত কহিতে পারেন। নতুবা যুবকদের চক্ষুরোধ হইবে ও বিদেশের দর্শনোপযুক্ত বিষয় অবলোকন করিতে পাইবেন না। প্রসঙ্গতঃ একটী আশ্চর্য্য বিষয় লক্ষিত হইতেছে যে, যৎকালে আকাশ ও পয়োনিধি ব্যতীত অপর দৃশ্য পদার্থ নয়নগোচর হয় না এমন সামুদ্রিক জলযাত্রাকালে লোকেরা প্রাত্যহিক কার্য্যবিবরণপুস্তক আপনাদের সঙ্গে সাবধানে রক্ষা করেন, কিন্তু দেশ পর্য্যটন কালে বিবিধ বস্তু দর্শনীয় থাকিতে তাঁহারা

উহা প্রায় পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের বোধে যেন মানব ও তদীয় ব্যবহার গুলি স্মরণার্থে লেখা অপেক্ষা উষ্ণানুষ্ণ বায়ুর ধর্ম্ম ও পরিবর্ত্তনশীল কালের ভাব লেখা উপযুক্ততর হয়। অতএব দেশ পর্য্যটন কালে প্রাত্যহিক কার্য্যবিবরণপুস্তক ব্যবহার্য্য হউক। এক্ষণে দ্রষ্টব্য বিষয়চয়ের উল্লেখ করিতেছি, তৎযথা, রাজগণ প্রেরিত ব্যক্তিদের সমাগম কালে রাজাদের ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারকর্ত্তাদের আসনোপবেশন পূর্ব্বক বিবাদ শ্রবণ কালে ইহাদের ধর্ম্মাধিকরণ, ধর্ম্মমণ্ডলীর পুরোহিতদের সভা, ধর্ম্মমণ্ডলী, উদাসীনদের মঠ, ও তথায় মৃতদের স্মরণার্থ স্তম্ভ, নগরের প্রাচীর, পুরীর দুর্গ, বন্দর, পোতাশ্রয় স্থান, পুরাকালিকবস্তু, উচ্ছিন্ন স্থান, গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়, পারিতোষিক প্রভৃতির কারণ বিবাদগৃহ, বক্তৃতাগৃহ, পোত সমূহ, যুদ্ধপোত সমূহ, রাজ্যের অট্টালিকাবলি ও উপবন, অস্ত্রাগার, তাবৎ প্রকার সংগ্রামসামগ্রীর স্থান, ভাণ্ডার, বাণিজ্যার্থ মহাজনদের সমাগমস্থান, চক, বিক্রেয় দ্রব্যাগার, অশ্বারোহীদের ব্যায়াম স্থান, অস্ত্রশস্ত্রযষ্টিক্রীড়াশালা, সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করিবার স্থান, নাট্যগৃহ, রত্নাগার, রাজবস্ত্রাগার, এবং আশ্চর্য্য দুর্লভ দ্রব্যাগার প্রভৃতি সকল বিষয় অবলোকন করা আবশ্যক। উপসংহার স্থলে বলিতেছি, যে শিক্ষক ও সেবকেরা তাবৎ স্মরণীয় বস্তু যত্ন পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া পর্য্যটকদিগকে দেখাইবেন। আর লোকদের আড়ম্বরা উল্লাস, ছদ্মবেশ, পর্ব্ব, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রাণ বধ প্রভৃতি দর্শনীয় ও স্মরণীয় না হইলেও উপেক্ষণীয় নয়। যদি অল্প কালের মধ্যে অল্প স্থানে অধিক বিষয় জানিতে হয়, তবেপূর্ব্বোক্ত প্রকার তত্তৎ স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিবে, এবং তত্তৎস্থানজ্ঞ শিক্ষক অথবা সেবক সঙ্গে লইবে। পর্য্যটক ব্যক্তি আপন জিজ্ঞাস্য বিষয়ের জ্ঞাপক একটী মানচিত্র ও

দেশের বৃত্তান্ত সূচক একটী পুস্তক সঙ্গে লইবেন, এবং প্রাত্যহিককার্য্যবিবরণপুস্তককেও সমভিব্যাহারী করিবেন। আর এক নগরে ও এক পুরীতে যথাবশ্যক মাত্র থাকিবেন, দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিবেন না। এক নগরে কিম্বা এক পুরে বাস করিবার কালেও কোন নগরের এক সীমা হইতে অপর সীমাতে এবং এক অংশ হইতে অন্য অংশে বাস পরিবর্ত্তন করিবেন, কেননা তাহাতে বন্ধু সংগ্রহ হইয়া থাকে। পর্য্যটনীয় দেশের ভদ্র সমাজে গিয়া আলাপী লোক পাইলে স্বদেশী সঙ্গীদল হইতে আপনাকে পৃথক্ রাখিবেন। স্থানান্তর গমন কালে গন্তব্য স্থানের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর উপরোধ পত্র লইয়া যাইবেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রভাবে দিদৃক্ষনীয় ও জিজ্ঞাসনীয় দ্রব্য সকল অবগত হইতে পারিবেন। এই প্রকারে পর্য্যটক স্বল্প পর্য্যটনে সমধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। কোন দেশে পরিভ্রমণ কালে তত্রস্থ সিক্রেটরী ও রাজমন্ত্রিদের নিযুক্ত কর্ম্মচারিদের সহিত আলাপ রাখিলে অনেক উপকার হইবে; কেননা ইহাতে এক দেশ ভ্রমণে বহুদেশের জ্ঞান লাভ হইবে। পরিভ্রামক ব্যক্তি যাবতীয় প্রসিদ্ধ প্রধান২ লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন যেন তিনি, কি প্রকারে যশের সঙ্গে জীবনের ঐক্য হয়, তাহা বলিতে পারেন।

কলহ ও বিবাদ পরিহার করিবেন, সতর্ক পরিণামদর্শী হইবেন, কারণ বিবাদ সচরাচর গৃহিণীদের জন্যে ও মদ্যপান, উচ্চপদ, এবং ক্রোধ ও নিন্দাজনক বাক্য ইত্যাদির জন্য জন্মিয়া থাকে। ক্রোধস্বভাবী ও বিবাদ পরায়ণদের সঙ্গে কিরূপ সংসর্গ রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে সাবধান হউন, কারণ তাহারা তাঁহাকে আপনাদের বিবাদের মধ্যে নিযুক্ত করিবে। পর্য্যটক ব্যক্তি নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন কালে স্বপর্য্যটিত দেশ

সকল পশ্চাৎ করিয়া বিস্মৃত হইবেন না, কিন্তু যোগ্যতম পরি-চিতদের সহিত পত্রাদিদ্বারা আলাপ রাখিবেন, এবং তাঁহার পর্য্যটনের বিষয়টী যেন বেশভূষা ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রকাশিত না হইয়া কথোপকথন দ্বারা প্রকাশিত হয়, এবং কথোপকথন সময়ে তিনি যেন মিথ্যালাপ করিতে সত্বর না হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদানে বিবেচক হন। এবং ইহা যেন দৃষ্ট না হয় যে, তিনি স্ব-দেশীয় আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় ব্যবহারে চলেন, প্রত্যুত এমত দেখা যায় যে তিনি বিদেশের যে রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছেন তাহারই শুদ্ধ সার ভাগ লইয়া স্বদেশের রীতি নীতি শোভিত করিতেছেন।

১৯। সাম্রাজ্য।

আকাঙ্ক্ষার বিষয় অল্প ও ভয়ের বিষয় অধিক থাকিলে মন অতি বিষন্ন হয়; রাজারা সচরাচর এতাদৃশ মনোবিশিষ্ট, কেননা উচ্চতমাবস্থাপন্ন হওয়াতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় নাই, অতএব তাঁহাদের মন অবসন্ন থাকে, এবং নানা শঙ্কট মূর্ত্তিমানের ন্যায় উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহাদের মন সংশয়াপন্ন থাকে। এরূপ হইবার একটী কারণ আছে, ধর্ম্ম গ্রন্থে বলে "রাজার অন্তঃকরণ বোধাগম্য" হিতোপদেশ ২৫৩। কারণ রাজ্য বিষয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বেগ এবং যাবতীয় সামান্য বাসনার বশীকারক ও অভীষ্ট কার্য্যে উহাদের নিয়ামক একটী প্রধান বাসনার অসদ্ভাব থাকাতে অন্তঃকরণের ইয়ত্তা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। এই হেতু এরূপ ঘটে যে, রাজারা অ-নেকবার ইচ্ছাপূর্ব্বক সামান্য ও খেলনীয় বিষয়ে কখন২ আ-পনাদের অন্তঃকরণ রাখেন, যথা—অট্টালিকা নির্ম্মাণ, কৌলিন্য নিয়ম স্থাপন, কোন ব্যক্তিকে উন্নতি দান বা স্বহস্তকৃত শিল্প

কার্য্যে মর্য্যাদা লাভ তাহার প্রমাণ যথা, নিরো রাজা বীণা-বাদক ছিলেন, ডোমিটিয়ান রাজা লক্ষ্য করিয়া স্বহস্তে বাণ যোজনা করিতেন, কমডস রাজা রঙ্গ ভূমিতে খেলা করিতেন, কারাকালা রাজা রথাদি চালাইতেন। মনুষ্যের মন মহদ্ব্যাপারে অকৃতার্থ হইয়া স্থির থাকা অপেক্ষা সামান্য ও ক্ষুদ্র কার্য্যে কৃতার্থলাভ করিলে প্রফুল্লতর হয়, এই হেতুটী অনেকে না বুঝিয়া উক্ত কথা সকল অসম্ভব বোধ করেন। আরও দেখা যায় যে, যে সকল রাজারা ভাগ্যক্রমে প্রথমং জয় লাভ করেন, কিন্তু ক্রমাগত অগ্রগমন ও জয়লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হওয়াতে, শেষে তাঁহাদের ভাগ্যে গতিরোধক বাধাও পরাজয় নিতান্ত ঘটে, তখনি তাঁহারা কুসংস্কারী, ভ্রমাকুল ও বিমর্ষ হন, যথা গ্রেট আলেকজাণ্ডর, ডায়ক্লিসিয়ান, পঞ্চম চার্লশ এবং অন্যান্য রাজারা ছিলেন; কারণ যিনি নিয়ত অগ্রবর্ত্তী ও জয়ী হইতে থাকেন, তিনিই গতিরোধক প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং সন্তুষ্ট হইয়া কিম্ভূত ও কিমাকার হইয়া পড়েন।

রাজ্য শাসনের সদ্ব্যবস্থার বিষয় বলি যে, উহার সদ্ব্যবস্থা রক্ষা করা দুষ্কর। কারণ উত্তমাবস্থা, ও মন্দাবস্থা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আছে, কিন্তু প্রথমটীতে সমরাশি ভাবে বিরুদ্ধভাব মিশ্রিত হয়, দ্বিতীয়টীতে একটীর পরে অন্যটী ইত্যাদি ক্রমে পরিবর্ত্তিত বিরুদ্ধ ভাব মিশ্রিত হয় না। আপলোনিয়স ভেসপ্যাসিয়ানকে একটী সৎশিক্ষা দায়ক উত্তর দেন। ভেসপ্যাসিয়ান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, নিরো রাজার নিপাতের কারণ কি? তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করেন যে, তিনি উত্তম রূপে বীণার সুর বান্ধিতে ও বীণা বাদন করিতে পারিতেন, কিন্তু শাসন বিষয়ে শঙ্কু সকলকে কখনং অত্যুচ্চ ও কখনং অতি নীচ করিয়া পাক দিতেন। সময় বিবেচনা না করিয়া অতি দৃঢ় বা অতি শিথিল রূপে অসমান

ভাবে পরাক্রম বিনিময় করিলেই নিশ্চয়ই শাসনের হানি হয়। শক্ত, প্রকৃত ও যুক্তিমূলক পদ্ধতি দ্বারা বিপদ ও অপকারকে অন্তরীকৃত না করিয়া তৎসম্মুখীন হইবার কালেই তৎপ্রতিকার করা অধুনাতন রাজকীয় ব্যাপারের নীতি বটে, কিন্তু তাহাতে ভাগ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করা হয়। লোকেরা সাবধান হউন যেন তাঁহারা অবিবেচনা দ্বারা বিপদের হেতুভূত অভিপ্রায়কে বিপদবিধায়ক হইতে না দেন, কারণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গনিঃসরণ নিবারণ করিতে এবং উহা কোথা হইতে নিঃসৃত হইতেছে ইহা বলিতে কেহই পারে না। রাজাদের অনেক ভারী২ কঠিন ব্যাপার আছে, কিন্তু তাহাদের মনের ব্যাপার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; কারণ তাহাদের বিরোধেচ্ছাই সাধারণী ও প্রবলা। টেসিটস কহেন যে "রাজাদের ইচ্ছা প্রায় বেগবতী ও বিরোধিণী," কারণ তাঁহাদের ক্ষমতার অসঙ্গতি ভাব এই যে, তাঁহারা ইষ্ট সাধন করিতে মানস করিয়া উপায় নিয়োগ ও বিধান করিতে শক্ত হন না। যে২ ব্যক্তিদের সহিত রাজাদের সম্পর্ক আছে, তাহারা প্রতিবাসী বর্গ, পত্নীগণ, অপত্যসঙ্ঘ, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষনিচয়, পুরোহিত চয়, কুলীন সমূহ, ভদ্রলোক সকল, বনিক কলাপ, সাধারণ লোক সমস্ত, এবং যোদ্ধাদল, এই সমুদায় লোকদের হইতে সতর্কতায় না চলিলে বিপদ উদ্ভাবিত হয়। প্রতিবাসীদের বিষয়ে বলি যে, তাহাদের সম্বন্ধে কোন ঘটনার কারণ নানাবিধ হওয়াতে তাহাদের শাসনার্থ একটী নিয়ম ব্যতীত কোন সাধারণ নিয়ম দত্ত হইতে পারে না, সেই নিয়মটী সতত অব্যর্থ, তদ্যথা—প্রতিবাসীরা ভূমিবৃদ্ধি, বাণিজ্যাবলম্বন, ও ক্রমশঃ আক্রমণ অগ্রসরণ প্রভৃতি দ্বারা এমন অধিক না বাড়ে, যাহাতে রাজাদিগকে দুঃখ দিতে অধিক পারগ হইয়া উঠে, এজন্যে রাজারা উপযুক্ত প্রহরী ও শাস্ত্রী রক্ষা করি-

বেন, এবং পদস্থ মন্ত্রিদের সচরাচর কর্ত্তব্য যে অনুপস্থিত বিপদের প্রতি পূর্ব্বদৃষ্টি রাখিয়া প্রতিবাসীদের অতিবৃদ্ধি নিবারণ করেন।

তিন জন রাজা মিলিয়া শাসন করিবার কালে, অর্থাৎ ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরী রাজা ও ফ্রান্স দেশের প্রথম ফ্রান্সিস রাজা এবং পঞ্চম চার্লস রাজা এই তিন জন ঐক্য হইয়া রাজ্যশাসন করিবার সময়ে তাঁহাদের এমত সতর্কতা ছিল যে, তিন জনের মধ্যে এক জন এক হস্ত ভূমি জয় করিয়া লইলে অপর দুইটী রাজা হয় সন্ধি, না হয় আবশ্যক হইলে বিগ্রহ, এই উভয়ের একটী উপায় দ্বারা অবিলম্বেই নিজ পরাক্রম সমান করিয়া লইতেন। সন্ধির জন্যে সমভাবীপরাক্রমের কিছুই ন্যূনতা স্বীকার করিতে কোন প্রকারে সম্মত হইতেন না; এবং গুয়িকসিয়ার্ডিনো নামা ব্যক্তি কহেন যে নেপলিসের রাজা ফর্ডিন্যাণ্ড ও মিনালের রাজচক্রবর্ত্তী লোরেঞ্জিয়স মেডিসিস এবং ফ্লোরেন্সের রাজাধিরাজ লুডোভিকস স্ফর্জা ইহাঁদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সন্ধি স্থাপিত হওয়াতে ইটালীদেশ নিরাপদ হইয়াছিল। আধুনিক দার্শনিকদের মত এই যে কেহ হানি বা রোষ জনক কার্য্য না করিলে তাহার সহিত সংগ্রাম করা ন্যায্য হইতে পারে না, এই মতটী অগ্রাহ্য; কেননা কোন হানিকর বিষয় না ঘটিলেও আগন্তুক বিপদের প্রকৃত ও সত্য ভয় হইলেই তাহা সংগ্রামের বিধেয় হেতু হইবে সন্দেহ নাই।

রাজপত্নীদের বিষয় বলিতেছি যে, ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ক্রূরস্বভাবা দৃষ্ট হয়। লিভিয়া আপন স্বামীকে বিষাক্ত করাতে কুখ্যাতা হইয়াছিলেন; রাক্সালানানাম্নী সলীমান রাজার স্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সুলতান মস্তাফা রাজের প্রাণ নষ্ট করেন এতিন্ন তিনি সেই সুপ্রসিদ্ধ রাজের বংশ ও কুলকেও ক্লেশ

দেন, ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় এডয়োর্ডের রাণী আপন স্বামীর সিংহাসনাবরোহণ ও হত্যার প্রধান কারণ ছিলেন। পত্নীরা আপনাদের সন্তানদের উচ্চপদের জন্য কৌশল করিবার কালে কিম্বা ব্যভিচারিণী হইবার কালে তাঁহারা এরূপ বিপদশঙ্কার হেতু হন। অপত্যদের বিষয় বলিতেছি যে অপত্যদের হইতে বিলপনীয় রসের মূর্ত্তি তুল্য বিবিধ বিপদ উৎপন্ন হয়, এবং জনকেরা সন্তানদের বিষয়ে সন্দেহ করিলে সচরাচর বিপদ ঘটে। উক্ত মুস্তাফার নাশে সলীমানের বংশ শেষ হয়, সলীমানের বিনাশকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তুরস্ক রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী কে ও সলীমানের নিজ বংশোদ্ভূত কে তাহার নিশ্চয় নাই, যে হেতু দ্বিতীয় সলীমসকে তাঁহার আত্মজ বোধ হয় না, এই রূপ প্রকারে গ্রেট কনষ্ট্যানটিন্ রাজের বংশ উচ্ছিন্ন হয়। তিনি ক্রিস্পস্‌নামা অসাধারণ মেধাবী যুবরাজকে নষ্ট করিলে এবং তাঁহার অন্যান্য সন্তানেরা ভয়ানক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া পরলোক যাত্রা করিলে পর,জুলিয়ানস্ তাঁহার বিরুদ্ধে সুসজ্জ হইয়া যুদ্ধ করেন। ম্যাসিডোনীয় দ্বিতীয় ফিলিপ রাজ্যের দিমত্রিয়স নামক রাজকুমার স্বীয় পিতাকে আক্রমণ করাতে তিনি অনুতাপ করতঃ মরিলেন। এতাদৃশ অনেকানেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু প্রথম সিলীমস নামা ব্যক্তি বাজাজেটের বিরুদ্ধে অথবা ইংলণ্ডীয় নরপতি দ্বিতীয় হেনরীর তিন পুত্র আপনাদের পিতার বিপরীতে যাদৃশ কার্য্য করিয়াছিলেন, নৃপনন্দনেরা তাদৃশ প্রকাশ্য অস্ত্রশস্ত্রধারণ না করিয়া সন্দিহানচিত্তজনকদিগের শুভঙ্কর হইয়াছিলেন, এতাদৃশ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

পরন্তু যাজকেরা দাম্ভিক ও বিক্রমশালী হইলে রাজাদের বিপদের কারণ হয়, উইলিয়ম রুফস রাজা, প্রথম ও দ্বিতীয় হেনরি রাজা পরাক্রান্ত ও গর্ব্বী ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের রাজত্ব

কালীন আনসেল্মস্ এবং টমস্ বেকেট নামক প্রধান যাজকেরা স্বীয় ক্রুশাঙ্কিত যষ্টিকে রাজাদিগের করবালের সহিত প্রায় *সমতুল্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বিজাতীয় রাজসাশনাধীন* হইলে কিম্বা রাজার অথবা সহায়বিশেষের সাপেক্ষতা না করিয়া সাধারণলোকসমষ্টি দ্বারা মনোনীত হইয়া আগত হইলে ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা বিপদুদ্ভাবনকারী হয়েন, নতুবা বিপদ জনক হয়েন না।

প্রধান কুলীনবর্গকে দূরস্থ করিয়া রাখিলে দোষ নাই, তাহারা অবনতীকৃত হইলে রাজার স্বেচ্ছাচারী ভাব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নিঃশঙ্কতা ও ইচ্ছামতকার্য্যসম্পাদন শক্তি হ্রাস পায়। ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরী রাজের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, তাঁহার রাজ্য ভোগের সমস্ত সময়ই দুঃখ-ও ক্লেশে অতিবাহিত হয়, কারণ কুলীনবর্গ উক্তরাজের অনুগত ও অনুরক্ত থাকিলেও তাহারা তাঁহার কর্ম্ম করিবার কালে তাঁহার সহকারিতা করেন নাই, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে স্বয়ং অগত্যা তাবৎ কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কুলীনদের হইতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, কেননা তাহাদের দল বিচ্ছিন্ন থাকে, তথাপি কখন২ তাহারা উচ্চ কথার আন্দোলন করে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতিকর হইতে পারে না, এতদ্ভিন্ন তাহারা প্রধান কুলীনদের প্রতিযোগী থাকিবাতে তাহারা তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে দেয় না। এবং তাহারা প্রজাদের পরাক্রম সম্বন্ধে অব্যবহিত সন্নিধনে উপ-স্থিত হইয়া প্রায় তাহাদের বিবাদ শান্তি করে।

বণিকেরা রাজ্যেররক্তবহা শিরার ন্যায়, রাজ্যের সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইলেও যদি উন্নত না হয়, তাহা হইলে রাজ্য রক্ত শূন্য শিরা বিশিষ্ট লাকের ন্যায় নিস্তেজ হয়, এবং তাহাদের উপর কর ধার্য্য করিলে কোন রাজার রাজস্বের বৃদ্ধি হয় না,

কেননা এক দিগে কর বৃদ্ধি হেতুক শতাংশে লাভ হইলেও অন্য দিগে বাণিজ্য হ্রাসবশতঃ সহস্রাংশে ক্ষতি হয়।

সাধারণ প্রজাগণ হইতে প্রায় ভয় নাই, কিন্তু তাহাদের পরাক্রমশালী দলপতি থাকিলে অথবা ধর্ম্মে কিম্বা আচার ব্যবহারে হস্তার্পণ করিলে বিপদ ঘটিতে পারে।

যোদ্ধাদের বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তুরস্ক দেশের পদাতিক গণ ও রোম রাজ্যের সেনাগণের ন্যায় যে রাজ্যে যোদ্ধারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, এবং বেতন বিনা পুরস্কার পায়, এমত রাজ্য যোদ্ধ্‌সমূহ দ্বারা বিপদাপন্ন হয়, কিন্তু যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া ও নানা স্থানে বিভিন্ন সেনাপতিদের অধীনস্থ করিয়া অস্ত্রান্বিত করা এবং পুরস্কার না দেওয়া মঙ্গল জনক হয়। রাজকুমারেরা আকাশীয় গ্রহগণের ন্যায় মঙ্গলামঙ্গল সূচক ও আদরনীয় হয়, কিন্তু ইঁহারা বিশ্রাম ও আরাম করিতে পারে না। ইঁহাদের প্রতি দুইটী স্মরণীয় আদেশ দত্ত হয়, প্রথমটী এই যে, তোমরা আপনাদিগকে মর্ত্ত্য বলিয়া স্মরণ কর, দ্বিতীয়টী এই যে তোমরা আপনাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া কিম্বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্মরণ কর। প্রথম আদেশের স্মরণই তাহাদের স্বীয় ক্ষমতা বিষয়ে অহমিকা দমনার্থক হয়, দ্বিতীয় আদেশের স্মরণই তাহাদের ইন্দ্রিয় সংযমনার্থক হয়।

২০। মন্ত্রণা।

এক জনের প্রতি অন্য জনের অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে সেই বিশ্বাস মন্ত্রণা গ্রহণের স্থল হইয়া উঠে। লোকেরা বিশ্বাসী দের হস্তে আপনাদের জীবনাংশ স্বরূপ ভূমি, বাণিজ্যদ্রব্য, সন্তান সম্ভ্রম এবং বিশেষ২ কার্য্য ভার সমর্পণ করে কিন্তু

পরামর্শ দাতাদের হস্তে সকল বিষয়ই সমর্পণ করে। কেননা তাহারা তাহাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সরলতা হেতুক বাধ্য হইয়া থাকে। জ্ঞানীতম রাজারা আপনাদের মহত্ত্ব লাঘব ও ক্ষমতা হানি বোধ না করিয়া রাজ-মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করেন। ঈশ্বরও স্বয়ং মন্ত্রী রহিত হয়েন না, কেননা তিনি আপনার ধন্য পুত্রের মহিমান্বিত উপাধি সমূহের মধ্যে "মন্ত্রী" এই উপাধি দিয়াছেন। সুলেমান রাজা কহিয়াছেন "মন্ত্রণা ধৈর্য্যকারিণী।" তাবৎ ব্যাপারের এক বার আন্দোলন হওয়া উচিত, ব্যাপার সকল মন্ত্রীদের বিচার দ্বারা আলোচিত না হইলে দৈবিক বিপদ গ্রস্ত হয় এবং মত্ত ব্যক্তির গমন কালে এদিক ওদিক হেলিয়া পড়নের ন্যায় তাহা কর্ত্তব্য কি না এতাদৃশ বিপরীত ভাবযুক্ত হইয়া উঠে। যেমন সুলেমান রাজা সুমন্ত্রণার কর্ম্ম-ণ্যতা দর্শন করিলেন, তেমনি তাঁহার পুত্র রিহোবোয়াম কুমন্ত্র-ণার অকর্ম্মণ্যতারূপ ফল বিদিত হইলেন। কারণ ঈশ্বরের প্রিয় রাজ্য যিহুদাদেশ তাদৃশ কুমন্ত্রণারদ্বারা বিভিন্ন হয়। যে মন্ত্রণা যুবকদের চঞ্চল বুদ্ধি হইতে সমুদ্ভূত হয়, তাহা কুমন্ত্রণা কি না ইহা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উক্ত দুইটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। রাজাদিগের সহিত মন্ত্রীবর্গের একাত্ম ভাব ও অভেদ্য সংসর্গ অথচ যে প্রকার কৌশল পূর্ব্বক মন্ত্রণা ব্যবহার করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য তাহা পুরাকালে রূপকভাবে কথিত হই-য়াছে। যথা মন্ত্রণার আদ্য কথা এই যে জুপিটর মিতিসকে বিবাহ করেন, মিতিসের অর্থ মন্ত্রণা; ইহার অভিপ্রায় এই, রাজ্য মন্ত্রণার সহিত বিবাহিত হয় তৎপরে উহার শেষ কথা এই যে জুপিটর মিতিসকে বিবাহ করিলে পর মিতিস গর্ভবতী হয়, কিন্তু জুপিটর তাহার প্রসবকাল পর্য্যন্ত তাহাকে থাকিতে না দিয়া উদরসাৎ করিয়াছিলেন, তাহাতে নিজে পুত্রবান হইয়া কাল ক্রমে কপোলদেশ হইতে পালাশ নামক অস্ত্রশস্ত্র ধারী

এক পুত্র প্রসব করেন। রাজারা মন্ত্রী সমাজের সহিত কি রূপে কার্য্য করিবেন তদ্বিষয়ব্যঞ্জক রাজ্যের রহস্য ভাব এতাদৃশ গল্পে রহিয়াছে। *প্রথমতঃ তাঁহাদের নিকট নিষ্পাদ্য বিষয়* উল্লেখ করা উচিত এবং তাদৃশ উল্লিখিত বিষয়ই গর্ভসঞ্চারক বীজ, সেই বীজ মন্ত্রীসভারূপ গর্ভে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে রাজারা উহাকে আত্মসাৎ করিয়া উক্ত প্রকার পালাশরূপী জ্ঞানশক্তি প্রচারক বিধি ও চূড়ান্তাদেশ স্বয়ং আপনারা এমত ভাবে প্রচারিত করিবেন, যেন তাঁহাদের প্রচার করিবার শুদ্ধ স্বাভাবিক ক্ষমতা নিমিত্তক সুখ্যাতি না হইয়া বরং বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি নিমিত্তক সুখ্যাতিও লাভ হয়। এইক্ষণে মন্ত্রণার অসুবিধা ও তৎপ্রতিবিধানের বিষয় বক্তব্য হইতেছে। মন্ত্রণা গ্রহণের ত্রিবিধ অসুবিধা, প্রথমতঃ সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেই আর গোপনীয় রাখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ রাজাদের অক্ষমতা প্রকাশ হয়, ও তাঁহাদের যেন কোন ক্ষমতা নাই, এমত ভাব প্রতীত হয়। তৃতীয়তঃ মন্ত্রীরা অবিশ্বস্তরূপে আপনাদের মঙ্গলের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিয়া মন্ত্রণা দিলে বিপদ হয়। উক্ত অসুবিধা নিবারণার্থে ইটালীয়দের পরামর্শানুসারে এবং ফ্রান্সের কোন২ রাজার অনুষ্ঠানানুসারে ক্যাবিনেট নামক মন্ত্রীসভা অর্থাৎ নির্জনোপবিষ্ট মনোনীত মন্ত্রণাকারীর সমাজ স্থাপিত হয়, কিন্তু তৎপ্রতিকার অপেক্ষা তাদৃশ রোগ বরং অধিক প্রীতিকর ছিল।

প্রথমতঃ রহস্য ও গোপনীয় বিষয়ের সকল কথা রাজারা সমস্ত মন্ত্রীকে জ্ঞাত করিতে বাধ্য হয়েন না, প্রত্যুত সারসংগ্রহ করিয়া এক২ বিষয় বাছিয়া লইয়া প্রকাশ করিবেন। যিনি কিংকর্ত্তব্য বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার লোকদের কাছে কর্ত্তব্য বিষয়ে নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করা অনাবশ্যক। রাজারা সাবধান হউন যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিষ-

য়ের কথা তাঁহাদের নিজ মুখ হইতে নিঃসৃত না হয়। "আমি ছিদ্রপূর্ণ" এই বচনটী মন্ত্রীসভার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কেননা কোন২ লোক প্রকাশ করাকে গৌরব জ্ঞান করিয়া গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিলে গোপনের কর্ত্তব্যতানুভবকারী মন্দ লোক অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হয়। কতকগুলি বিষয় অত্যন্ত গোপনীয় তাহা রাজা ভিন্ন দুই এক জনের অধিক লোককে জ্ঞাত করা উচিত নয়। এরূপ গুপ্তমন্ত্রণাসমূহ অমঙ্গল-দায়ক নহে, বিশেষতঃ গোপন ভাবে রক্ষিত হইয়া একদিগে এক ভাবে চলে বিচলিত হয় না, পরন্তু রাজার পরিণামদর্শী হওয়া উচিত, তিনি স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দক্ষ হইবেন, এবং অন্তরঙ্গ মন্ত্রীগণও বিশিষ্ট জ্ঞানবান হইবেন বিশেষতঃ রাজার উদ্দেশ্য সাধনে সরল ও বিশ্বস্ত হইবেন। ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরীর মর্টন এবং ফক্স নামক মন্ত্রীদ্বয় ঈদৃশ বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁহাদের ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি মহৎ কার্য্যের কথা বিদিত করিতেন না এবং তাঁহারাও তাঁহার অভিপ্রেত সাধনে বিশ্বাস্য ও যথার্থ সরল ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ রাজ্যের মধ্যে রাজাদের অক্ষমতা প্রকাশের প্রতিকার দর্শিত হইতেছে। রাজারা মন্ত্রী সভায় অধ্যাসীন হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা ন্যূনীকৃত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হয় এবং সভার মধ্যে কোন মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষমতাবান না থাকিলে অথবা অনেকে দৃঢ়রূপে ঐক্য না হইলে মন্ত্রীগণের দ্বারা কোন রাজা কখন স্বীয় প্রভাবচ্যুত হয়েন না।

তৃতীয় অসুবিধা এই যে, মন্ত্রীগণ আপনাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। কারণ উক্ত আছে "ঈশ্বর পৃথিবীতে বিশ্বাস দেখিতে পাইবেন না" অর্থাৎ সময় বিশেষে অনেকে অবিশ্বাসী হয়েন তথাপি শঠ ও ধূর্ত্ত না হইয়া বিশ্বস্ত, সরল, অকপট ও অবক্র হয়েন এমত অনেক মন্ত্রীকে পাওয়া যাওয়াতে রাজারা সরল

স্বভাবের মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিবেন। আর মন্ত্রীগণ সচরাচর সম্যক একত্রিত থাকেন না, প্রায় প্রত্যেকেই পরস্পরের উপর প্রহরীরূপে থাকেন, তাহাতে রাজবিরোধী, বিবাদ ও গুপ্তাভিসন্ধির কুমন্ত্রণা সম্ভবে না, যদি ষড়যন্ত্র হয়, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদা রাজার কর্ণগোচর হইবে। ফলতঃ বিবাদাদি না জন্মে ইহার অত্যুত্তম উপায় এই যে রাজারা আপনাদের মন্ত্রীবর্গের স্বভাব পরিচিত হইবেন, এবং মন্ত্রিরাও তাঁহাদের স্বভাব জ্ঞাত হইবেন। পক্ষান্তরে মন্ত্রীরা রাজাদের নিজ চরিত্রের বিষয়ে অত্যনুসন্ধানী না হইয়া বরং আপনাদের প্রভুর কার্য্যে তৎপর হইয়া পারগতা দেখাইবেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহারা রাজাদের স্বভাব সুন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট না হইয়া তাঁহাদের ইষ্টবিষয় সাধনের পরামর্শ দিতে সুযোগ্য হইবেন। রাজাদের এইটী বিশেষ কর্ম্ম যে, যদি তাঁহারা মন্ত্রী সভার মত লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় ভাবে গ্রহণ করিবেন, কারণ অপ্রকাশ্যে ব্যক্ত মত আন্তরিক ভাবব্যঞ্জক মাত্র, কিন্তু প্রকাশ্যে কথিত মত গম্ভীর হইয়া থাকে। অপ্রকাশ্য স্থলে লোকেরা স্বভাবতঃ নির্ভয় হইয়াও চিত্তদ্বার মুক্ত করিয়া মত প্রদান করে, কিন্তু প্রকাশ্যস্থলে অপরের মতে মত দেয়, অতএব স্বাধীন ক্ষমতা রক্ষার্থে অপ্রকাশ্য স্থলে অধীন ব্যক্তিদের মত এবং স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে প্রকাশ্যস্থলে কিম্বা সভা মধ্যে প্রধানতর ব্যক্তিদের মত গ্রহণ করা উচিত। আর কর্ম্মচারীদের চরিত্রাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করা নিষ্ফল, কারণ করণীয় ব্যাপার সকল মৃতবৎ, করণীয় ব্যাপারের জীবনই কার্য্য নির্ব্বাহকদের চেষ্টা ও নৈপুণ্যের মধ্যে অবস্থিত হইয়া থাকে, আর কর্ম্মকারিরা কোন্ শ্রেণীর লোক এবং কি প্রকার চরিত্রের লোক তাহা জানা উচিত, যেহেতু লোকদিগকে মনো-

নীত করিবার সময় অধিক ভ্রমের আশঙ্কা ও সুবিবেচনার অপেক্ষা করিতে হয়। অপর এই একটী বচনও স্মরণীয় হয়, যে "মৃতেরা উত্তম পরামর্শ দায়ক অর্থাৎ মন্ত্রীরা ভাল মন্দ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিম্বকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে যাঁহারা এই জীবনরূপ নাট্যশালায় যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থ সমূহের সহিত আলাপ করিবেন, তাহাতে স্পষ্টরূপে দুর্জ্ঞেয় বিষয় নির্ণীত হইবে। গুরুতর বিষয় সকল প্রথম দিন বিবেচিত হইয়া তৎপর দিন পর্য্যন্ত মীমাংসার নিমিত্ত স্থগিত থাকিলে ভাল হয়, কারণ উক্ত আছে, "রাত্রিই পরামর্শের সময়"। এইরূপ আর একটী কথা বক্তব্য হইতেছে, স্কটল্যাণ্ডের চতুর্থ যাকুব ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরীর মার্গেরেট নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করাতে উভয় রাজের রাজমুকুট পরস্পর একত্রিত করিবার দিন ধার্য্য হয়, এবং আদেশানুক্রমে অতি গম্ভীর ও রীত্যনুযায়ী সভা বসে। এইরূপ প্রকারে আবেদন শুনিবার দিনও ধার্য্য করা বিধেয়, তদ্দিনে আবেদনকারিরা বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে পারেন, এবং বিচারপতিরা রাজকীয় বিষয় হইতে মুক্ত থাকিয়া আবেদনের বিষয়ে মনোভিনিবেশ করিতে পারেন। মন্ত্রীসভার জন্যে কোন কার্য্য উপযুক্ত করণার্থে, কমিটীর লোক মনোনীত করিতে হইলে, বিপরীত মতাবলম্বী প্রবল লোক অপেক্ষা অপক্ষপাতী লোক মনোনীত করা শ্রেয়স্কর। অধিকন্তু বাণিজ্য, ধনকোষ, যুদ্ধ, মোকর্দ্দমা এবং রাজ্যের প্রদেশ প্রভৃতির কার্য্যার্থে বিশেষ২ মন্ত্রীসভা থাকা আবশ্যক হয়, তাহাতে ব্যবস্থাপক, নাবিক, মুদ্রাযন্ত্রের কর্ম্মচারী প্রভৃতি লোকেরা প্রথমে স্ব২ বিষয় শুনাইতে পারেন, পরে আবশ্যক হইলে রাজ্যের সাধারণ মন্ত্রীসভার নিকটে আবেদন করিতে পারেন; তাহা না করিয়া যে কেহ আসিয়া মন্ত্রীসভায় গোলযোগ করিলে বিচার

হইতে পারে না। রাজা মন্ত্রীসভায় অধ্যাসীন হইয়া নিজ বিবেচিত বাক্য সাবধানে ব্যক্ত করিবেন, নতুবা মন্ত্রীরা ইচ্ছা-মত পরামর্শ না দিয়া অগ্রে তাঁহার মনের ভাব গ্রহণ করিয়া তাহা অনুমোদন করণার্থে সম্মত হইবেন।

২১। বিলম্ব।

সৌভাগ্য বিপণির তুল্য তথায় কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিলে কখনং মূল্যের ন্যূনত্ব হইতে দেখা যায়,কিন্তু কখনং সিবিল্লানাম্নী বিক্রয়কারিণীর নিরূপিত মূল্যের ন্যায় মূল্য কমেনা, সে যে পূর্ণ মূল্যে নয়খানি পুস্তক বিক্রয় করিতে চাহিল, তাহা অধিক মূল্য বলিয়া টার্কুইন নামক রাজা ঐ কয়েক খানি পুস্তক ক্রয় করিতে দুইবার অস্বীকার করিলেন, তাহাতে সেই নারী সেই দুইবার বাহিরে গিয়া প্রত্যেক বারে তিন খানি করিয়া ছয় খানি পুস্তক দগ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনশ্চ অবশিষ্ট তিন খানিরও জন্যে সেই নিরূপিত পূর্ণ মূল্য চাহিল, রাজা ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া সেই মূল্য দিয়া শেষ তিন খানি পুস্তক ক্রয় করিলেন। কারণ সামান্য কথায় বলে যে, সময় আপন কেশের কাকপক্ষ সম্মুখদিকে আলুলায়িত রাখিয়া পশ্চাৎ দিগে বিকচ মস্তক দেখায়, কিম্বা প্রথমে বোতল ধরিবার হাতল স্বরূপ দেখাইয়া পরে হাতল শূন্য বোতলের যে পেট ধরা কঠিন এমত পেট স্বরূপ দেখায়। কার্য্যের শুভারম্ভ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের কর্ম্ম নাই। বিপদ সকলকে একবার লঘু বোধ করিলে তাহারা ভারী হইয়া উঠে, এবং বিপদ বাস্তবিক ভারী না হইলেও অসতর্কাবস্থায় উপস্থিত হইয়া অধিক বিব্রত করে। অতএব বিপদের প্রতীক্ষা করা অপেক্ষা উহা সন্নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বে প্রতীকার চেষ্টা করা

কর্ত্তব্য, কেননা বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইলে নিদ্রিত হইয়া পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে স্বপক্ষ বিপক্ষ সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, চন্দ্র আকাশের নিম্ন ভাগে থাকাতে তাহার জ্যোৎস্না শক্রুদিগের পশ্চাৎ দিগে পতিত হইয়া যেমন তাহাদের সম্মুখে দীর্ঘচ্ছায়া বিস্তার করে, তেমনি ভারী বিপদ প্রকৃত ও সমীপস্থ না হইলেও উহার বিকীর্ণ দীর্ঘচ্ছায়া দেখিয়া সন্নিহিত অনুমান করিলে প্রবঞ্চিত ও ভ্রান্ত হইতে হয়, এবং বিপদরূপ শক্রর বিরুদ্ধে উচিত সময়ের পূর্ব্বে বাণ নিক্ষেপ করিলে তাহাকে উপস্থিত হইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। সময়ের উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা সর্ব্বদা পরিমাণ ও বিবেচনা করিয়া শতচক্ষু আর্গোসের ন্যায় হইয়া বৃহৎ২ ব্যাপার আরম্ভ করিবে এবং শতহস্ত ব্রায়রিয়সের ন্যায় হইয়া তাহা সমাপন করিবে। অগ্রে অতি মনোযোগ দিয়া বিচার করিবে, তৎপরে কৃতকার্য্য হইতে ত্বরা করিবে। কারণ প্লুটো নামক ব্যক্তির যে শিরস্ত্র দ্বারা এক জন কৌশলবিশারদ পুরুষকে লুক্কায়িত করিয়া রাখা হয়, তাহাই পরামর্শের রহস্য এবং নিষ্পত্তি করণের সত্বরভাব। (ইহার বিশেষ ভাব হোমর্সিলিয়েড নামক গ্রন্থে পাওয়া যাইতে পারে।) যেমন আকাশদিগে নিক্ষিপ্ত গোলা বেগে ছুটিয়া গিয়া নয়নের অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তেমনি করণীয় ব্যাপারের নিষ্পত্তি কালে উহার সত্বর ভাব রহস্য ভাবের অতি দুরগামী হইয়া অলক্ষিত হয়।

২২। চতুরতা ও ধূর্ত্ততা।

চতুরতাকে বাম কিম্বা ন্যুব্জবিজ্ঞতা কহা যায়। (ধূর্ত্তেরা ধর্ম্মাধিকরণের বাম পার্শ্ব স্বরূপ। ইহারা ছল ও প্রবঞ্চনাতে

পূর্ণ হইয়া বিচারালয়ের ঋজু বিষয় সকলকে বিপরীত করে, এবং ন্যায় পথকে বক্র ও ঘুরণীয় করে।) বস্তুতঃ চতুর মনুষ্য ও বিদ্বান প্রাজ্ঞ মনুষ্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে; সেই প্রভেদ শুদ্ধ সরলতানিমিত্তক না হইয়া পটুতানিমিত্তকও হয়। যেমন অনেকে অপর দিগকে বঞ্চিত করিবার জন্যে তাস সকল ভাঁজকরিতে পারে, কিন্তু উত্তম রূপে খেলিতে পারে না, তেমনি অনেকে স্বপক্ষ সংগ্রহ করিতে কিম্বা বিতণ্ডা করিতে পারে, কিন্তু অন্যবিধ কার্য্য করণে অক্ষম। মানবীয়ভাব গ্রাহী জ্ঞান এক প্রকার; এবং ব্যাপার গ্রাহী জ্ঞান কিম্বা বিষয় বুদ্ধি অন্য প্রকার, কারণ অনেকে মানবদের মানসিক ভাব বুঝিতে পারগ হইলেও গুরুতর কার্য্য বুঝিতে বড় নিপুণ নয়। পুস্তক পাঠ করণাপেক্ষা লোকদের ভাব অধিক জ্ঞাত হওয়া তাহাদের স্বভাব। ঈদৃশ মনুষ্যেরা পরামর্শ দিতে বড় যোগ্য না হইয়া কর্ম্ম করিতে যোগ্যতর হয়। ইহারা সঙ্কীর্ণ পথ কিম্বা স্বল্প বিজ্ঞতার সীমার মধ্যে থাকে, এবং নূতন২ লোকদের নিকটে গেলে আপনাদের উদ্দেশ্য বিষয় হারাইয়া থাকে অর্থাৎ ভাবচ্যুত হয়। প্রাজ্ঞ হইতে মূর্খকে বিশেষ জানিবার জন্যে একটী প্রাচীন নিয়ম আছে যথা "উভয়কে নিঃসম্বলে বিদেশী অপরিচিতদের নিকটে প্রেরণ কর তাহাতে তিনি কেমন তাহা দেখিতে পাইবে।" ধূর্ত্তেরা ক্ষুদ্র২ দ্রব্য বিক্রেতাদের ন্যায় আপনাদের ব্যবসায়ের যে সকল দ্রব্য প্রকাশ করে তাহা দেখা যাউক। জেযুয়িট মতাবলম্বী লোকেরা একটী ধূর্ত্ততা করিতে আদেশ দেয় যে তুমি কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিবার কালে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া দেখিবে, কারণ অনেক প্রচণ্ড লোকের অন্তঃকরণ গুপ্ত ও মুখের ভাব উজ্জ্বল এজন্য তুমি এক২ বার লজ্জাভাবে চক্ষু নত করিয়া কটাক্ষকরতঃ ধূর্ত্ততা করিবে, জেযুয়িট লোকেরা তদ্রূপ

করে। অপর একটী ধূর্ত্ততা দেখ কোন ব্যক্তির নিকট কোন কর্ম্ম ত্বরা করিয়া লইতে হইলে তুমি তাহার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের কথোপকথন করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে, তাহাতে সে তোমার প্রয়োজনীয় বিষয়ে অধিক আপত্তি করিতে মনোযোগ করিবে না। এক জন মন্ত্রী অথচ সিক্রেটরী ইংলণ্ডের রাণী ইলিজেবাথের সমীপে বিল স্বাক্ষর করাইতে আসিলেই রাজ্য সম্পর্কীয় কথা বার্ত্তাতে সর্ব্বদা তাঁহার মন আবিষ্ট করিতেন, তাহাতে ঐ রাণী বিলের বিষয়ে বড় মনোযোগী হইতে না পারিয়া শীঘ্র তাহা স্বাক্ষর করিতেন। যখন কোন ব্যক্তি কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত এবং প্রস্তাবিত বিষয় যুক্তি সহকারে বিবেচনার্থ বিলম্ব করিতে অপারগ হয়, তখনি ইষ্ট বিষয় প্রস্তাব দ্বারা উক্ত প্রকার কার্য্য সত্বর নির্ব্বাহ করাই চতুরতার কর্ম্ম হয়। যিনি যখন কোন কর্ম্মের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ইচ্ছুক এবং অন্য কেহ তৎকর্ম্ম সুন্দররূপে সফল করিতে সমর্থ এমত সন্দেহ করেন, তিনি তখন আপনি সেই কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে সম্পাদন করণেচ্ছু বলিয়া ছল করিবেন, এবং তাহা হস্তগত করিয়া নীত হইলে বিফল করিতে পারিবেন। কোন বক্তা কথা কহিতে২ হঠাৎ তাহা রহিত করিয়া চাপিয়া গেলে তৎকথার শ্রোতার অধিকতর বুভুৎসা জন্মে। আপনাপনি কোন কথা ব্যক্ত করা অপেক্ষা বরং অপরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলে যদি ভাল হয়, তবে তুমি স্বীয় বদনাকৃতির প্রকারান্তর প্রদর্শনকে জিজ্ঞাসার চার করিয়া থাক, এবং তাহা করিলে অপরে তোমার তাদৃশ পরিবর্ত্তনের হেতু জিজ্ঞাসার্থ সুযোগ প্রাপ্ত হইবে যেমন নিহিমিয় বাবিল দেশের রাজাকে কহিয়াছিলেন, যথা "পূর্ব্বে আমি রাজার সাক্ষাতে কখনও বিষণ্ণ ভাবাপন্ন হই নাই," নিহিমিয় ২ ; ১-৬। যে বিষয় অনায়াসে বেদনাদায়ক ও অসন্তোষকর অর্থাৎ যে

যে বিষয়ের প্রস্তাব সঙ্গত বোধ হয় না, এবং প্রথমে যাহারে কুভাব গৃহীত হইতে পারে, এতাদৃশ বিষয় কাহাকেও বিদিত করিতে হইলে, লঘুবচনব্যক্তি অর্থাৎ হালকা মানুষ দ্বারা তাহা ব্যক্ত করাইয়া উক্ত বিষয়ে যাহাতে কথা উত্থাপন হয়, এমত কৌশল করিয়া জিজ্ঞাসিত হইলে, সেই জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপ গুরুবচন অর্থাৎ ভারী কথা ছাড়িতে আরম্ভ করিবে। যেমন নার্সিসস্ নামা ব্যক্তি ক্লদিয়স্কে কহিয়াছিলেন, যথা "মিস্সা-লিনা রাণী সিলিয়সের সহিত প্রণয় করিয়াছেন।" [নার্সিসস্ স্বাধীন ও ক্লদিয়সের সেক্রেটরী ছিলেন। ক্লদিয়সের মহিষী তাহাকে দূর করিতে চেষ্টা করাতে, নার্সিসস্ উক্ত রাজার দুইটী বেশ্যাকে উন্নত করিবার অঙ্গীকার করিয়া মিস্স-লিনার ধ্বংসার্থে নিযুক্ত করেন। বেশ্যাদ্বয়ের প্রথম জনা রাজার নিকট গিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া কহিলেন যে, রাণী প্রধান রাজকর্ম্মচারী সিলিয়সের সহিত প্রণয় করিয়া আপনার অপমান করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় জনা তাহা সপ্রমাণ করেন, তৎপরে নার্সিসস্ আহূত হইয়া এই সাক্ষ্য দিয়া কহিয়াছিলেন যে রাজা প্রায় রাণীর পরিত্যক্ত হইয়াছেন। এতাদৃশ বাক্য দ্বারা রাণীর প্রতি রাজা অতিশয় কঠিন ও অসন্তুষ্ট হয়েন।]

যে বিষয়ে কেহ স্বয়ং বক্তারূপে প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহার ধূর্ত্ততা এই যে, সকলে অমুক২ বিষয় বলে কিম্বা জনরব আছে, এবম্বিধ রূপে অন্যের কথা কহিতেছেন ভাণ করিয়া স্বয়ং কহেন। এক জন পত্র লিখিবার কালে গুরু-তর বিষয়টীকে সামান্য বিষয় জানাইবার জন্যে লিখিত পত্রের নিম্ন ভাগে পিএস অর্থাৎ পুঃ দিয়া লিখিতেন। অপর এক জন কোন বিষয় কহিতে আসিয়া, মহদভিপ্রেত বিষয়টী উপেক্ষা করতঃ বাহিরে যাইতেন, পরে ফিরিয়া আসিয়া তদ্বিষয়টীকে সামান্য বোধে যেন প্রায় বিস্মৃত হইয়া-

ছিলেন, এমত ভাণ করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতেন। কেহ২ কাহাকে কোন কথা উপযাচক হইয়া বলিতে না চাহিলে, এমত কৌশল করেন, যাহাতে ঐ ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া তাঁহাদের হস্তে দুই একটা পত্র দেখেন, অথবা তাঁহাদিগকে যথারীতিবহির্ভূত দেখেন; কারণ, তাদৃশ-দর্শনে তাঁহারা ঐ ব্যক্তি দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারেন।

আর একটী ধূর্ত্ততা এই যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন করিতে২ কোন বিপদ্জনক প্রস্তাব প্রকাশ২ করিলে পর যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি অপরাপর স্থানে তাহা নিজের প্রস্তাব বলিয়া উক্তি করেন, তখন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির তাদৃশ প্রস্তাবোক্তিকে তাহার মূর্খতার ফল বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাণী ইলিজেবাথের সময়ে দুই জন মহৎ লোক পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া সিক্রেটরীর পদের অভিলাষী ছিলেন, তথাপি সদ্ভাব দেখাইয়া কার্য্যোপলক্ষে কথোপকথন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিয়াছিলেন যে রাজকীয় পদের অবনতি কালে সিক্রেটরী হওয়া বিষম দায় এবং তাহা হইতেও আমার বড় ইচ্ছা নাই, অন্য ব্যক্তি সরল হওয়াতে উক্ত কথা স্মরণ করিয়া আপনার বন্ধু বান্ধবদের নিকট এমত ভাবে ব্যক্ত করেন যে, রাজকীয় পদের অবনতি কালে তাঁহার সিক্রেটরী হইবার বাসনা নাই, প্রথম ব্যক্তি সেই কথা ধরিয়া সুযোগ পাইয়া রাণীর সমীপে ব্যক্ত করেন, রাণী রাজকীয় পদের অবনতির কথা শ্রবণ করিয়া এমত মন্দ ভাব গ্রহণ করিলেন যে, শেষে অন্য ব্যক্তির আবেদন বাক্য শ্রবণ করিতে একান্ত নিরিচ্ছুক হইলেন। কোন শঠ লোক অপরের নামে কোন বিষয়ের জন্যে অভিযোগ করিবার কালে, এমত ভাব দেখান যে, তাহাকে তদ্বিষয়ের

কথা অন্যে কহিয়াছেন, বস্তুতঃ দুই জনের মধ্যে কোন বিষয় ঘটিলে, প্রথমে তদুভয়ের মধ্যে কাহা দ্বারা তাহা প্রবর্ত্তিত ও আরব্ধ হয়, তাহা প্রকাশ করা কঠিন হইয়া উঠে। ধূর্ত্তেরা এরূপ পথও অবলম্বন করে যে, তাহারা কোন বিষয় অস্বীকার করতঃ আপনাদিগকে যথার্থীকৃত করিয়া অপর লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাক্য রূপ তীর নিক্ষেপ করে. যেমন "ইহা আমি করি না।" (আমি এই শব্দের উপর জোর দিয়া পাঠ করিলে বোধ হইবে, আমা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি করে।) টিজি-লিনস্ নামা ব্যক্তি বর্হস নামক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কহিয়া ছিলেন যথা, "আমি অনেক প্রকার আশার উপর দৃষ্টি করি না, কিন্তু কেবল সম্রাটের নির্ব্বিঘ্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখি।" কতক গুলি ধূর্ত্ত এত গল্প রচনা করিতে তৎপর যে, কোনকথার আভাস দিতে ইচ্ছা করিলেই তাহা গল্পচ্ছলে প্রকাশ করিতে পারে, এবং তদ্রূপ করাতে আপনাদের রক্ষার পথ বাঁচায় ও অপরেরও আমোদ জন্মায়। কাহার নিকট কোন কথার উত্তর লইতে হইলে তাহাকে কৌশল ক্রমে কথা যোগাইয়া দিলে তিনি সহজে অভিপ্রেত উত্তর দিতে পারেন, এবং এইরূপ করিয়া উত্তর গ্রহণ করাই ধূর্ত্ততা হয়। কেহ বিবক্ষিত বিষয় কথনের অপেক্ষাতে দীর্ঘকাল ঘোরাল প্রবন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও বিবক্ষণীয় বিষয় ব্যক্ত করিতে সমীপস্থ হইবার জন্যে নানা প্রকার অন্য কথা উত্থাপন করেন, এমত চাতুর্য্যটী ধৈর্য্যসাপেক্ষ হইলেও বহূপকারক হয়। অধিকন্তু যেমনকোন রমণীয় স্থান-বিহারী ও স্বনাম পরিবর্ত্তক ব্যক্তিকে অন্যে তদীয় প্রকৃত নামে আহ্বান করিলে সে তাহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখে, তেমনি আকস্মিক সাহস সম্বলিত এবং আচম্বিত বিষ-য়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বিস্মিত হইয়া সকল কথা বলিয়া ফেলে। এই রূপে গুপ্ত কথা বাহির করা ধূর্ত্ততার কার্য্য।

ধূর্ত্তদের এই সকল ক্ষুদ্র২ ব্যবসায় অনন্ত, ইহাদের তালিকা করিয়া রাখা উত্তম, কারণ ধূর্ত্ত যে জ্ঞানী বলিয়া রাজ্যের মধ্যে পরিচিত হয়, তদপেক্ষা আর কিছুই রাজ্যের ক্ষতিকর নহে। পরন্তু যাহার পরিষ্কার ও সুন্দর ঘর নাই, কিন্তু সুবিধামত দ্বার ও সোপান আছে, এমত বাটীর ন্যায় কতকগুলি চতুর লোক কার্য্যের উন্নতি ও অবনতির বিষয় বুঝে, কিন্তু তাহার গুরুতর অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব বিচার্য্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইলে তাহারা ভ্রান্তি সন্ধান করিতে পারে, প্রত্যুত কোন প্রকারে তাদৃশ বিষয় সকল পরীক্ষা ও তর্ক বিতর্ক করিতে পারগ হয় না, তথাচ তাহারা সুপটু না হইলেও আপনাদিগকে কার্য্যবিষয়নিরূপণদক্ষ ভাণ করায়। অপর কতক লোক স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান না থাকাতে অন্যদিগকে ভোগা দিয়া বরঞ্চ কুবাক্য কহত প্রতারণা করিয়া স্বকার্য্য হস্তগত করে, কিন্তু সুলেমান কহেন যে, "জ্ঞানী মনুষ্য আপন পাদবিক্ষেপে মনোযোগ করে, কিন্তু নির্ব্বোধ ফাঁদে পতিত হয়।"

২৩। স্বার্থবিক্রেতা।

পিপীলিকা এক প্রকার পরিণামদর্শী জীব, ইহা উদ্যানের হানি এবং হিংসা করে। এইরূপ স্বার্থানুরাগী জনেরা নিজ হিতের জন্য সর্ব্ব সাধারণ জন সমাজের অহিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়। যথার্থ বিবেচক হইয়া নিজের ও সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে চিন্তা করিও। আপনার চরিত্র রক্ষা ও সুখ্যাতি লাভ করিতে মনোযোগী হইয়া অপরাপরের বিশেষতঃ রাজার ও রাজ্যের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিও। আপনাকে নিজের কার্য্য সমূহের কেন্দ্রস্বরূপ করা অতি নীচ কর্ম্ম। স্বার্থ-

সাধক ব্যক্তি পৃথিবীর তুল্য, কারণ পৃথিবীই কেবল আপঃনার কেন্দ্রে দণ্ডায়মান থাকে, আকাশস্থ তাবৎ পদার্থ অন্যের কেন্দ্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া অন্যের অনুকূল থাকে। কোন মহাপরাক্রান্ত রাজা স্বার্থসাধনপর হইলে বড় দোষ নাই, কেননা তাঁহার স্বার্থসাধন শুদ্ধ তাঁহার স্বকীয় অর্থসাধন নহে, পরন্তু জনসমাজের মঙ্গলামঙ্গলই তাঁহার মঙ্গলামঙ্গল হয়। প্রত্যুত কোন রাজার সেবক কিম্বা কোন প্রজাসমষ্টির শাসিত দেশের কোন নাগরিক ব্যক্তি স্বার্থপর হইলে অমঙ্গলের পরিসীমা থাকে না, কেননা, এতাদৃশ ব্যক্তির হস্তে কার্য্য ভার থাকিলে তিনি নিজ প্রভু কিম্বা রাজ্যের উদ্দেশ্য রূপ কেন্দ্রে না থাকিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। অতএব রাজারা সেবকদের অধিক লাভ ও আপনাদের নিজের অল্প লাভ হইবে, এমত মানস না করিলে স্বার্থজ্ঞানবিহীন ও পরার্থপর সেবকদিগকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিবেন। স্বার্থবিজ্ঞতা দ্বারা বৈষম্য ঘটাতে অর্থাৎ প্রভু ও দাস উভয়ের লাভ সমানরূপে রক্ষিত না হওয়াতে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। প্রভু অপেক্ষা দাসের হিত অধিক লক্ষ্য হইলেই উক্তরূপ বৈষম্য ঘটে, কিন্তু আবার কোন বিষয় প্রভুর মহাপকারক হইয়া দাসের ক্ষুদ্রোপকারক হইলে আত্যন্তিক বৈষম্য হয়। মন্দ কর্ম্মচারী লোকদের অর্থাৎ ধনকোষাধ্যক্ষ, রাজমন্ত্রী, সেনাপতি, এবং রাজ্যের অন্যান্য অসৎ ও বঞ্চক ভৃত্যদের তাদৃশ ভাব। তাহারা অসূয়ু হইয়া আপনাদের প্রভুর মহৎ ও প্রয়োজনীয় কার্য্য উচ্ছিন্ন করত স্ব২ সামান্য ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে, তথাপি তাদৃশ সেবকগণ প্রায় আপনাদের ভাগ্যানুসারে ফল ভোগ করে। আত্যন্তিক স্বার্থপর লোকদের স্বভাব এই যে, আপনাদের ডিম্ব সকল ভর্জ্জিত করিবার জন্যে অপরের ঘরে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, তথাপি ঈদৃশ লো-

কেরা অনেক বার প্রভুদের কর্তৃক প্রত্যয়িত হয়, যেহেতুক প্রভুদিগকে সন্তুষ্ট ও আপনাদের লভ্য রক্ষা করিতে তাহাদের অধিক অভ্যাস আছে, এবং ঈদৃশ অভিপ্রায় দ্বয়ের একটীকে সিদ্ধ করিতে গিয়া তাহাদের কর্ম্মের অমঙ্গল করিয়া থাকে। অনেক স্থলে স্বার্থপরতার বোধ অর্থৎ স্বার্থবিজ্ঞতা দূষিত হয়, যথা মূষিকেরা এত স্বার্থজ্ঞানী যে, তাহারা আপনাদের গৃহ পতিত হইবার অগ্রে উহা নিশ্চয় ত্যাগ করে, শৃগালেরা এত স্বার্থবোদ্ধা যে, তাহারা বাজর নামক পশুর নির্ম্মিতবাসগৃহ অধিকার করিয়া তাহাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই রূপে কুম্ভীরকেও দেখা যায়, উহা কোন ধৃত জীবকে ভক্ষণ করিবার কালে যেন কত স্নেহান্বিত, এমত কপট ভাব প্রকাশার্থে নেত্রে জল মোচন করিয়া থাকে। পরন্তু সিসিরো নামক ব্যক্তি পম্পি নামক ব্যক্তির স্বার্থবিজ্ঞতার বিষয় লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন, যথা "স্বার্থপ্রিয় ব্যক্তিরা অপ্রতিযোগী হয়," এবং তাহারা স্বার্থ সাধনে সর্ব্বক্ষণ ব্যয় করিলে এবং স্বীয় সুবিজ্ঞতাদ্বারা ভাগ্যের পক্ষবদ্ধ করিয়াছে এমত বিবেচনা করিলে, অবশেষে চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা হইতে ভ্রষ্ঠ হইয়া পড়ে।

২৪। নূতন রীতি নীতি স্থাপন।

যেমন সৃষ্ট প্রাণিদের জন্মকালীন গঠন কদর্য্য হইয়া থাকে, তেমনি সময় সংঘটিত নূতন রীতির গঠনও জানিবে, এবং যেমন স্বগোষ্ঠীকে যাহারা স্বীয় মর্য্যাদা পদবীর অধিকারী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তাহাদের উত্তরাধিকারীরা যোগ্যতর হয় না, তেমনি প্রথম স্থাপিত রীতি নীতি উত্তম হইলেও পশ্চাৎ স্থাপিত রীতি নীতি

তদ্রূপ হইতে পারে না, কেননা মনুষ্যের স্বভাব ভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মন্দ বিষয়টী তদ্দিগে গতি শীল হইয়া দৃঢ়রূপে দীর্ঘস্থায়ী হয়, কিন্তু কোন উমত্ত বিষয় বলেতে উত্তেজিত হইয়া প্রথমে গতিশীল হইলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বস্তুতঃ পুরাতন নিয়ম এবং রীতিপরিবর্ত্তনই রোগের প্রতীকারক ঔষধ স্বরূপ, যিনি নূতন প্রতীকার চেষ্টা না করেন, তিনি নূতন অমঙ্গল বিষয় অবশ্য প্রতীক্ষা করিবেন; কারণ সময়ই নূতন২ বিষয়ের মহা পরিবর্ত্তক; সুতরাং সময়ে সমস্ত বিষয় অপকৃষ্টভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহা পরিণাম দর্শন ও মন্ত্রণা দ্বারা উৎকৃষ্টভাবে পরিবর্ত্তন না করিলে শেষ কি হইবে? যে সকল রীতি স্থাপিত হয়, তাহা মন্দ হইলেও তৎসময়ের উপযুক্ত, এবং বহুকাল যোগ্যতাপন্ন থাকাতে সেই রীতি এবং তৎসময় পরস্পরাশ্রিত হয়। কিন্তু নূতন নিয়ম ও ধারা সকল ব্যবহার যোগ্য হইলেও পুরাতনের সঙ্গে উত্তমরূপে সংলগ্ন হইয়া ঐক্য হয় না। এতদ্ভিন্ন তাহা বিদেশী লোকদের ন্যায় বিস্ময়াবহ ও অনুরাগ ভাজন হইয়া গ্রাহ্য হয় না। সময় চিরস্থির হইয়া থাকিলে তাবৎ কথা এক ভাবে চলিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার গতি অতি সত্বর হওয়াতে যেমন পুরাতন নিয়ম দৃঢ়াবলম্বনে তেমনি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনে কলহ উপস্থিত হয়, এবং যাহারা প্রাচীন কালীয় নিয়ম অধিক সমাদর করেন, তাঁহারা নূতন সময়ের নিন্দাভাগী হয়েন, অতএব সময়ের দৃষ্টান্ত ও ভাব অনুসরণ করিয়া লোকেরা যেন জানিতে না পারে, এমত ধীরে২ এবং ক্রমে২ রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বলিতেছি যে, নূতন বিষয় লোকদের উপেক্ষিত হয় এবং তাহাতে কাহার ভাল হয়, কাহারও মন্দ হয়; যাহার ভাল হয় তিনি উহাকে ভাগ্যের ফল বোধ করিয়া সময়ের প্রশংসা করেন, এবং যাহার

মন্দ হয়, তিনি উহাকে অন্যায্য বোধ করিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তক ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করেন। আর রাজ্য মধ্যে নূতন২ বিষয় প্রবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক না হইলে কিম্বা তত্তদ্বিষয়ের কর্ম্মণ্যতা প্রমাণ সিদ্ধ করিয়া না দেখাইলে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বিহিত নহে। সাবধান যেন নূতন নিয়ম স্থাপনের প্রয়োজন হইলেই, পুরাতনের পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করা হয়, এবং উহা স্থাপিত হইবেক এমত অনুমান করিয়া উহার পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা জানান না হয়। অবশেষে কহিতেছি যে, নূতন নিয়ম পরিহার্য্য না হইলেও হঠাৎ প্রবর্ত্তিতব্য না হইয়া সংশয়িতব্য হইবে [অর্থাৎ প্রচলিত হইবে কি না এমত রূপে আলোচ্য হইবে] ধর্ম্মগ্রন্থে বলে, "আমরা প্রাচীন পথে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদের বিষয় বিলোকন করি এবং ঋজু ও যথার্থ পথ আবিষ্ক্রিয়া করিয়া তাহা দিয়া গমন করি।" যিরিমিয় ৬ ; ১৬। (প্রাচীনকাল এমত আদরের যোগ্য যে মনুষ্যেরা সেইকাল দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট উপায় বাহির করে, পরে তাহা আবিষ্কৃত হইলে উন্নতির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।)

২৫। সত্বর ভাব।

সাধনীয় কার্য্য বিষয়ে লোক দর্শয়িতা সত্বর ভাব মহাবিপদ্ জনক হয়। চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন, যে যে দ্রব্য সুপরিপক্ক না হয়, তাহা শরীরকে অজীর্ণ পূর্ণ করে এবং রোগ সমূহের গুণীভূত নিদান হয়, উক্ত প্রকার সত্বর ভাব তাদৃশ। অতএব কোন কার্য্যের সত্বর ভাব অনুমান করিতে হইলে, উহার অপেক্ষনীয় সময় বিবেচনা না করিয়া উহার সাধনীয়াংশ বিবেচনা করিবে। যেমন অশ্বারোহণ যাত্রায় উচ্চ লম্ফ

ও দীর্ঘ২ পাদ বিক্ষেপ দ্বারাই ত্বরিত গমন হয় না, তেমনি কার্য্যের বিষয়েও জানিবে। একেবারে অনেক কর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া এক কার্য্যে নিয়ত সংলগ্ন থাকিলে সত্বর সাধন হয়। কোন২ লোক আপনাকে সত্বর দেখাইবার নিমিত্ত শুদ্ধ সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্যের পরিসমাপ্তি না হইতে২ সত্বর হইয়া শেষ কল্পনা করে। প্রত্যুত অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কার্য্য স্বল্পরূপে সংক্ষিপ্ত করিয়া সুসমাধা করা এক বিষয় এবং কতক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র সমাপ্ত করা অন্য বিষয়। এক কার্য্যের বিষয়ে অনেক বার সভা স্থাপন করিয়া প্রস্তাব করিলে সচরাচর অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামী হইয়া অস্থির মত হইতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ এক জন জ্ঞানী লোকদিগকে কার্য্য সকল সমাপন করণার্থ ত্বরা করিতে সন্দর্শন করিলে কহিতেন "অল্পকাল অপেক্ষা কর তাহাতে আমরা অতি শীঘ্রই শেষ করিব।"

পক্ষান্তরে প্রকৃতসত্বরভাব বহুমূল্য ধন হয়। কেননা যেমন মুদ্রাদ্বারা সামগ্রী সকলের মূল্য নিরূপিত হয় তেমনি সময় দ্বারা কার্য্য সকলের মূল্য নির্ণয় হয়, এবং যে কার্য্যে অধিক সময় ব্যয় হয় তাহার মূল্য বৃদ্ধি হয়। স্পার্টান্ ও স্পানিয়ার্ড লোকেরা সকল বিষয়ে অসত্বর বলিয়া খ্যাতছিল, এই জন্য উক্ত আছে যথা, "স্পেন হইতে আমার মৃত্যু হউক," ইহা বলিলে মৃত্যু হইবার বিলম্ব আছে এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

যাঁহারা কোন কার্য্যের প্রথম পরামর্শ দেন তাঁহাদের বাক্যে মনোযোগ করিও, বরঞ্চ পরামর্শ দিবার প্রথমে তাঁহাদিগকে সঙ্কেত করিও এবং তাঁহাদের বাক্য কথন কালে তাহা ভঙ্গ করিও না; কেননা যিনি অভিপ্রেত ব্যক্ত করিতে প্রতিরোধ প্রাপ্ত হয়েন তিনি একবার পুরঃসারক এবং

একবার পশ্চাৎসারক হইয়া থাকেন, এবং কিং কহিবেন ও করিবেন তাহা স্মরণ করিতেং অতি দীর্ঘ সূত্রী হইয়া পড়েন, কিন্তু স্বাভিমত কার্য্যে বাস্তবিক প্রবৃত্ত থাকিলে তাহার সেইৰূপ ভাব হইতে পারে না। পরন্তু কখনং দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি স্বীয় নিৰূপিত রীতি অনুসারে কোন বিষয়ের বক্তৃতা কালে অসঙ্গত বর্ণনা করিলেও তদ্দ্বারা লোকদের যত বিরক্তি না জন্মে তাহাকে যিনি বক্তৃতা করিতে বাধা দেন এমত মধ্যস্থ ব্যক্তির মধ্যস্থতা দ্বারা ততোধিক বিরক্তি জন্মে। এক বিষয়ের কথা বারম্বার কথিত হইলে সচরাচর সময় নষ্ট হয়। কিন্তু গুরুতর বিষয় যেন বিস্মৃত না হয়, তন্নিমিত্ত উহার পৌনরুক্তি করিলে সময় ফলদায়ক হয়, কেননা তদ্বিষয়ে অনর্থক ভাব সকল মন হইতে অপসারিত হয়। যেমন দীর্ঘ রাজবস্ত্র এবং লম্বায়মান বৃহৎ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অশ্বারোহণ করিলে অশ্বের গতি দ্রুত হয় না, তেমনি সূক্ষ্মং বিভাগ করিয়া কোন বিষয়ের সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে সত্বরভাবের কার্য্য হয় না। কোন বক্তা কোন বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা করিয়া এবং উদাহরণ দিয়া এবং স্বদোষ খণ্ডনোক্তি করিয়া এবং আপনার বিষয়ে অনেক কথা কহিয়া বক্তৃতা দীর্ঘ করিলে অনেক সময় নষ্ট হয়, এই প্রকার করাতে শিষ্টতা প্রকাশিত হইলেও বৃথা দর্প দৃশ্য হয়। তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে লোকদের ইচ্ছার কোন প্রতিবন্ধক থাকিলে বক্তা বর্ণনীয় বিষয়ের ভূমিকা সংক্ষেপে কহিবেন কারণ যেমন উষ্ণজলসেক করিলে পর অঙ্গের অভ্যন্তরে প্রলেপ প্রবেশিত হয়, তেমনি বক্তব্য প্রস্তাবের ভূমিকাদি করিলে তাহা শ্রবণ করিতে শ্রোতার মন উৎসুক হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা এই যে কোন কার্য্যের নিয়ম, বিভাগ, এবং সবিশেষ অংশ করা হইলে সত্বর ভাবের জীবন সঞ্চার হয়, তথাচ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগ কর্ত্তব্য নয়।

কেননা অবিভাজক ব্যক্তি কোন কার্য্যের মধ্যে কখন উত্তম ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না, এবং অতি বিভাজক ব্যক্তি কখন তৎকার্য্য হইতে পরিষ্কার ও শুদ্ধরূপে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারিত করিলেই সময় রক্ষিত হয়, এবং যেমন বায়ুতে আঘাত করিলে কোন ফলোদয় হয় না, তেমনি কোন বিষয় সময় না বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিলে ফল জন্মে না। কার্য্যের তিনটী অংশ আছে, আয়োজন, পরীক্ষণ এবং নিষ্পাদন। তন্মধ্যে সত্বর ভাব প্রতীক্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় হইলে মধ্যম অংশটী অনেক লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিতব্য হউক এবং আদ্য ও অবশিষ্টটী অল্প লোকের করণীয় হউক। কোন কার্য্য বিষয়ের চিন্তার কথা লিখিত হইলে প্রায় সত্বর ভাব সহজেই লভ্য হয়, কারণ সভার মধ্যে কখন২ কোন কার্য্য বিষয়ক লিখিত প্রসঙ্গ তুচ্ছনীয় ও অগ্রাহ্য বোধ হইলেও অনিশ্চিত ও মৌখিক চিন্তার কথা অপেক্ষা তাদৃশ লিখিত প্রসঙ্গ অধিক নিয়ম প্রদর্শক হইতে পারে, যেমন জঞ্জাল সকল অগ্রাহ্য হইলেও অগ্নি দ্বারা ভস্মীকৃত হইয়া ভূমির উর্ব্বরত্ব সম্পাদক হয়, তদ্রূপ ভস্মের ন্যায় তুচ্ছ ও অলিপিবদ্ধ কথোপ-কথন লিপিবদ্ধ হইয়া পঠিত হইলে তাহা হইতে বিস্তর কার্য্যসাধক জ্ঞান লাভ হয়, ধূলি তুল্য অনিশ্চিত চিন্তা দ্বারা উক্ত প্রকার ফল দর্শে না।

২৬। প্রাজ্ঞাভিমানী।

অনেকের মত এই যে ফরাসীলোকদের বিজ্ঞতার আড়ম্বর অপেক্ষা বিজ্ঞতা অধিক, স্পানিয়ার্ড লোকদের বিজ্ঞতা অপে-ক্ষা তদাড়ম্বর অধিক। কিন্তু যেমন সকল জাতির মধ্যে বিজ্ঞ-তার তারতম্য আছে, তেমনি মানুষদের পরস্পরের মধ্যেও

বক্তৃতার তারতম্য আছে। কারণ যেমন ধাৰ্ম্মিকতার বিষয়ে প্রেরিত পৌল কহেন যথা "কেহ২ ধার্ম্মিকতার শক্তি অস্বীকার করিয়া ধার্ম্মিকতার আড়ম্বর করে," (২ তিমথি ৩; ৫) তেমনি বিজ্ঞান ও ক্ষমতার বিষয়েও অনেকে "তুচ্ছনীয় বিষয়কে গুরুতর দেখায়।" এবম্ভূত আড়ম্বরিরা আপনাদের জ্ঞান কৌশল ও বুদ্ধির চতুরতা দেখাইবার জন্য এবং চিত্রকরেরা যে অবয়বাভাসক দর্পণ দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি চিত্রিত করে তাহাদের উক্ত দর্পণের ন্যায় বাহ্যিক ভাবগ্রহণকারী হইলেও গভীর ভাব গ্রহণকারী দেখাইবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা প্রকৃত বিবেকশালী ও বিদ্বানদের নিকট উপহাসাস্পদ ও নিন্দনীয় হয়। কেহ২ এমত স্বভাব গোপক যে আপনাদের কোন বিষয় স্পষ্ট আলোকে দেখাইতে চায় না, কিছু না কিছু সৰ্ব্বদা গোপন করিয়া রাখে, তাহারা আপনাদের মনে জানে যে তাহারা যে তত্ত্বের কথা বলে তাহা উত্তমৰূপে জানে না, তথাপি সেই তত্ত্বের কথা তাহারা উত্তমৰূপে কহিতে পারে না বটে, কিন্তু সেই তত্ত্ব তাহারা জানে এমত ভাব অন্য লোকদিগকে দেখায়। কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের মুখভঙ্গী-ইঙ্গিতাদি লক্ষণ দ্বারা অপরদিগকে জানায় যে তাহারা বড় জ্ঞানী। সিসিরো নামা ব্যক্তি পিসো নামক ব্যক্তির বিষয়ে কহেন যে পিসো তাঁহাকে কোন বিষয়ের উত্তর দিবার কালে আপন কপালের ঊর্দ্ধ দিকে একটী ভ্রূ উন্নত করিয়া অন্য ভ্রূটীকে আপনার চিবুকের দিগে নত করিয়াছিলেন যথা, "তুমি আপন কপালের উপরে একটী ভ্রূ তুলিয়া অন্য ভ্রূটীকে গালের দিগে নত করিয়া প্রত্যুত্তর দিতেছ তোমার এই ক্রূরতা মনোহর নয়।" আর কতক মানুষ সগর্ব্ব বাক্য প্রয়োগ করত কোন বিষয়ে অধ্যবসিতচিত্ত হইয়া তাহা সমর্থন করিবার চিন্তা করে, এবং

যাহা সপ্রমাণ করিতে অপারগ তাহা স্বীকার্য্য বলিয়া থাকে। কোন বিষয় বুদ্ধিশক্তির অগম্য হইলে তাহা অসম্বদ্ধ ও অনধিকার বিষয় বলিয়া উপেক্ষা করাতে তাহারা অজ্ঞ হইলেও বিজ্ঞরূপে প্রতীয়মান হইতে ইচ্ছা করে। কোন২ লোক সকল বিষয়েই তুচ্ছতা বিশেষ দেখাইয়া এবং চাতুর্য্য ভাবে অর্থাৎ ফাঁকি সিদ্ধান্ত দ্বারা মনুষ্যের মনোরঞ্জন করিয়া সার কথা পরিবর্জ্জন করে। ঈদৃশ লোকদের বিষয়ে আলস্জিলিয়স্ নামা ব্যক্তি কহেন যে, "সামান্য কথায় গুরুতর বিষয় পরিহাস কারী ব্যক্তি নির্ব্বোধ।" প্লেটো নামক পণ্ডিত আপন সম্বাদ নামক গ্রন্থের প্রোটাগোরস নামক অধ্যায়ে প্রোডিকস নামক ব্যক্তি যে তাদৃশ উক্ত স্বভাবাপন্ন ইহা উল্লেখ করত ইহাঁকে ঘৃণাস্পদ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং ইহাঁর আদ্যোপান্ত তাবৎ কথার বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ ব্যক্তিরা সচরাচর সর্ব্ব প্রকার তর্ক বিতর্কের সময়ে প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে সুখ বোধ করে, এবং তুরূহাংশের পূর্ব্বানুভব ও তদ্বিষয়ক বিচারে আপত্তি এই উভয়কে গৌরব বিবেচনা করে; কারণ প্রস্তাব সকল অস্বীকার করিলেই সমস্ত বিচারের শেষ হয়। কিন্তু তৎসমুদায় বিচার্য্যভাবে স্বীকার করিলে তাহা নূতন কার্য্যের ন্যায় হইয়া উঠে। [অর্থাৎ তাহারা কোন প্রস্তাবই সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার না করিয়া দীর্ঘ সূত্রিতানুসারে সামান্য২ আপত্তি করে, তাহাতে পুনর্ব্বার তৎসমুদায় প্রস্তাব আপনাদের স্বীকৃত প্রায় হইলেও বিপক্ষ দ্বারা অপ্রতিপন্ন হইলে তাহা নূতন ব্যাপারের তুল্য আদ্যোপান্ত পরীক্ষণীয় হইয়া থাকে।] এমত চাতুর্য্য জ্ঞানে কার্য্য সিদ্ধ না হইয়া ধ্বংস হইয়া থাকে।

পরিশেষে বলিতেছি, এই মিথ্যা জ্ঞানাভিমানী লোকেরা

আপনাদিগকে দক্ষ ও জ্ঞানী জানাইতে যত ছলনা করে, অন্য কেহ তত ছলনা করে না। যে বণিক ক্ষীণ ধন হইতেছে ও যে ভিক্ষুক অপর লোকদিগের দৃষ্টিতে ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত না হইলেও বাস্তবিক ভিক্ষুক হইতেছে, ইহারা লোকদের সাক্ষাতে আপনাদিগকে ধনা জানাইবার জন্য উক্ত জ্ঞানী-দের ন্যায় ছলনা করিতে পারে না। ভাক্তজ্ঞানীরা কৌশল-পূর্ব্বক সুখ্যাতি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু এমত লোক-দিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করণার্থে মনোনীত করা না হউক ; কারণ জ্ঞানীবৎ ভাব প্রকাশী ও ভাক্তবিজ্ঞ লোক অপেক্ষা বরং স্বল্প জ্ঞানী লোক কার্য্যের উপযুক্ত ইহাতে সন্দেহ নাই।

২৭। বন্ধুত্ব।

'যিনি নির্জনবাসী হইতে সন্তুষ্ট তিনি একটী বন্য পশু স্বরূপ কিম্বা ঈশ্বররূপী হইবেন,' এই বাক্যটী যাদৃশ স্বল্প পদে সত্যাসত্য সূচক হইতেছে, এতাদৃশ স্বল্পপদে সত্যাসত্য বিষয় ব্যক্ত করা কঠিন, কারণ কোন ব্যক্তি নৈসর্গিক ভাবে ও গুপ্তরূপে মনুষ্য সমাজের প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি করিয়া নিঃসঙ্গ হইলে অরণ্যস্থ পশুবৎ হয়েন—এই কথা সত্য ; আর কেহ নির্জনে বাস করিতে আমোদ করিলে সেই আমোদ জন্য ঐশিক স্বভাব প্রাপ্ত না হইয়া ঈশ্বরের সহিত আলাপ করণার্থে আপনাকে সংসর্গ রহিত উদাসীন এবং সমস্ত বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিলে তাদৃশ পার্থক্যজনিত ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন হয়েন অর্থাৎ তাদৃশ মনুষ্য ঈশ্বর তুল্য হয়েন, এই কথা অসত্য। দেবপূজকদের মধ্যে এতাদৃশ ব্যক্তির ন্যায় কতক মানুষকে ঈশ্বর কল্পনা করা হইয়াছিল, যথা কাণ্ডিয়ান এপিমিনাইডিস্, রোমীয়নুমা, সিসিলিয়ান্ এম্পিডক্লিস্ টায়না-

নিবাসী আপোল্লোনিয়স্, প্রাচীন সন্ন্যাসী দল এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দের ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ। কিন্তু নির্জন বাসের তাৎপর্য্য কি তৎপ্রতি লোকেরা দৃষ্টি করেন না, কেননা সংসর্গ না রাখিলে, জনতাকে সঙ্গিদল বলা যায় না, আর বদন নীরব রাখিলে তাহা কেবল চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় এবং বাক্য প্রেমশূন্য হইলে শব্দকারী করতালের ন্যায় হইয়া উঠে, ইহার একটী তুল্যাকল্প বচন এই যে, "মহানগরী অরণ্যানী হয়," যে হেতু মহানগরেতেও বন্ধু সংগ্রহ হয় না, অর্থাৎ ক্ষুদ্র পল্লীতে যাদৃশ বন্ধু লাভ হয়, নগরেতে তাদৃশ মিত্র সংগ্রহ হয় না। অধিকন্তু বলা যাইতেছে যে সত্যবন্ধুর অসদ্ভাবই সম্পূর্ণ দুঃখজনক নির্জনবাস। প্রকৃত বন্ধু না থাকিলে সংসারকেও বন বোধ হয়। নির্জ্জন বাসের এপ্রকার তাৎপর্য্য লক্ষিত হওয়াতে এইরূপ কথাও বলিতে পারা যায় যে, যিনি শারীরিক গঠন ও মানসিক স্নেহাদি দ্বারা বন্ধুত্ব লাভের অযোগ্য তিনি পাশবিক স্বভাব, মানবিক স্বাভাব হয়েন না।

বন্ধুত্বের প্রধান ফলই দুঃখোপশম এবং রিপুপ্রবর্ত্তিত মানসিককষ্টদায়কভারমোচন। যেমন দৈহিক রসাদির গতিরোধজন্য পীড়া শরীরের পক্ষে হানিকর হয়, তেমনি মানসিক ভার নিক্ষেপ না করিলে মনেরও কষ্ট হয়। যেমন যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, মস্তিষ্ক পরিশুদ্ধ রাখিবার জন্য ক্রমান্বয়ে ব্যবহার্য্য সার্সাপরিল্লা, লৌহচূর্ণ, গন্ধকসার, বিবরের তৈল উপযুক্ত হয়, তেমনি সত্যবন্ধুই মন ও অন্তঃকরণ পরিষ্কার করিয়াদেন, তাঁহার নিকটে শোক, আনন্দ, ভয়, ভরসা, সংশয়, পরামর্শের কথা এবং অন্তঃকরণের সমুদায় দুঃখজনক ভাব ব্যক্ত করিতে পারা যায়। অন্য একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে অত্যুচ্চ রাজারা, বন্ধুত্বের এত ফলপ্রয়াসী যে তাঁহারা অনেকবার স্বীয় বিপদ ও মহত্ত্ব হানি হইলেও বন্ধুত্ব রক্ষা

করেন, কারণ ইঁহাদের অসমান সৌভাগ্যশালী প্রজাবর্গ এবং সেবকগণ বন্ধুত্ব পদে বৃত হইলে বন্ধুত্বের ফল গ্রহণ করিতে পারেন না, এই জন্য কতক লোককে সঙ্গী ও আপনাদের সমকক্ষ করিয়া উন্নত করেন, তাহাতে অনেকবার তাঁহাদের অসুবিধা ও ক্লেশ ঘটে। রাজানুগ্রহে ও রাজপ্রসাদাৎ মৈত্রী-কৃত লোকদিগকে আধুনিক ভাষায় অন্তরঙ্গবন্ধু কিম্বা প্রিয়পাত্র সখা বলা হয়। কিন্তু তাহারা "উদ্বেগাদির সহভাগী" এই রোমীয় নামটী যথার্থতঃ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, কারণ উক্ত নাম বন্ধুত্ববন্ধন রূপে ব্যাখ্যাত হয়। এতাদৃশ বন্ধুত্ব দুর্ব্বল ও রিপুপরতন্ত্র রাজারা শুদ্ধ পালন করেন নাই, প্রত্যুত জ্ঞানীতম ও অতি কৌশলজ্ঞ অধিপতিরাও উহা রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং কতিপয় মনোনীত দাসদিগকে সহচর করিয়া তাহাদিগকে বন্ধু নাম দিয়াছিলেন এবং চলিত বন্ধুশব্দ দ্বারা আহ্বান করিতে অপর লোকদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছিলনে।

লুসিয়স সীল্লা রোমাধিরাজ হইলে পর পম্পী নামক ব্যক্তিকে "মাগনস্" অর্থাৎ মহান্ এই উপাধি দেন, তাহাতে পম্পী আপনাকে সীল্লা হইতে বড় জ্ঞান করিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন, কারণ সীল্লার ইচ্ছার বিপরীতে পম্পী আপনার একজন রোমীয় প্রধান রাজকর্ম্মচারী বন্ধুর পদের কর্ম্ম করাতে সীল্লা রুষ্ট হইয়া সগর্ব্ব বাক্য প্রয়োগ করিতে উপক্রম করিলে পর, পম্পী তিরস্কার ভাবে তাহাকে নীরব থাকিতে আদেশ করেন, কারণ তিনি বলিতেন অনেকে সূর্য্যের অস্ত উপাসনা না করিয়া তাহার উদয় উপাসনা করে।

জুলিয়স সিসর আপনার ভাগিনেয়ের নামের পশ্চাৎ ডিসিমস ব্রুটসের নামে স্বীয় বিষয়সম্পত্তির দানপত্র করিয়া ছিলেন, ইহা বলিয়া ডিসিমস ব্রুটসেরও স্পর্দ্ধা

হয় এবং তাহাতে তিনি জুলিয়স সিসরকে মৃত্যু হস্তে সমর্পণ করেন। কারণ সিসরের বিষয়ে কলফর্ণিয়া রাণী কুস্বপ্ন দর্শন করাতে সিসর রাজা রাজকর্ম্ম সম্পাদক সভাভঙ্গ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তৎপ্রিয় ডিসিমস ব্রুটস্ তাহাকে কহিয়াছিলেন যে রাণী যাবৎ সুস্বপ্ন না দেখেন তাবৎ তিনি এ সভা উঠাইবেন না, একথা বলিয়া সিসরকে তদীয় আসন হইতে নম্রভাবে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং ডিসিমস ব্রুটস যে তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র ছিল ও সিসরকে বশীভূত করিয়াছিল সেই জন্য সিসিরো নামক জ্ঞানীর ফিলিপিকস্ নামক গ্রন্থের কোন পত্রে আণ্টোনিয়নামা ব্যক্তি ব্রুটসকে "ডাইন" কহিয়াছেন। আগস্তস নামক রাজা নীচ বংশজ আগ্রিপ্পকে এত বড় করিয়াছিলেন যে, তিনি আপনার জুলিয়া নাম্নী কন্যার বিবাহের বিষয়ে মিসিনাসের সঙ্গে পরামর্শ করিবার কালে মিসিনাস তাঁহাকে অনায়াসে কহিয়াছিলেন যে, তিনি হয় আগ্রিপ্পের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন না হয় তাঁহার জীবন লইবেন। টিবিরিয়স্ সিসর সিজানসকে এত উচ্চ করেন যে এই উভয়কে পরম সুহৃৎ যুগল বলিয়া বিবেচনা হইত। টিবিরিয়স তাহাকে এক পত্র লেখেন যে, "আমাদের পরস্পর বন্ধুত্ব থাকা প্রযুক্ত আমি কোন কথা গোপন করি নাই।" এই উভয়ের মহা সৌহার্দ্দ্য ছিল বলিয়া রাজকর্ম্মসম্পাদক সভা তাঁহাদের বন্ধুত্বকে একটী দেবী কল্পনা করিয়া তদুদ্দেশে একটী বেদি প্রতিষ্ঠা করেন।

সেপ্‌টিমিয়স সিভীরস্ এবং প্লাটিয়ানসের পরস্পর তাদৃশ কিম্বা তদধিক বন্ধুত্ব ছিল, কারণ সিভীরস স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্লাটিয়ানসের কন্যার সহিত বিবাহ করিতে বল দ্বারা প্রবর্ত্তিত করেন, এবং প্লাটিয়ানস্ তাঁহার পুত্রের অপমান করিলেও তাঁহাকে কিছু বলিতেন না, এবং তিনি আরও

রাজকর্ম্মসম্পাদক সভার নিকট এক পত্রে ইহা লিখিয়াছিলেন যে, "আমি প্লাটিয়ানসকে এত প্রেম করি যে তিনি আমা অপেক্ষা অধিক দীর্ঘজীবী হয়েন, এই আমার ইচ্ছা।"

এই সকল রাজারা ট্রেজান কিম্বা মার্কস্ এউরিলিয়সের তুল্য হইলে লোকেরা এমত বোধ করিতেন যে, উহাদের বন্ধুত্ব সম্পূর্ণ সৎভাবজনিত হইয়াছিল। ফলতঃ উহারা অতিশয় জ্ঞানী সুদৃঢ়মনস্ক এবং স্বার্থপ্রিয় হওয়াতেও স্পষ্ট দেখা যায় যে মর্ত্ত্যজীবনে যতোধিক সুখ জন্মিবার সম্ভাবনা বন্ধুত্ব না থাকিলে তাহা অৰ্দ্ধেক মাত্র বোধ হইত, এবং স্ত্রী, পুত্র ভাগিনেয় থাকাতেও তাহাদের দ্বারা বন্ধুত্ব জনিত সুখ সম্পাদিত হইতে পারে নাই। ইহাও স্মরণীয় হইতেছে যে কমিনিয়স নামা ব্যক্তি ডিউক চার্লস হার্ডি নামক স্বীয় প্রথম প্রভুর বিষয় জ্ঞাত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রভু গুপ্ত কথা বিশেষরূপে গোপন করাতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত তথাপি তিনি কাহাকেও কিছু কহিতেন না। আরও শেষে তাঁহার গোপ্তৃত্বভাব দ্বারা মানসিক বিকার এবং বুদ্ধি নাশ হয়। কমিনিয়স আপনার একাদশ লুইস নামক দ্বিতীয় প্রভুর বিষয়েও তদ্রূপ বিবেচনা করিয়া বলিলে বলিতে পারিতেন যে, তাঁহার গোপ্তৃত্বভাব তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছিল। পিথাগোরসের এই উপমা কথাটী অস্পষ্ট হইলেও সত্য বোধ হয় যে, "অন্তঃকরণকে ভক্ষণ করিও না।" এই বাক্যকে কেহ কটু কহেন কহুন, ফলতঃ মনের কথা প্রকাশ করিতে যাহাদের সখা নাই; তাহারা স্বহৃদয় ভোক্তা সন্দেহ নাই। পরন্তু বন্ধুত্বের এই একটী প্রধান অদ্ভুত ফল রহিয়াছে, যে বন্ধুর নিকট কেহ স্বীয় মনের কথা প্রকাশ করিলে তৎপ্রকাশ জন্য দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ উপকারক ফল দৃষ্ট হয়, আনন্দের কথা ব্যক্ত করিলে দ্বিগুণ আনন্দ লাভ হয়, এবং শোকের কথা

প্রাকশ করিলে অর্দ্ধেক শোক নষ্ট হয়, কারণ বন্ধুকে স্বীয় আনন্দ প্রদান করিয়া অধিক আনন্দের ভাগী না হয়, এমত কেহই নাই, এবং বন্ধুকে শোক প্রদান করিয়া শোকের অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত না হয়, এমত কেহই নাই। রসায়ন বিদ্যাবিৎ জনেরা কহেন এক প্রকার প্রস্তরের ঈদৃশ বিশেষ গুণ আছে যে মানবীয় শরীরে তাহা বিপরীত কার্য্য করে বস্তুতঃ তদ্দ্বারা দেহের উপকার হয়? বন্ধুর নিকট মনের কথা ব্যক্ত করিলে তদ্রূপ উপকার হয়। রসায়নজ্ঞদের ঈদৃশ উপমা পরিহার করিলেও প্রকৃতির চিরপ্রচলিত নিয়মের মধ্য হইতে একটী উপমা গ্রহণ করিতেছি যথা; যাদৃশ শরীরাভ্যন্তরস্থ শিরাদি পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া দৈহিক কার্য্য সম্পাদন করিতে২ পরস্পরের বেগগতি উপমর্দ্দন করে তাদৃশ বন্ধুর নিকট মানসিক বিপরীত ভাব প্রকাশিত হইলে তাঁহা দ্বারা তাহা সমানীকৃত হইয়া থাকে। বন্ধুত্বের প্রথম ফল যেমন উদ্বেগাদির স্বচ্ছন্দকারক তেমনি দ্বিতীয় ফল বুদ্ধির উপকারক, যেমন বন্ধুতা বিষাদরূপ ঝটিকা উত্তীর্ণ করাইয়া মনকে শান্তিরূপ সুদিন দেয় তেমনি মুগ্ধতারূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া বুদ্ধির জ্ঞানালোক প্রকাশ করে। এবম্ভূত ফল বন্ধুর শুদ্ধ সৎপরামর্শ হইতে হয় এমত নহে, কেননা বিবিধ চিন্তাকুল ব্যক্তির বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি বন্ধু হইতে সৎপরামর্শ পাইবার পূর্ব্বেই শুদ্ধ বিবেচনীয় বিষয়ের প্রস্তাব করিতে২ পরিশুদ্ধ হয়। তাহার ভাবনাসমূহ সরলভাবে আন্দোলিত হইতে২ নিয়মিত হয়, এবং বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হইতে হইতেই তিনি তৎসমুদায়ের স্বরূপ বিবেচনা করেন। তিনি এক দিবস ধ্যান করিয়া যে বিষয়ের যতজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন প্রসঙ্গোত্থাপন দ্বারা এক ঘটিকার মধ্যে তদ্বিষয়ের ততোধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। পারস্য দেশের

রাজাকে থেমিস্‌টক্লিস কহিয়াছিলেন। যথা "বাক্যই চিত্রিত পট প্রদর্শনের ন্যায় হয়।" কারণ চিন্তা সকল জড়িত পটের ন্যায় মনে বদ্ধ থাকে, কিন্তু বাক্য তাহাদের নানারূপ প্রদর্শক হয়। পরামর্শদানে সমর্থ বুদ্ধিবিশিষ্ট বন্ধুগণই সর্ব্বোত্তম সন্দেহ নাই। প্রত্যুত্ত শুদ্ধ ইহাদের হইতেই যে বন্ধুতার দ্বিতীয় ফল অর্থাৎ বুদ্ধির পরিষ্কার ভাব উদয় হয় এমত নহে, কেননা কোন২ ব্যক্তি আপনাপনিই শিক্ষা করেন, ও স্বীয় চিন্তা ও ভাবনা স্পষ্ট অনুভব করেন, এবং ছেদনাশক্তপ্রস্তরবৎ বন্ধুর নিকট স্বীয় প্রসঙ্গ কথন রূপ ঘর্ষণদ্বারা নিজ বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেন। সংক্ষেপতঃ কহিতেছি যে আপনার ভাবনা গোপন করিয়া রাখা অপেক্ষা একটী জড়মূর্ত্তিচিত্রেরও সম্মুখে প্রকাশ করা ভাল।

বন্ধুত্বের দ্বিতীয়ফলপ্রতিপোষক বাক্য এই যে বন্ধুর সৎপরামর্শ ইহা আপামর সাধারণ সকলেই জানেন, হিরাক্লিটস্‌ কহেন যে "নির্ম্মল দীপ্তিই সতত উৎকৃষ্ট" অপর হইতে যে সৎপরামর্শ গৃহীত হয়, তাহাই নির্ম্মলতর দীপ্তি, কারণ কোন মনুষ্যের স্বীয় বুদ্ধি ও বিবেচনার পরামর্শরূপ নির্ম্মল দীপ্তিও স্বীয় ব্যবহার এবং অনুরাগাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া মলিন হইয়া থাকে। বন্ধুর প্রদত্ত মন্ত্রণা ও স্বপ্রতিপ্রদত্তমন্ত্রণার মধ্যে যাদৃশ অধিক প্রভেদ দৃষ্ট হয়, বন্ধুর মন্ত্রণা ও স্বার্থশ্লাঘী ব্যক্তির মন্ত্রণার মধ্যে তাদৃশ প্রভেদ রহিয়াছে; কারণ কেহ যত আপন গৌরব করিতে পারে অন্যে তাহার তত গৌরব করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর পরামর্শই স্বার্থপ্রশংসার প্রতিকার হয়। পরামর্শ দ্বিবিধ। একটী ব্যবহার সম্পর্কীয় অন্যটী ব্যাপার সম্পর্কীয়। প্রথমটীর বিষয়ে বক্তব্য এই যে বন্ধুর সদুপদেশ দ্বারা মনের অত্যুত্তম স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। কেহ নিজ ব্যবহা-

রের বিষয় পরীক্ষা করিলে তাহা তাহার পক্ষে অতি কটু ও ক্ষয়কারী ঔষধের ন্যায় হয়। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও কখনং ফলোপধায়ক হয় না। আমরা যে দোষে দোষী অন্য লোকে সেই দোষে দোষী থাকিলে তাহা পরীক্ষা করা কখনং আপনাদের পক্ষে অন্যায় হয়। কিন্তু বন্ধুর পরামর্শই সুসেবিতব্য ও সদ্গুণ বিশিষ্ট মহৌষধি। বন্ধুর উপদেশাভাবে অনেকেরই বিশেষতঃ মহৎ লোকদিগের মহাভ্রম ও অযৌক্তিকতা চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং তাহাতে তাঁহাদের যশ এবং সৌভাগ্যের হানি হয়। এই বিষয়ে সাধু যাকুব কহেন, "লোকেরা কখনং দর্পণে আপনাদের আকৃতি ও মুখ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বিস্মৃত হয়। যাকুব ১,২৩।" অর্থাৎ লোকেরা আপনাদের দোষ জানিয়াও তদ্বিষয়ে মনোযোগ করে না।

ব্যাপার সম্পর্কীয় পরামর্শের কথা কহিতেছি কোন ব্যক্তি এমত বোধ করিতে পারে যে এক চক্ষুতে যাহা দর্শন হয় দুই চক্ষুতেও তাহাই দর্শন হয়, অধিক দর্শন হয় না, এবং পাশক্রীড়া দর্শক লোক অপেক্ষা পাশক্রীড়াকারী লোক অধিক দর্শন করে, এবং কোন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি আপনাকে ক্রোধী জানিয়া, বর্ণমালা পুনঃ২ উচ্চারণ করিয়া আপন ক্রোধ নিবারণ করিতে পারে, যেমন বাহুর উপর বন্দুক রাখিয়া গোলী নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তেমনি তাহা অন্য স্থানে রাখিয়াও তদ্রূপ করিতে পারা যায়, এই রূপে নির্ব্বোধ লোকেরা আপনাদিগকে সকল বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান করে। কিন্তু কার্য্যের সহজোপায়নিরূপক বান্ধবিক পরামর্শে তাবৎ ব্যাপার সুনিষ্পন্ন হয়। কেহ পরামর্শ প্রার্থী হইয়া পৃথক্ পরামর্শ গ্রাহী হইলে অর্থাৎ এক জনের নিকট এক বিষয়ের পরামর্শ এবং অন্য জনের নিকট অন্য বিষয়ের পরামর্শ গ্রহণ

করিলে দ্বিবিধ বিপদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। কাহাকেও কখন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করা অপেক্ষা বরং তাহা না করাই ভাল। কারণ প্রথমতঃ, তিনি সৎপরামর্শ পাইবেন না, কেননা যিনি সম্পূর্ণ বন্ধু নহেন, এমত লোকের দত্ত পরামর্শ প্রায় তাহার কোন না কোন অভিসন্ধি তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে বিপদ এবং তৎপ্রতীকার এই উভয় জড়িত রহিয়াছে, এমত পরামর্শ সদর্থসূচকবোধ হইলেও কেহ২ তাহা প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তদ্দ্বারা ক্ষতি ও বিপদ জন্মে। যেমন কোন বৈদ্যকে কোন রোগীর উত্তম স্বাস্থ্যকারী বিবেচনায় আহ্বান করা হইলে ঐ বৈদ্য তাহার শারীরিক স্বভাব পরিচিত না থাকাতে কোন প্রকারে উপস্থিত রোগ উপশম করিলেও প্রকারান্তরে তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, অর্থাৎ "রোগ নাশিতে রোগী নাশে।"

বন্ধু ব্যক্তির সতর্ক হওয়া উচিত, যেন তিনি অপরের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত থাকিয়া তাহার একটী উপস্থিত ব্যাপারে সাহায্য করিতে গিয়া অন্য একটী অসুবিধায় তাহাকে নিক্ষেপ না করেন। অতএব অব্যবস্থিত পরামর্শে বিশ্বাস করা বিধেয় নয়। কেননা তাদৃশ পরামর্শ দাতারা কোন ব্যাপারের যথার্থ পথ দর্শাইতে এবং নির্ণয় করিতে না পারিয়া বরং কুপথে লইয়া গিয়া ব্যতি ব্যস্ত করে।

শ্রেষ্ঠ ফল কথিত হইল, অর্থাৎ উদ্বেগাদির শান্তি এবং বুদ্ধির স্বচ্ছন্দতা। অবশিষ্ট ফলের কথা কহিতেছি যে, এই ফল বহুল দানাযুক্ত দাড়িম্ব ফলের ন্যায় হয় অর্থাৎ তাবৎকার্য্যে ও সকল সময়েই আনুকূল্যকারক হইয়া থাকে। বন্ধুত্বের ফল কতদূর প্রয়োজন, ইহা বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে যে২ ব্যাপার কেহ স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে পারেনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়, তাহা হইলে একটী প্রাচীন গাথা স্মরণীয়

হয়, যথা, “বন্ধু আর একটি স্বয়ং” বন্ধুকে স্বয়ং বলা অপেক্ষা বরং “বন্ধু স্বয়ং অপেক্ষাও অধিক” এমন বলা বিধেয় কিন্তু অনেককে দেখা যায় যে তাহাদিগের অন্তঃকরণে কোন২ বিষয়ের নিতান্ত বাসনা থাকিলেও অর্থাৎ আপনাদের সন্তান সন্ততির সংস্থান করার ও কোন কর্ম্মের সমাপ্তি করার ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে ও বন্ধুর অভাবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া কাল উপস্থিত হইলেই মরে। কাহার যথার্থ বন্ধু থাকিলে সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে তাহার মৃত্যুর পরেও সেই সকল বিষয় সম্পাদিত হইবে, তাহাতে দেখা যায় তাহার বাসনার মধ্যে দুইটী জীবন রহিয়াছে। জীবিত মনুষ্যের শরীর এক স্থানে বদ্ধ থাকে, কিন্তু যে স্থানে বন্ধুত্ব ভাব রহিয়াছে সেই স্থানে তাহার তাবৎ কর্ম্মেরই প্রতিনিধি রহিয়াছে, কারণ সে ব্যক্তি বন্ধু দ্বারা স্বীয় কার্য্যগুলি সমাধান করিতে পারে। কোন২ ব্যক্তি নিজে কোন কর্ম্ম করিলে বা নিজ মুখে কোন কথা বলিলে তাহাদের পক্ষে ভাল দেখায় না কোন মনুষ্য সুশীল হইলে নিজের গুণ প্রশংসা করা দূরে থাকুক প্রকাশ করিতেও পারে না, কোন লোক কখন২ বিনীতভাবে প্রার্থনা ও ভিক্ষা করিতে পারে না ইত্যাদি। এই সকল বিষয় স্বয়ং প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু বন্ধুর মুখে ব্যক্ত হইলে শোভা পায়। এই রূপ আরও মনুষ্যদের অনেক২ উপযুক্ত অপরিত্যজনীয় সম্বন্ধ আছে যথা, পুত্রের প্রতি পিতা স্নেহ ভাবে, স্ত্রীর সহিত স্বামী প্রেমভাবে, শত্রুর সহিত নিয়মানুসারে কথা কথিত, না হইলে চলে না, কিন্তু বন্ধু দ্বারা ঐরূপ বিবেচনা না করিয়া কর্ম্মের প্রয়োজনানুসারে কথা ব্যক্ত করা হইতে পারে। এই সকল বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে শেষ হয় না; স্বকার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিবার অযোগ্যতা স্থলের বিধি দর্শাইয়াছি; অতএব বন্ধু না থাকিলে সংসার যাত্রা পরিত্যাগ করাই ভাল।

২৮। ব্যয়।

ধন ব্যয়ের নিমিত্ত, ব্যয় সম্ভ্রম ও সৎক্রিয়ার নিমিত্ত হইয়া থাকে। অতএব ক্রিয়ার মাহাত্ম্য বুঝিয়া অসাধারণ ব্যয়ের সীমা করা কর্ত্তব্য; কেননা স্বদেশীয়দের উপকার ও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্ব-স্বান্ত হওয়াও অবিধেয় নয়। কিন্তু নিজের অবস্থানুসারে ও সাধ্যমতে এবং দাসদের বঞ্চনা ও অসদ্ব্যবহারের বশ না হইয়া যাহাতে লোকদের অনুমানাপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় অল্প হয়, এমন আড়ম্বরী নিয়মানুসারে সাধারণ ব্যয় করা উচিত। বস্তুতঃ কেহ মুক্ত হস্ত না হইতে চাহিলে আয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় করিবে, আর ধনবান হইতে চিন্তা করিলে আয়ের তৃতীয়াংশ ব্যয় করিবে। আপনাদের ব্যবস্থা বিষয়ে দৃষ্টি করিতে অবনত হইলে মহল্লোকের মহত্ত্ব হানি হয় না, কোন২ লোক শুদ্ধ অমনোযোগ না করিয়া বরং সম্পত্তির হ্রাস হইয়াছে দেখিলে তাহাদিগকে বিষাদ সাগরে মগ্ন হইতে হইবে এমত সন্দেহ করিয়া বিষয় অবলোকন করেন না; কিন্তু পরীক্ষা না করিলে ক্ষত সুস্থ হইতে পারে না। যিনি কখনই আপনার ধন- সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, তিনি নিয়োজিতব্য লোকদিগকে মনোনীত করিয়া স্বকার্য্যে নিয়োগ করিবেন এবং বারম্বার তাহাদের পরিবর্ত্তন করিবেন; কারণ নূতন২ নিযুক্ত লোকেরা অধিক সভয় ও অল্প প্রবঞ্চক হয়। যিনি কখন২ আপনার বিষয়সম্পত্তি দেখেন, তাঁহার ব্যয়ের সীমা নির্দ্ধারিত করা উচিত। যিনি প্রয়োজনবশতঃ কোন বিষয়ে যথেষ্ট ব্যয়কারী হন, তিনি অন্য বিষয়ে পুনশ্চ মিতব্যয়ী হইবেন; তিনি আহারের বিষয়ে প্রচুর ব্যয়ী হইলে বেশভূষা বিষয়ে অল্পব্যয়ী হইবেন। তিনি আপন বাটীর নিমিত্তে অধিক ব্যয়ী হইলে অশ্বশালার নিমিত্ত অল্প ব্যয় করিবেন

ইত্যাদি। সর্ব্বপ্রকার বিষয়ে যথেষ্ট ব্যয়ী হইলে সর্ব্বস্বান্তাবস্থা হইতে রক্ষা পাইবেন না। আপনার বিষয় ঋণ মুক্ত করিতে হইলে অতি বিলম্বে বা অতি শীঘ্র তাহা করিবেন না, করিলে আপনার হানি হইবে, কারণ বিষয় ঝটিতি বিক্রীত হইলে যেমন ক্ষতি; বিলম্বে তেমনি অধিক সুদ দিতে হয়। প্রত্যুত যিনি একেবারে ঋণ পরিশোধ করেন তাঁহার দুর্গতি হয়, কারণ তিনি একবার ঋণরূপ কষ্ট হইতে মুক্ত হইলেও পুনর্ব্বার সেই রূপ ঋণ করেন। কিন্তু ক্রমশঃ ঋণ শোধ করিলে পরিমিততা অভ্যাস করা হয় এবং স্বীয় মন ও সম্পত্তি উভয়েরই উন্নতি হয়। যিনি নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবেন তিনি ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তু তুচ্ছ করিবেন না। এবং সামান্য বিষয়ে লাভ না করিয়া বরং সামান্য বিষয়ে ব্যয় স্বল্প করিলে অধিক হানি হয় না। যে ব্যয় আরম্ভ করিলে ক্রমাগত চলিবে তাহা সতর্ক হইয়া আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যে সকল বিষয়ে এক বার ব্যয় করিলে পুনরায় ব্যয় করিতে না হয়, এমত বিষয়ে ব্যয়ের আড়ম্বর করা দূষ্য নয়।

২৯। রাজ্যের ও অধিকারের যথার্থ মহত্ত্ব।

এথেনিয়ান থেমিস্টোক্লিশের কথিত একটী বাক্য স্বপ্রতি প্রয়োজিত হওয়াতে অহঙ্কারী ও গর্ব্বযুক্ত বোধ হয়, কিন্তু তাহা অন্যের প্রতি প্রয়োজিত হইলে আশঙ্কারহিত ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি ও মত বোধ হইত। তিনি কোন ভোজে বীণাবাদন করিতে প্রার্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে "তিনি বীণা বাজাইতে পারেন না, কিন্তু ক্ষুদ্র নগরকে বৃহতী নগরী করিতে পারেন।" এই বাক্য ঈষদ্রূপক হইলেও রাজ্যের কর্ম্মচারীদের দ্বিবিধ ক্ষমতা ব্যক্ত করে, কারণ মন্ত্রী ও রাজ্যাধ্যক্ষদের বিষয়

প্রকৃত বিবেচনা করিলে এমন লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা রাজ্যকে বড় করিতে সমর্থ হইলেও বীণা বাদক হইতে পারে না; পক্ষান্তরে অনেককে দেখা যায় যে তাহারা কৌশল ভাবে বীণা বাজাইতে পারিলেও স্বল্প রাজ্যকে বৃহৎ করিবার ক্ষমতা দূরে থাকুক বরং তদ্বৈপরিত্যে তাহারা মহৎ ও উন্নত রাজ্যকে ধ্বংস ও ক্ষয় করিতে সক্ষম হয়। ফলতঃ যে কুটিল বিদ্যা ও কুকৌশল দ্বারা কোন কোন মন্ত্রী ও শাসনকর্ত্তা স্বং প্রভুদের লব্ধ প্রসাদ ও নীচদের সমাদৃত হইয়া থাকেন তাহা বীণাবাদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে; কেননা তাহা তাহাদিগের রাজ্যের মঙ্গল ও উন্নত্যবস্থার সহকারী না হইয়া বরঞ্চ স্বল্প কাল মনো-হারক ও আত্মতোষক মাত্র হইয়া থাকে। অধিকন্তু কোন কোন মন্ত্রী ও শাস্তা প্রভূতরূপে রাজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে এবং আগত অসুবিধা ও বিপদ হইতে উহা রক্ষা করিতে পারগ হইলেও বলে, ঐশ্বর্য্যে ও দৈবপ্রসাদে রাজ্যের উন্নতি ও বৃদ্ধি করিতে অশক্ত হয়। কিন্তু কার্য্য-কারক যেমন হউক কার্য্যের বিষয় অর্থাৎ রাজ্যের ও অধিকারের যথার্থ মহত্ত্ব এবং তৎসাধন বিষয় কহিতেছি; মহৎ ও বিক্রমশালী রাজা-দিগের এ বিষয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত, তাহা করিলে তাঁহারা আপনাদের সৈন্যসামন্তদিগকে অতিরিক্ত পরিমাণ বোধ করিয়া অকৃতার্থোদ্যম হওত আপনাদের ক্ষতি করিবেন না, পক্ষান্তরে তাঁহারা তাহাদিগকে ন্যূনশক্তি কল্পনা করিয়া ভয়াবহ কু-মন্ত্রনা শুনিবেন না। মাপের দ্বারা অধিকারের বিস্তৃতি ও দেশের মহত্ত্ব, হিসাবের দ্বারা রাজ্যের আয় ও সম্পত্তির মহত্ত্ব, গণনার দ্বারা লোক সংখ্যা এবং তালিকা ও মানচিত্র দ্বারা নগর ও মহানগরী সমূহের সংখ্যা ও বৃহত্ত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে; পরন্তু রাজ্যের সৈন্যবলবিষয়ক ঠিক অনুমান ও যথার্থ

বিবেচনা করা অপেক্ষা রাজকীয় ব্যাপারে অধিকতর প্রমাদকর বিষয় আর কিছুই নাই। খ্রীষ্টের জাগতিক মণ্ডলীরূপ স্বর্গ রাজ্য কোন বড় শস্য কিম্বা গুবাকুর সহিত তুল্যীকৃত না হইয়া বর্দ্ধন ও ব্যাপনশীল শক্তি ও গুণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম সর্ষপ বীজের দ্বারা উপমিত হইয়াছে। অনেক রাজ্য বৃহৎ প্রদেশ হইলেও তাদৃশ বর্দ্ধিষ্ণু ও বল বিশিষ্ট হয় না, তথাপি কতিপয় রাজ্যের বল, বৃন্ত স্বরূপ, স্বল্প পরিসর হইলেও বৃহৎ রাজ্যের ভিত্তি স্বরূপ হইতে পারে। বিক্রান্ত স্বভাব ও শৌরিক প্রকৃতি না থাকিলে লোকেরা প্রাচীর বেষ্টিত নগর, সঞ্চিত বিগ্রহদ্রব্যাশ্রয়, অস্ত্রাগার সুষ্ঠুগামী ঘোটক, যুদ্ধরথ, মাতঙ্গ, তোপ এবং আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি তাবৎবস্তু থাকিলেও কেবল সিংহবেশধারীমেষবৎ হয়। অধিকন্তু যেস্থানে লোকেরা সাহসহীন সেস্থানে সেনার সংখ্যা অধিক হওয়াতে কোন ফল নাই, কেননা ভর্জিল নামা কবি কহিয়াছেন, যে " মেষ যত হউক না কেন তাহাতে শার্দ্দূলের কোন ক্লেশ জন্মে না।" আর্বিলার প্রান্তরে পারস্য সেনাদল এমত বৃহৎ সাগর তুল্য ছিল যে তদ্দ্বারা সেকন্দারের সেনানীরা কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হইয়া সেকন্দরের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পারস্য সেনাদল রাত্রিকালে আক্রমণ করিতে কহিয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, যে " তিনি জয় চুরি করিতে ইচ্ছা করেন না," ফলে তাহাদিগকে পরাজয় করা সহজ হইয়াছিল। যখন আর্মেনিয়ান টাইগ্রেনিস নামা ব্যক্তি চতুর্লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে পর্ব্বতোপরি শিবির স্থাপন করেন, তখন রোমীয়দের চতুর্দ্দশ সহস্র মাত্র সৈন্য তাঁহার প্রতিকূলে যাত্রা করিতেছে, ইহা সন্ধান পুরঃসর জ্ঞাত হইলে তিনি স্বয়ং উল্লাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে "সম্মুখীন লোকসমূহ রাজার সম্বাদবাহক হইলে অধিক এবং যুদ্ধার্থী হইলে অত্যল্প;" পরন্তু তিনি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দেখিলেন যে তাহারাই তাঁহার

অসংখ্য সেনা নাশ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবনে সমর্থ হইল। সংখ্যা ও সাহসের মধ্যে যে অতিশয় অসাম্যভাব রহিয়াছে তাহার নানা দৃষ্টান্ত আছে, তদ্দ্বারা মনুষ্য বাস্তবিক বিচার করিতে পারেন যে রাজ্যের মহত্ত্বের প্রধানাংশই সৈনিক পুরুষদল। যে স্থানে অবলাবৎদুর্ব্বল ও নীচলোকদিগের বাহুবল অকর্ম্মণ্য হয়, তথায় ধনই যুদ্ধের বল, ইহা সামান্যতঃ উক্ত হইলেও তাহা সত্য হয় না। কেননা যখন ক্রুসস্ নামা ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা করত সোলনকে আপনার সুবর্ণ প্রদর্শন করেন তৎকালে সোলন তাঁহাকে কহিয়াছিলেন "মহাশয় তোমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর লৌহবিশিষ্ট অর্থাৎ উৎকৃষ্ট-তর করবালধারী অন্য কোন লোক আগমন করিলে সে তোমার এই সকল স্বর্ণের স্বামী হইবে।" অতএব স্বদেশ-জাত দেশরক্ষক সৈন্যগণ সৎসাহসিক না হইলে রাজা স্বরাজ্যস্থ সেনাগণের বিষয়ে শ্লাঘা করিবেন না। পক্ষা-ন্তরে রাজগণের অন্য কোন বিষয়ের অপ্রতুলতা অসত্ত্বে, সৈনিকস্বভাব প্রজাপুঞ্জ থাকিলে তাঁহারা তাহাদিগকে স্বীয় সামর্থ্য জ্ঞান করিবেন। সামর্থ্যবিষয়ে বেতনভোগী সৈন্যগণ সহায় হয় বটে, কিন্তু তাবৎ দৃষ্টান্তে দৃষ্ট হয় যে, যে কোন রাজা তাদৃশ সৈন্যদের উপর নির্ভর করেন, তিনি অল্পকাল সামর্থ্যরূপ পক্ষবিস্তার করিয়া অনতিবিলম্বেই তদ্বিহীন হইয়া পড়েন। য়িহুদা ও ইসাকরের আশীর্ব্বাদ কখনই এমত মিলিত হয় না যে এক জাতি সিংহশাবক ও ভারবাহকগর্দ্দভ উভয় হইবে, অর্থাৎ এক জাতির মধ্যে ধৈর্য্য ও সাহস উভয় একত্রিত হয় না। অতিরিক্ত রাজস্ব ভারাক্রান্ত লোকেরা কখন বীর ও সৈনিকপুরুষ হয় না। রাজ্যস্থ প্রজাদের কিম্বা তাহাদের প্রতিনিধি সমাজের সম্মতি দ্বারা রাজস্ব গৃহীত হইলে লোকদের সাহস অল্প পরিমাণে

হ্রাস পায় সন্দেহ নাই, যথা লোকণ্ট্রিশনামক নীচদেশ সমুদায়ের মধ্যে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মাস্তুল হওয়াতে এবং কিয়ৎপরিমাণে ইংলণ্ড দেশে রাজাকে অর্থদান করাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়াছে ; কারণ অর্থের কথা না কহিয়া আন্তরিক ভাবের কথা কথিতব্য এই, যে রাজা রাজস্ব সমান রাখিলে ও তাহা দিতে লোকদিগের অসম্মতি থাকিলে তাহা সাহসের বিপরীত ভাবসাধক হয়. কিন্তু সম্মতি থাকিলে সাহসের হ্রাস করে না। ইহার নিগমন এই যে লোকদের উপর রাজস্ব অতিরিক্ত হইলে তাহারা সাম্রাজ্যের উপযোগী হয় না।

মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষী রাজন্যরা আপনাদের কুলীনবর্গ ও ভদ্র সমাজের কত শীঘ্র বংশবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবে, কারণ উহাদের বংশবৃদ্ধি দ্বারা সাধারণ প্রজারা কৃষক ও গ্রাম্য এবং ইতরীকৃত লোক হইয়া নিরুদ্যম হয়, ফলতঃ তাহারা ভদ্র লোকদের কর্ম্মচারী মজুর হইয়া উঠে। দহনার্থ ছেদনীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকলকে উহার দৃষ্টান্ত স্থল বিবেচনা কর, কারণ ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহকে ঘেঁসাঘেঁসী করিয়া স্থাপন করিলে ইহাদের তলভাগ গুল্ম ঝাড় ও জঙ্গল বেষ্টিত থাকিয়া কখন সতেজ হইতে পারে না ; এইরূপ দেশেতে ভদ্রলোক অধিকাংশ হইলে সাধারণ জনগণ নীচ হয় ও শত লোকের মধ্যে এক জনও শিরোপার যোগ্য হয় না, বিশেষতঃ যৌদ্ধিক শক্তি স্বরূপ পদাতিক সৈন্যেরও উপযুক্ত হয় না, তাহাতে লোক সংখ্যা বৃহতী হইলেও রাজ্যের শক্তি স্বল্প হয়। আমার এই বাক্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বোধ হইবে যে, ইংলণ্ডের প্রদেশ ও প্রজালোক ফ্রান্সের অপেক্ষা অধিক ন্যূন হইলেও ইংলণ্ড অধিক পরাক্রমশালী হয় এবং ইংলণ্ডের মধ্যম শ্রেণীস্থেরা উত্তম যুযুৎসু হয়, ফ্রান্সের কৃষাণ লোকেরা যোদ্ধা হয় না। ইতিবৃত্তে যে সপ্তম হেনরীর

তাবৎ জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে সেই হেনরী রাজের একটী অতি জ্ঞানযুক্ত ও প্রশংসনীয় কল্পনা ছিল, তিনি কর্ষণীয় ক্ষেত্র ও কৃষাণ কুলের পরিমিতিস্থাপন করেন অর্থাৎ যদ্দ্বারা প্রজারা দাসভাবাপন্ন না হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবনরক্ষা করত বাস করিতে পারে এমত পরিমাণে তাহাদিগকে ভূমি দেন, এবং বেতনোপজীবীদের হস্তে লাঙ্গল না দিয়া ভূমিস্বামীদের হস্তে তাহা প্রদান করেন, তাহাতে ভর্জিল নামা কবি প্রাচীন ইটালীর যেৰূপ বর্ণনা করিয়াছেন ইংলণ্ডও সেইৰূপ বর্ণনার যোগ্য হইবে যথা; "বাহুর কার্য্য ও উর্ব্বরা ভূমির জন্য খ্যাতাপন্ন হয়।" ইংলণ্ডের যাদৃশ বিশেষ নিয়ম দৃষ্ট হয় পোল্যাণ্ডের তাদৃশ হওয়া কিঞ্চিৎ সম্ভব বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কোন দেশের তাদৃশ নিয়ম জ্ঞাত না হওয়াতে ইংলণ্ডেরই কথা স্মরণীয় হইতেছে, যে তথাকার কুলীন ও ভদ্র সমাজের দাস ও অনুচরেরা স্বাধীন ইহারা বাহুবলে ইয়োম্যান্রী সংজ্ঞক লোকসমূহ অর্থাৎ ইতর ও ভদ্র উভয় শ্রেণীর অন্তর্ব্বর্ত্তী স্ব হস্তে স্বীয় ক্ষেত্র কর্ষণকারী গ্রাম্যলোকশ্রেণী হইতে কোন প্রকারে নিকৃষ্ট নয়; অতএব কুলীন এবং ভদ্র লোকদের ঐশ্বর্য্য প্রতাপ ও অনেক উপজীবী ও আতিথ্য ব্যবহার প্রভৃতি আবহমান হইলেই সৈনিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা বিধানের উপযোগী হয় ইহাতে সংশয় নাই। প্রত্যুত কুলীন ও ভদ্র লোকদের অনৌদার্য্য ও কার্পণ্য ভাবে জীবন যাপিত হইলে সৈনিক পুরুষেরা দরিদ্রায়মান হয়।

সর্ব্বোপায়ে এ কথা বলাও বিধেয় হইতেছে যে নিবুখৎনেসরের (স্বপ্ন দৃষ্ট) রাজ্য বৃক্ষের কাণ্ড শাখা উপশাখা ধারণ করণার্থ অতি বৃহৎ হয় অর্থাৎ রাজার স্বদেশীয় প্রজারা শাসনাধীন বিদেশীয় প্রজাদের সমানাংশ হইবে। অতএব যে সমস্ত রাজ্যে পরাজিত বিদেশীদিগকে স্ব২ রাজ্যস্থ প্রজাদের সদৃশ ক্ষমতা প্রদান করে সেই রাজ্য সাম্রাজ্যের উপযুক্ত হয়, কারণ দেখ এক

মুষ্টি দেশীয় সৈন্য এইভূমণ্ডলে কৌশল ও মহা সাহসপূর্ব্বক রাজ্য অতি বিস্তার করিলে উহা অল্পকাল স্থায়ী হইতে পারে বটে কিন্তু হঠাৎ পতিত হয়। স্পার্ত্তান লোকেরা বিদেশীকে স্বদেশী করিবার বিষয়ে অতি সাবধান ছিল, এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদের চতুঃসীমা অবর্দ্ধিত ছিল, সে পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে স্থায়ী ছিল, কিন্তু তাহারা সীমা বিস্তার করিলে পর তাহাদের শাখা সকল বৃন্তের উপর অতিশয় ভারদ হওয়াতে তাহারা বাত্যাঘাতে পতিত ফলের ন্যায় হঠাৎ পতিত হয়। এ বিষয়ে রোমের ন্যায় অন্য কোন রাজ্য বিদেশীদিগকে স্বীয়দলে গ্রহণ করিতে মনোযোগী ছিল না অর্থাৎ রোম অতি বিস্তীর্ণ হইলে লাটিন-দিগকে স্বদেশীয় অধিকার দেয়। অতএব উক্ত কর্ম্ম রোমীয়-দেরই অনুষ্ঠিত হয়, কারণ অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যে উন্নতি লাভ তাহাদেরই হইয়াছিল। বিদেশীদিগকে স্বদেশীয় ক্ষমতা দা-নার্থ তাহাদের উল্লিখিত এই সকল সত্বদান ব্যবহার ছিল, তৎ যথা, নগরীয় সামাজিকতাধিকার, বাণিজ্যাধিকার, বিবাহাধি-কার, উত্তরাধিকারিত্বাধিকার, ব্যবস্থাদিস্থাপনপ্রস্তাবে সম্মতি-দানাধিকার, সম্ভ্রান্তপদাধিকার, এক২ ব্যক্তিকে ও সমুদায় পরিবারকে এবং নগরস্থ সকল লোককে, কখন২ সমুদায় দে-শকে দত্ত হইত, আরো দেখ উপনিবেশ স্থাপনার্থ রোমীয় মূল প্রজা অন্য দেশীয়দের স্থানে প্রেরিত হইয়া উভয় প্রকার জাতি একত্রীকৃত হইয়া থাকিত তাহাতে বলা যায় যে, রোমীয়েরা (অল্পসংখ্যক হওয়াতে) আপনাদিগকে পৃথিবীর উপর ব্যাপ্ত করে নাই কিন্তু (বহুসংখ্যক বিদেশীরা রোম নগর বাসী হও-য়াতে) পৃথিবী আপনাকে রোমীয়দের উপর ব্যাপ্ত করিয়া-ছিল, ইহাই রোম রাজ্যের মহত্ত্ব লাভের অসংশয়িত উপায় হয়। কখন২ স্পেন রাজ্যের বিষয়ে এইটী চমৎকার বোধ হয় যে, স্পানিয়ার্ডেরা অত্যল্প স্বদেশীয়দের দ্বারা কি প্রকারে

বৃহৎ২ রাজ্য সকল স্ববশে রক্ষা করিল, দেখ, স্পেনের সমুদায় সীমা বৃহদাকার বৃক্ষ স্বরূপ ছিল, প্রথমে উহা রোম ও স্পার্টা হইতে বড় থাকে, এতদ্ব্যতীত তাহারা বদান্যভাবে বিদেশীদিগকে স্বদেশীয় অধিকার দিবার ব্যবহার না রাখিলেও তৎকল্প কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিত অর্থাৎ প্রভেদ না করিয়া সামান্য শ্রেণীস্থ মিলিশিয়া নামক সৈন্য পদে সমস্ত জাতিকে নিযুক্ত করিত, [যে সৈন্য দেশ রক্ষার্থে নিযুক্ত হওয়াতে দেশান্তরে গমন করে না, 'তাহাকে মিলিশিয়া কহে] অধিকন্তু কখন২ সৈন্যধ্যক্ষাদিপদেও স্থাপন করিত;—এই দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে তাহারা স্বদেশীয়দের অকুলান বুঝিয়াছিল। যাহারা স্থানান্তরে না গিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া বাহুবল নিরপেক্ষ ও অঙ্গুলী বলসপেক্ষ কোমল শিল্পকর্ম্ম করে তাহাদের স্বভাব সৈনিক স্বভাবের বিপরীত হয় সন্দেহ নাই, সমস্ত দেশীয় যোদ্ধারা সচরাচর অলস হইয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করে এবং আবশ্যক হইলে যত বিপদ ভোগ করিতে ভাল বাসে তত মজুরী করিতে ভাল বাসে না; তাহাদিগকে সতেজ ও সবল রাখিতে হইলে শ্রম অপেক্ষা বিপদ স্বীকার করিতে দিবেক। স্পার্টা, আথেন্স, রোম, এবং অপরাপর লোকদের প্রাচীন রাজ্যে এই মহোপকার হইয়াছিল যে তাহারা ক্রীত দাস রাখিবাতে ক্রীত দাসেরা সৈন্যদের হস্ত হইতে শিল্পকর্ম্ম লইয়াছিল অর্থাৎ সৈন্যদিগকে তাহা করিতে হইত না। কিন্তু দাস ক্রয় করিবার রীতি অনেক প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ব্যবস্থা দ্বারা রহিত কর হইয়াছে। 'শিল্পকর্ম্মের অনুষ্ঠান রাখিবার নিমিত্ত বিদেশীদিগকে শিল্প কর্ম্মের ভার দত্ত হইয়াছে এবং সংগ্রামোপজীবী সৈন্য ব্যতীত তিন শ্রেণীতে উক্ত সামান্য লোকেরা বিশাল হইয়া সম্বদ্ধ হইয়াছে, প্রথম ভূমিকৃষাণ, দ্বিতীয় স্বাধীন দাস, তৃতীয় শক্তশিল্পকর্ম্ম- যেমন লৌহকর্ম্মকারী, রাজমিস্ত্রী, এবং সূত্রধর ইত্যাদি।

পরন্তু রাজ্যের বৃহত্ত্ব জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে দেশীয়েরা অস্ত্রশস্ত্রকে আপনাদের সম্ভ্রম, কায়মনোবাক্যের চেষ্টা, এবং কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, কারণ পূর্ব্বে যাহাং উক্ত হইয়াছে তাহা অস্ত্রশস্ত্রের গুণ বিশেষ জানিবে; এবং সেই গুণ চেষ্টা ও কার্য্য ব্যতিরেকে কিছুই নয়। কথিত আছে যে, রমুলস্ লোকান্তরিত হইবার পর রোমীয়দিগকে দর্শন দিয়া কহিয়াছিলেন যে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রকে আপনাদের সম্পূর্ণ চেষ্টাস্বরূপ করিবেন, তাহাতে তাহারা এই পৃথিবীতে বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। স্পার্টা রাজ্য বিজ্ঞমতানুসারে না হউক কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে উক্ত মতানুসারে স্থাপিত হইয়াছিল। পার্সিয়ান্ এবং ম্যাসিডোনিয়ান্ লোকেরা অস্ত্রাভ্যাসদ্বারা স্বং রাজ্য ক্ষণিকপ্রভার ন্যায় ভোগ করিয়াছিল। গল, জর্ম্ম্যান, গৎ, স্যাকসন্, নর্ম্যান এবং অন্যান্য জাতিরা চেষ্টালব্ধ রাজ্য সকল কিছুকাল ভোগ করিয়াছিল, এবং তুরস্কেরা ক্ষয়শীল হইলেও অদ্যাপি রাজ্য রক্ষণ করিতেছে। খ্রীষ্টীয় ইউরোপীয়দের মধ্যে শুদ্ধ স্পানিয়ার্ডেরা বাস্তবিক চেষ্টা দ্বারা স্বরাজ্যরক্ষা করিতেছে। চেষ্টা করিলেই সফল হয়, একথা এমন স্পষ্ট যে তাহা উল্লেখ করা অনাবশ্যক এই মাত্র প্রদর্শন করাই যথেষ্ট যে জাতি স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্র চালনা না করে সে জাতি স্বরাজ্যের দীর্ঘ স্থায়িত্বের প্রত্যাশা করিতে পারে না, যেমনআহার হস্তদ্বারা তুলিয়া না খাইলে উহা আপনি মুখে উঠিয়া যায় না। পক্ষান্তরে সময়ের নিশ্চিত বাক্য এই যে রোমীয় ও তুরস্কদের ন্যায় বহুকাল অস্ত্রশস্ত্র চালনাকারী জাতিদের রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হইয়া অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হয় এবং অল্পকাল অস্ত্রাদি চালনাকারী জাতিরাও আপনাদের রাজ্য সচরাচর বৃদ্ধি করিয়া ক্ষীণচেষ্ট হইবার পরেও তাহাদের বিস্তীর্ণ রাজ্যবহুকালস্থায়ী হয়।

ব্যবস্থাও রীতি আয়োধনের ছলভূত হইয়া রাজ্য বিস্তা-য়ের যথার্থ সুযোগ সাধন হইতে পারে, কারণ মনুষ্যদের স্বভাবের মধ্যে ঈদৃশ ন্যায়পরতা মুদ্রিত রহিয়াছে যে তাহারা কোন বিশেষ কারণ এবং কলহ ব্যতিরেকে বিবিধ ক্লেশ প্রবর্ত্তক যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত হয় না। স্বধর্ম্মব্যবস্থাবিস্তার রূপ যুদ্ধের কারণ তুরস্কদিগের প্রায় সর্ব্বদা হস্তস্থিতছিল। রোমীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলে সেনাপতিদের সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইত, অতএব তাহারা তদ্বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেও এই কারণের উপর নির্ভর করিয়াই কখন সংগ্রাম আরম্ভ করেন নাই। অতএব প্রথমতঃ রাজ্য বৃদ্ধির ছলানুসন্ধি জাতিরা রাজদূত ও বণিক এবং নীতিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারিদের উপর অপর জাতির অন্যায়াচরণ জ্ঞাত হইবেন, এবং যৎকিঞ্চিৎ উষ্মাকর বিষয় পাইলে স্থির হইয়া থাকিবেন না। দ্বিতীয়তঃ রোমীয়দের ন্যায় কৃতসন্ধিমিত্ররাজাদের সাহায্য ও আনুকুল্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। যদিও মিত্র রাজারা অপরাপর বহু রাজার সহিত রক্ষনার্থক সন্ধি রাখাতে কেহ তাহাদিগকে আক্রমনার্থ উদ্যোগ করিলে উহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিত, তথাপি রো-মীয়েরা সতত রক্ষার্থে সর্ব্বাগ্রগামী হইত এবং সম্ভ্রম পাইবার জন্যে রক্ষাকারী অপর রাজাদিগকে তাহাদের সাহায্য করিতে দিত না। রাজকীয় ব্যবস্থাপক সমাজের দলাদলি হইলে কোন দলের সপক্ষে যে পূর্ব্বকালে যুদ্ধ সম্পাদিত হয়, তাহা কিপ্রকারে যাথার্থীকৃত হইতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। রোমীয়েরা গ্রিসিয়ার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, এবং ল্যাসিডিমোনিয়ান্ ও আথেনিয়ান্ লোকেরা প্রজাপ্রভুত্বতন্ত্ররাজ্যশাসন এবং অল্পলোকপ্রভুত্বতন্ত্ররাজ্য-শাসন লোপ করিতে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং বিদেশীরা ন্যায়ানুগত আশ্রয়দানের ছলনাহেতুক অন্যদেশীয় প্রজা-

দিগকে রাজপীড়ন ও অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিতে রণ করিতেন। তবে এই কথাই যথেষ্ট যে যুদ্ধ করিবার কোন প্রকৃত কারণ পাইয়া জাগরিত অর্থাৎ উত্তেজিত না হইলে কোন রাজ্যেরই সুবিস্তার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। মাংসিক্ দেহ ও রাজ্যরূপ দেহ উভয়ই ব্যায়াম বিনা সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকিতে পারে না, বস্তুতঃ রাজ্যের প্রকৃত ব্যায়মই ন্যায্য ও সম্ভ্রমার্হ সংগ্রাম হয়। দেশের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধই জ্বরের উত্তাপ স্বরূপ হয়, কিন্তু বিদেশীর সহিত যুদ্ধই ব্যায়ামের উত্তাপভূত হইয়া দেশীয়সৈনিকদলরূপশরীরের স্বাস্থ্যকর হয়, কারণ অলসকারিণীসন্ধিতে সৈনিকসাহস স্ত্রৈনিক হয়, এবং ব্যবহারও ভ্রষ্ট হয়। রণ সুখদ যতই হউক, অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ত সজ্জা থাকিলে যে রাজ্য সম্বর্দ্ধিত হয় তাহার সন্দেহই নাই, রণদক্ষ সৈন্যেরা সর্ব্বদা যাতায়াত করাতে ব্যয় বাহুল্য জনক হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য সকলের মধ্যে সুখ্যাতিকর হইয়া সামান্যতঃ রাজনিয়মশিক্ষক হয়। যেমন স্পেনদেশে দৃষ্ট হইয়াছে যে, তদ্দেশের যুদ্ধকুশল পুরুষেরা এক শত বিষ বৎসর ব্যাপিয়া প্রায় ক্রমাগত কোন স্থানে না কোন স্থানে রহিয়াছেন। অর্ণবযুদ্ধনৈপুণ্যই সাম্রাজ্যলাভের সহজোপায়। সীজারের বিরুদ্ধে পম্পীর যুদ্ধায়োজনবিষয়ে সিসিরো এটিকসের প্রতি পত্র লিখিয়া জানান যে, "পম্পীর কল্পনাই থেমিস্টোক্লিসের কল্পনা স্পষ্ট বোধ হয়, কারণ তিনি. সমুদ্রসংগ্রামদক্ষ ব্যক্তিকেই সাম্রাজ্যাধিকারী বোধ করেন," পম্পী মিথ্যা .বোধ করিয়া তদুপায় পরিত্যাগ না করিলে সীজারকে কষ্টে ফেলিতেন সন্দেহ নাই। বারিধিবিগ্রহের অনেক ফল দৃষ্ট হয়, আক্টিয়মের যুদ্ধে পৃথিবীর সাম্রাজ্য উদিত হইয়াছিল, লিপ্যাণ্টোর যুদ্ধদ্বারা তুরস্কের সম্বর্দ্ধন প্রতিহত হইয়াছিল। রাজারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ

করিলে সমুদ্র যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ হয়, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে সমুদ্র স্বায়ত্তকারী ব্যক্তিই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হয় এবং যদৃচ্ছামতে যুদ্ধ করিতে পারে, প্রত্যুত ভূমি যুদ্ধে বীরেরা সুদৃঢ় হইলেও প্রায় মহাবিপদে পতিত হন। বস্তুতঃ ইদানীং ইউরোপীয়দের সমুদ্রোপরি সামর্থ্য প্রাধান্যই একটী পরম লাভ। গ্রেটব্রিটন রাজ্যে তাহা বিশেষরূপে আছে। ইহার দুই কারণ, প্রথমতঃ ইউরোপের অধিকাংশ রাজ্যই সমুদ্রতীর হইতে শুদ্ধ অদূরবর্ত্তী না হইয়া বরং সাগর সীমা বদ্ধ রহিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ বোধ হয় পূর্ব্ব ইণ্ডিয়ার ও পশ্চিম ইণ্ডিয়ার ধনই অধিকাংশে জলধিস্বায়ত্ত করিবার ফলভূত হইয়াছে। প্রাচীনকালে যুদ্ধবীরেরা যুদ্ধ করিয়া যে২ গৌরব সম্ভ্রম পাইয়াছেন, আধুনিক যোদ্ধারা তাদৃশ গৌরবাদি প্রাপ্তির অভাবে অন্ধকারে যুদ্ধ করেন; কারণ এইক্ষণে সৈনিক উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে অশ্বারোহীদিগের যে বিশেষ২ পদ আছে, তাহা সৈন্য ও যুদ্ধ সম্পর্ক রহিত রাজকীয় কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ইতর বিশেষ না করিয়া সমভাবে অর্পিত হয়, এবং কুল মর্য্যাদার চিহ্ন বিশিষ্ট ঢাল দত্ত হয়, ও অঙ্গহীন সৈন্যদের চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রাচীন কালে জয়যুক্ত স্থানে জয়সূচক চিহ্ন উত্তোলিত হইত, যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের স্মরণার্থ কীর্ত্তিস্তম্ভও সমাধি ভূমিতে তাহাদের স্মারক চিহ্ন সকলও যোদ্ধাদের মস্তকে মুকুট ও গলে পুষ্প হার থাকিত, পৃথিবীর মহারাজারা ইম্পিরেটর অর্থাৎ সম্রাট উপাধি ধারণ করিত, কোন দেশ জয় করিলে পর সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রত্যাগমন কালে আড়ম্বরী উল্লাস ও সৈন্যদলভঙ্গকালীন, তাহাদিগকে নানা অর্থ ও ধন দান করা যাইত এই সকলেতে মনুষ্যদের সাহস উদ্দীপিত হইত। কিন্তু রোমীয় যোদ্ধাদের যে আড়ম্বরী বেশভূষা ও পরিচ্ছদ এবং আভরণাদির পরিপাটী নিয়ম ছিল তাহা অত্যুৎকৃষ্ট ও

অতি বিজ্ঞতাসূচক, কারণ তন্নিয়মের তিনটী অংশ ছিল, প্রথম সৈন্যাধ্যক্ষদিগের সম্ভ্রমদান, দ্বিতীয় ধনকোষে লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্তধনসঞ্চয়, এবং তৃতীয় সৈন্যদিগের প্রতি ধন দান। পরন্তু বোধ হয়, তাদৃশ সম্ভ্রম স্বয়ং রাজাও রাজপুত্রদের না থাকিলে রাজকুলের উপযুক্ত হইত না। রোমীয় সম্রাটদের অধিকার কালে এরূপ ঘটিয়াছিল যে তাঁহারা যে সকল যুদ্ধে স্বয়ং কৃত-কার্য্য হইতেন তজ্জন্য প্রকৃত আড়ম্বরী উল্লাস গ্রহণ করিতেন, এবং প্রজাদেরদ্বারা সুসম্পন্ন যুদ্ধের জন্য সেনাপতিদিগকে সম্ভ্রম-সূচক পরিচ্ছদ ও আড়ম্বরী বস্ত্র দান করিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থের বাক্যানুসারে উপসংহার করিতেছি যে, মনুষ্য চেষ্টা করিয়া "আপনার দীর্ঘতা এক হস্তও বৃদ্ধি করিতে পারে না," মনুষ্য আপনার শরীরের ক্ষুদ্র গঠন বাড়াইতে পারে না বটে, কিন্তু রাজারা উপরি সংক্ষেপোক্ত নিয়ম ও শাসনের মূল রীতি এবং ব্যবহার অবলম্বন করিয়া রাজ্যের ও সাধারণপ্রভুত্ব দেশের বৃহৎ শরীরের বিস্তীর্ণতাও অতি মহত্ত্ব উৎপাদন করিতে সমর্থ হন। তাদৃশ নিয়মাদি রক্ষা করিলে তাহা পরম্পরাগত রাজ-কুলের মহত্ত্ববীজ রোপক হইতে পারে, কিন্তু তন্নিয়মাদি সামান্যতঃ অগ্রাহ্য করিলে দৈবপরতন্ত্র হইয়া থাকিতে হয়। [এই উক্ত প্রবন্ধটী বেকনের সময়ের উপযুক্ত, কিন্তু এখন অত্রোক্ত বাক্য গুলিন সমুদায় গ্রাহ্য হইতে পারে না।]

৩০। স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা।

ঔষধীয় নিয়ম ব্যতীত পথ্যাবিষয়ের ব্যবস্থাই বিজ্ঞতার কার্য্য, মনুষ্যের নিজ দর্শন দ্বারা যাহা২ হিতকর ও অহিতকর বোধ হয়, তাহাই স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা। পরন্তু "ইহাতে আমি

হানি দেখিনা অতএব ইহা আমি ব্যবহার করিব।” একথা বলা অপেক্ষা নিম্নলিখিত কথা বলা অত্যুত্তম তৎযথা “ইহাতে আমার রুচি নাই অতএব ইহা আমি আর ব্যবহার করিবনা ;” কারণ যৌবন কালের সামর্থ্যে যেসকল পরিমিতাচরণ উপেক্ষিত হয় তাহা বৃদ্ধাবস্থায় পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। ভাবিবয়সের বিষয়ে বিবেচনা কর, এবং এক প্রকার দ্রব্য বরাবর ব্যবহার করিতে মানস করিও না, কেননা বার্দ্ধক্য অবজ্ঞাত হইবে না। কোন মহৎ খাদ্যের হঠাৎ পরিবর্ত্তন বিষয়ে সাবধান হইও দৈববশতঃ তাহা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তদুপযুক্ত তাহার ব্যবহার করিও, কারণ স্বভাব ও রাজ্য উভয়েরই এমন একটী রহস্য ভাব রহিয়াছে যে, এক দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অনেক দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, নতুবা ক্ষতি হয়। ভোজন, শয়ন, ব্যায়াম এবং বস্ত্র পরিধান প্রভৃতির অভ্যাস বিষয়ে পরীক্ষা করিও, যাহা অপকারক বিবেচনা করিবে তাহা ক্রমশঃ রহিত করিতে চেষ্টা করিও, কোন বিষয় পরিবর্ত্তন করিলে অসুবিধা জন্মে ইহা অনুভব করিলে তাহাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইও। কারণ স্বশরীরের উপযোগী এবং বিশেষ রূপে উপকারক বস্তু কি২ তাহা হইতে সামান্যতঃ হিতকর ও স্বাস্থ্যকর দ্রব্য কি২ তাহা বিশেষ করা অতি কঠিন। ভোজন, শয়ন, এবং ব্যায়ামকালে স্ববশচিত্ত ও প্রফুল্লমনা হইবে ইহা দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তির একটী বিধি। মানসিক বিকার ও বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে কথ্য হইতেছে যে অসূয়া, উদ্বেজক ভয়, ক্রোধ, উত্ত্যক্তকর আন্তরিক ভাব, সূক্ষ্ম ও কঠিন বিষয়ের অনুসন্ধান অত্যানন্দ অত্যন্তাহ্লাদ এবং গোপায়িত বিষন্ন ভাব পরিহর্ত্তব্য হয়। আর মনে ভরসা রাখিও, আনন্দ বিনা আমোদ এবং এক প্রকার অতিরিক্ত আমোদ জন্য অরুচি বিনা নানা প্রকার আমোদ অনুভব করিও, এবং অদ্ভূত ও উজ্জ্বল ভাব পূর্ণ

ইতিহাস উপন্যাস এবং স্বভাবানুশীলন বিষয়ক গ্রন্থ পঠন দ্বারা চিত্তরঞ্জন করিও।

সুস্থতা নিমিত্তক ঔষধ সমীচীন রূপে বর্জ্জন করিলে প্রয়োজন কালে তাহা শরীরের পক্ষে উপযুক্ত হইবে না; ঔষধের অতীব ভক্ত হইলে তাহা পীড়ার সময়ে অসাধারণ গুণকারী হইবে না। অভ্যাসের বশ না হইয়া বারম্বার ঔষধ ব্যবহার করণাপেক্ষা বরং বিশেষ ২ ঋতুতে বিশেষ২ খাদ্য প্রশংসনীয় হয়, কেননা ইহাতে শরীরের স্ফূর্ত্তি হয় এবং অনিষ্ট ঘটে না। শরীরে নূতন বিকার জন্মিলে তাহা অবহেলা না করিয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিও। রোগ হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগ করিও এবং সুস্থতা থাকিলে কার্য্যে মনোযোগী হইও; কেননা যাহারা শরীরের স্বাস্থ্যাবস্থায় কর্ম্মশীল হয়, তাহারা অনতিক্লেশদায়ক পীড়াক্রান্ত হইলেও শারীরিকঅবস্থা ও পথ্যের প্রতি বিশিষ্ট অবধান করাতে পীড়া হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সেল্‌সস্ নামা এক ব্যক্তি জ্ঞানী না হইয়া শুদ্ধ চিকিৎসক হইলে সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন বিষয়ে একটী মহৎ আদেশ কখনই দিতে পারিতেন না, তৎ যথা মানুষ অত্যুপকারক আত্যন্তিক ব্যবহারের প্রতি ইচ্ছা করিলে পরস্পর বিপরীত ভাবের পরিবর্ত্তন করিবে, উপবাস এবং পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিও, প্রত্যুত অধিক উপবাস না করিয়া বরং সম্পূর্ণ ভোজন করিও; জাগরণ ও শয়ন করিও, প্রত্যুত অধিক জাগরণ না করিয়া বরং অধিক শয়ন করিও; উপবেশন ও ব্যায়াম করিও, প্রত্যুত অধিক উপবেশন না করিয়া বরং অধিক ব্যায়াম করিও ইত্যাদি প্রকারে স্বভাব পুষ্ট হইবে, অপিচ অসুবিধা ও অনিষ্ট দর্শনার্থ নিপুণ হইবে। কতিপয় বৈদ্যরাজ রোগীদের এমত সন্তোষক আদর দাতা হয়েন যে তাহারা রোগের প্রকৃত প্রতীকার করেন না, আবার অন্য কতক-

গুলি ভিষক রোগীদের রোগ নির্ণয়ানুসারে এমত শাস্ত্রনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলেন, যে তাহারা রোগীদের কোন অবস্থা বিশেষরূপে অবধান করেন না, কিন্তু যিনিরোগীদের সন্তোষ কর অথচ শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী ঈদৃশ ব্যক্তিকে গ্রাহ্য করিও, এবং উক্ত দ্বিবিধগুণশালী কোন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত না হইলেও উক্ত উভয় প্রকার ব্যক্তিকে একত্রিত করিও, অর্থাৎ যিনি তোমার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে সুবিজ্ঞ এবং যিনি চিকিৎসাবিদ্যায় সুবিখ্যাত এতদুভয়কে আহ্বান করিতে বিস্মৃত হইও না।

৩১। সন্দেহ।

যেমন পক্ষিগণের মধ্যে তরুতুলিকা তেমনি চিন্তাসমূহের মধ্যে সন্দেহ। যেমন তরুতুলিকা প্রদোষ কালে সর্ব্বদা উড্ডীয়মান হয়, তেমনি সন্দেহ আমাদের বিবেচনার অনধ্যবসায় কালে অতিশয় সতর্ক হয়। বস্তুতঃ সন্দেহ নিবার্য্য ও অবধেয় হইবেক, কারণ উহা দ্বারা মন তিমিরাচ্ছন্ন হয়, বন্ধু বান্ধব হৃত হয় ও লোক সকল নিরুদ্যত্ত হওয়াতে কোন কার্য্য প্রচলিত ও নিয়ত ভাবে চলিতে পারে না। উহা রাজাদিগকে উপদ্রবার্থে প্রবৃত্ত করে, স্বামীদিগকে পত্নীদের প্রতি জারানুরাগ সন্দিগ্ধ করে এবং বিজ্ঞদিগকে অব্যবস্থিতচিত্ত ও বিষণ্ন করে। উহা অন্তঃকরণের দোষ না হইয়া মস্তিষ্কেরই দোষ হয়, কারণ উহা অপ্রতিহত ও দৃঢ়স্বভাব লোকদের প্রতিও ঘটে। ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরী রাজা এতদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল, তিনি যতোধিক সন্দিগ্ধ ততোধিক সাহসী ও প্রশঙ্ক প্রকৃতি ছিলেন। উহাতে ঈদৃশস্বভাবিলোকের বড় ক্ষতি হয় না কেন না তাদৃশ লোক কোন সন্দেহ পরীক্ষা না করিয়া অর্থাৎ উহা সম্ভব কি না তাহা না জানিয়া উহাকে মনের মধ্যে স্থানদান

করেন না, উহা ভীরুস্বভাবদের মধ্যে অচিরাৎ বদ্ধমূল হয়। অবিজ্ঞতা যাদৃশ সন্দেহজনক আর কিছুই তাদৃশ নয়, অতএব বিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়া সন্দেহের প্রতীকার করিবে, এবং সন্দেহ গোপন করিয়া রাখিবে না। মনুষ্যদের কি ইচ্ছা? তাঁহারা যাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন বা যাহাদিগের সহিত কর্ম্মের সংস্রব রাখেন তাহাদিগকে কি সাধু বিবেচনা করেন? বিবেচনা নাই যে তাহারাও স্বীয় অভীষ্ট সম্পাদনেচ্ছুক ও তাঁহাদের অপেক্ষা আপনাদিগের স্বত্ব অধিক যথার্থ জ্ঞান করেন? অতএব সন্দিহান ব্যক্তি তাদৃশ সন্দেহ সত্য হইতে পারে এমন বিবেচনা করিলেও উহাকে মিথ্যা বলিয়া বল্গা দ্বারা বদ্ধ না করিলে তাহা সম্বরণ করিবার বিশিষ্টতর উপায় নাই, কেননা সন্দেহ সত্য হইলেও যেন উহা সন্দেহীর ক্ষতিকর না হয়, যথাসাধ্য ঈদৃশ নিয়ম করিয়া সন্দেহের বিষয়ে কার্য্য করা উপযুক্ত হয়। চিত্তসমুচ্চিতসন্দেহ মধুমক্ষিকার গুণ২ শব্দ স্বরূপ, কিন্তু শঠতা পূর্ব্বক প্রতিপোষিত এবং কর্ণেজপ ও গল্প দ্বারা বিজ্ঞাপিত সন্দেহ বেদনাদায়ক হুল বিশিষ্ট, বস্তুতঃ সন্দেহ অপসারিত করিবার উৎকৃষ্ট উপায়ই সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে তাহা সরল ভাবে বিদিত করা, কারণ তদ্দ্বারা তিনি পূর্ব্বে সন্দেহ যত সত্য বুঝিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক সত্য জানিতে পারেন, তদ্ভিন্ন সংশয়িতব্য ব্যক্তি অধিক সন্দেহ উৎপাদন না করিতে অতি সতর্ক হন; কিন্তু নীচ প্রকৃতিদের তাদৃশ ব্যবহার হয় না, কারণ তাহারা একবার সন্দেহ ভাজন বোধ হইলে কখন সত্যাচরণ করে না। জনৈক ইটালীয় ব্যক্তি কহেন, "সন্দেহ বিশ্বাসচ্যুত করে," যেন সন্দেহ বিশ্বাসকে অন্তর্হিত হইবার অনুমতি দেয়, কিন্তু সন্দেহরূপ দোষ বিমুক্ত হওনার্থে সন্দেহাস্পদ ব্যক্তিরই আপনার প্রতি অন্যের বিশ্বাস সমুজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৩২। আলাপ।

কতিপয় ব্যক্তি আলাপ কালে সত্যানিরূপিকাবিবেচনা-শক্তির অপেক্ষা তর্কবিতর্কশক্তির কৌশলের অধিক প্রশংসা বাসনা করেন। তাহারা যেন কি বক্তব্য তাহা জানিয়া কি বিবেচ্য তাহা মনোযোগ না করাই সুখ্যাতির বিষয় জ্ঞান করেন। কোনং লোকের কতিপয় মূলবাক্যবিষয়ক সামান্য প্রসঙ্গ ধরা ও বাঁধা আছে তাহা বিনা অন্য কিছু নূতন বিশেষ বাক্য উত্তমরূপে কহিতে পারে না, এতাদৃশ বচনদারিদ্র্য অধিক বিরক্তিজনক এবং একবার উপলব্ধ হইলে উপহাস্য হয়। বাক্যের অতি সম্ভ্রান্তাংশই কথনীয় ও উত্থাপনীয় প্রসঙ্গ, সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের কথনান্তর প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিলে তাহা নৃত্যের পথ প্রদর্শন স্বরূপ হয়। কথোপকথন কালে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সহিত বিচার ও সযুক্তিক উপন্যাস কথন এবং মত প্রকাশ পূর্ব্বক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং গাম্ভীর্য্য ভাব যুক্ত শ্লেষ বাক্য মিলিত করিবেক, কারণ এক কথা বারম্বার বলা অর্থাৎ অতিরিক্ত কথন দ্বারা প্রসঙ্গের অন্তর ক্ষীণ করা মূঢ়ের কর্ম্ম। কতকগুলি বিষয় অশ্লিষ্ট হইবে তৎযথা ধর্ম্ম, রাজকীয় বিষয়, মহল্লোকের বিষয়, কোন ব্যক্তির উপস্থিত গুরুতর বিষয় এবং কারণ্য ভাব জনক বিষয়। তথাচ কেহং বোধ করেন যে তাহারা সুতীক্ষ্ণ তীরবৎ বাক্য প্রয়োগ না করিলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রকাশ পায় না, তাহাদের তাদৃশ তেজস্কর বাক্য সতর্কদের চৈতন্য বেধক হইবাতে দমন করা বিধেয়। সৎপরামর্শ এই "হে বালক, তুমি কশাঘাত না করিয়া শক্ত রূপে বল্গা ধারণ কর।" মনুষ্যেরা সামান্যতঃ লবণরস ও তিক্তরসের মধ্যে অর্থাৎ বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও মাৎসর্য্যের মধ্যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞাত হইবেন। ফলতঃ যিনি অন্যের দোষসূচক ব্যঙ্গোক্তি করেন, তিনি যেমন অপরকে স্বীয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখাইয়া ভীতিগ্রস্ত করেন, তেমনি অপ-

রের অবক্ষেপ বিষয়িনী স্মৃতি শক্তি আছে বুঝিয়া ভীত হই-বেন। যিনি অনেক প্রশ্ন করেন তিনি অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া জ্ঞানোন্নত হওয়াতে সন্তুষ্ট হন, কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিদের বুদ্ধি নৈপুণ্য জানিতে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহা-দিগকে কথা কহিয়া সন্তুষ্ট হইতে অবকাশ প্রদান করিবেন, আর তিনিও স্বয়ং ক্রমাগত জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারি-বেন; প্রত্যুত তাঁহার প্রশ্ন সকল ক্লেশকর না হউক, কারণ তাদৃশ প্রশ্ন করা পরীক্ষকের কর্ম্ম। তিনি অন্য লোক-দিগকে কথা কহিবার সুযোগ দিউন। অধিকন্তু কেহ সমস্ত সময় কথা কহিতে চাহিলে তিনি প্রথম শ্রোতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপর লোকদিগকে সম্মুখীন করিবেন। যেমন সিন্‌কোপেস্ নামক নৃত্যকারেরা দীর্ঘকাল নৃত্য করাতে দর্শক সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহার কথা শ্রবণে সেইরূপ শ্রোতাদিগের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। তুমি যাহা জান তাহা জান না এমত বোধার্থক কাপট্য কথন দেখাইলে অন্য সময়ে তুমি যাহা জান না তাহা জান বোধ হইবে। আত্মশ্লাঘার কথা প্রায় কহা উচিত নহে, কহিতে হইলে বিবেচনা করিয়া কহা উচিত। কোন ব্যক্তি এই উক্তিটী নিন্দাভাবে কহিয়া থাকিতেন তৎযথা "তিনি অবশ্য পরি-ণামদর্শী হইবেন, কারণ তিনি আপনার বিষয়ে অধিক বলেন।" একটি স্থলে আত্মপ্রশংসা ভাল দেখায়, তৎযথা আপনার যে গুণ আছে অপরকে তজ্জন্য প্রশংসা করা। অন্যের বিষয়ে অল্প কথা ব্যবহৃত হইবেক, কারণ কোন ব্যক্তির বিষয়ে কথোপকথন গৃহসংক্রান্ত না হইয়া অনাবৃত ক্ষেত্রের ন্যায় হইবে। আমি ইংলণ্ডের পশ্চিম অংশের দুই জন কুলী-নকে জানি, উহাদের একজন উপহাসকারী ছিলেন, কিন্তু সতত অতি সমারোহ করিয়া ভোজ দিতেন, উহাদের অন্য জন তাহার

মেজের ধারে উপবিষ্টদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন “ যথার্থ বল তথায় কি বিদ্রূপ কৃত হইয়াছিল ” অতিথিরা উত্তর দিতেন “ তাহা হইয়াছিল ” তাহাতে তিনি কহিতেন “আমি জানিতাম তিনি উত্তম ভোজ এইরূপে অপচয় করিয়া থাকেন।” বাক্যের সতর্কতা বাক্‌পটুতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, আমরা যাহার সহিত আলাপ করি তাহার মনোরঞ্জনভাবে কথনই উত্তম নিয়মে ও সাধু বচনে কথন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরস্পর সৎকথাবার্ত্তা ব্যতীত দীর্ঘ সংবক্তৃতা করা স্থূলবুদ্ধির কর্ম্ম, এবং সুনিয়মিত ও সুনিশ্চিত বাক্য ব্যতীত উত্তর প্রদানে অবিজ্ঞতা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হয়। পশুদের মধ্যে অনেকে চলিতে দুর্ব্বল হইলেও ফিরিতে সত্বর হয়। শিকারী কুকুর ও খরগোসের মধ্যে তাদৃশ ভাব দৃষ্ট হয়। প্রকৃত বিষয়ে কোন কথা উক্ত হইবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত বাগাড়ম্বর করিলে বিরক্তি জন্মে এবং একেবারে একটীও আড়ম্বরী বাক্য ব্যবহার না করিলে প্রকৃত বিষয় অশিষ্ট ও চিক্কণ বোধ হয় না।

---

৩৩ উপনিবেশ।

পৌর্ব্বিক আদিম এবং বিক্রমসূচক ব্যাপার সমূহের মধ্যে উপনিবেশকে একটী ব্যাপার বলা যায়। এই বিশ্ব নবীনাবস্থায় মানব বংশের অত্যুৎপাদক হইয়াছিল, এইক্ষণে জীর্ণ হইয়া অত্যল্পোৎপাদক হয়, কারণবিবেচনায় বোধ হয় যে নবীন উপনিবেশ সকল পূর্ব্বকালিক রাজ্যনিচয়জনিত হয়। ফলতঃ স্থানান্তরিত হইবার জন্য যে স্থানে উপনিবেশ নাই এমত নির্ম্মল স্থানে উপনিবেশন উত্তম হয়; কারণ এরূপ না হইলে লোকদের উপনিবেশন না হইয়া বরং বিনাশ হয়। দেশ সংস্থাপন বৃক্ষ রোপণ স্বরূপ, কারণ প্রথম২ বিশ বর্ষের লভ্যকে ক্ষতি জ্ঞান

করিতে হয়, শেষে পুরস্কারের আশা কর্ত্তব্য; কারণ প্রথমৃ২ বর্ষে ঔদ্ধত্য পূর্ব্বক লভ্য গ্রহণ করাই অনেক উপনিবেশ ধ্বংসের প্রধান কারণ হইয়াছে। আশু প্রাপ্ত লভ্য উপনিবেশের হিতকর হইলে গ্রহণীয় বটে, কিন্তু অহিতকর হইলে সেৰূপ গ্রাহ্য নয়। প্রাপ্তদণ্ড ও অপরাধী এবং দুষ্টদিগকে উপনিবেশনার্থ সংগ্রহ করিলে শুদ্ধ লজ্জা ও অমঙ্গল হয় এমন নহে অধিকন্তু উপনিবেশ ভ্রষ্টীকৃত হয়, কারণ তাহারা চিরকাল দুষ্ট ও প্রতারক ৰূপে কাল হরণ করে ও কর্ম্মে পটু না হইয়া অলস, অনিষ্টকারী এবং খাদ্যধ্বংসক হয়; ইহারা স্বকার্য্যে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং আপনাদের জন্ম দেশে উপনিবেশের অশুভ সম্বাদ দেয়। উপনিবেশীভূত লোকদের মধ্যে শুদ্ধ মালী, কৃষিকর্ম্মকারী, শ্রমোপজীবী, লৌহকার, সূত্রধর, সূক্ষ্মযোগকারী, ব্যাধ, ধীবর এবং কতকগুলিন গন্ধবণিক, অস্ত্রচিকিৎসক, পাচক, এবং সূপকার প্রভৃতি থাকা উচিত। উপনিবেশ দেশ হইতে প্রাপ্য কি২ খাদ্য স্বতঃ উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে প্রথমে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবে, তথায় চেষ্টনট্ নামক ফল, আক্রোট ফল, আনারস, জলপাঁই, খর্জ্জুর, কুল, চরী নামক ফল, বনমধু ইত্যাদি থাকিলে ব্যবহার করিবে। পরন্তু কি কি ভক্ষ্য দ্রব্য শীঘ্র ও এক বৎসরের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু হয় তাহা বিবেচনা করিবে, যথা পার্শনিপ্ নামক মূল, গাজর, শালগ্রাম, পলাণ্ডু, মুলা, যিরুশালমের হাতিচক এবং ভুট্টা, প্রভৃতি। কারণ গম, যব এবং ওট নামক শস্য বিশেষের উৎপাদনার্থ অত্যন্ত শ্রম স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু মটর কলাই প্রভৃতির আদ্যোৎপাদনার্থ বড় পরিশ্রম লাগে না এবং ইহারা মাংস রুটীর কার্য্য করে, তণ্ডুলও অতি বৃদ্ধিশালী হইয়া তদ্রূপ সাধারণের আদরণীয় হয়। অধিকন্তু যাবৎ প্রস্তুত রুটী প্রাপ্ত হইতে না পারা যায় তাবৎ প্রথম প্রথম বিশকুট, ওট

নামক শস্যের ময়দা, সুজি, এবং গমের ময়দা প্রভৃতির বিপণি স্থাপন করিবে, এবং নিরাময়কারী ও আশুবর্দ্ধিষ্ণু পশু পক্ষি সকল অধিক পরিমাণে সঙ্গে নীত হইবে, তৎ-যথা শূকর, ছাগ, মোরগ, মুরগী, পেরু, হংস, গৃহকপোত ইত্যাদি। শত্রুপক্ষীয় সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ দেশে যাদৃশ খাদ্যের পরিমিত ব্যয় হইয়া থাকে উপনিবেশ স্থানে তাদৃশ ব্যয় হইবে। আর সাধারণ সম্পত্তি হইবার জন্য অধিকাংশ ভূমি শস্যের ক্ষেত্র করিয়া রাখিবে, এবং শস্য সঞ্চয় করিয়া ভাণ্ডারস্থ করিলে পর পরিমাণানুসারে ব্যয় করিবে, তদ্ভিন্ন কোন২ বিশিষ্ট লোক স্বকীয় বিশেষ লাভের নিমিত্ত কোন২ স্থান কৃষি কর্ম্মোপযোগী করিয়া রাখিবে। আর যাহাতে উপনি-বেশের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে এমত কি২ বাণিজ্য দ্রব্য তাহা হইতে স্বভাবতঃ জন্মে তাহাও বিবেচনা করিবে। কিন্তু বর্জিনিয়া নামক উপনিবেশ দেশে যাদৃশ তাম্রকূটের কর্ষণ লভ্য জনক বোধে প্রধান কর্ম্ম হইলেও আশু ফলদায়ক না হওয়াতে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া তথাকার লোকদের প্রাণ নষ্ট করে তদ্রূপ কর্ম্ম করা না হউক। দহনীয় কাষ্ঠবৃক্ষ সর্ব্বত্রেই অত্যন্ত বহুল, অতএব ঘরের কড়ির জন্য কাষ্ঠের ব্যবসায় উপযুক্ত। প্রচুর কাষ্ঠ দায়ক উপনিবেশ স্থলে লৌহের আকর এবং যন্ত্র স্থাপনের নিমিত্ত উপযুক্ত নদীকুল থাকিলে লৌহের উৎকৃষ্ট ব্যবসায় হয়। উপনিবেশ স্থলে সৈন্ধব লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য যোগ্যস্থান হইলে তাহাও তথায় প্রস্তুত করিবে। কার্পাশ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাও বাণিজ্য দ্রব্য হইতে পারে। দেবদারু কাষ্ঠ পুঞ্জ এবং উহার বৃক্ষ সমূহ থাকিলে আলকাতরা হইতে পারে, এবং ঔষধীয় ও সুগন্ধিদ্রব্য তথায় জন্মিলে মহা লভ্যকর হয়, এইরূপ পোটাশকর গাছ এবং অন্যান্য দ্রব্যও উপকারক বোধ হইতে পারে। কিন্তু

ভূমীর নীচে গভীর খনন বিধেয় নয়, কেননা আকরের প্রত্যাশা অতীব অনিশ্চিত এবং তাহাতে উপনিবেশকারীরা অপরাপর কার্য্যে অলসীকৃত হয়। দুই একটী মন্ত্রির সহায়িত একজন শাস্তার হস্তে রাজ্য সমর্পিত থাকুক এবং মন্ত্রিরা কিয়ৎ পরিমাণে যুদ্ধ সম্পর্কীয় নিয়ম অভ্যাস করিতে সেনাপতির সনন্দ প্রাপ্ত হউন। অধিকন্তু লোকেরা যেন ঈশ্বরকে সতত প্রাপ্ত হইয়াই এবং তিনি তাহাদের সহায়তা করেন এমত জ্ঞান করিয়াই প্রান্তরে বাস করত আপনাদের লভ্য উৎপাদন করেন। উপনিবেশরাজ্য বহুসংখ্যক মন্ত্রী ও কর্ম্মচারিদের উপর নির্ভর না করিয়া অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারী ও মন্ত্রীর উপর নির্ভর করিবেক এবং মন্ত্রীরা ও কর্ম্মচারিরা বণিক না হইয়া বরং কুলীন ও ভদ্রসন্তান হইলে ভাল হয়, কারণ বণিকেরা উপস্থিত লাভের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখেন। উপনিবেশের সামর্থ্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহা হইতে কোন মাস্তুল কিম্বা রাজস্ব নীত না হউক, উপনিবেশ শুদ্ধ মুক্তরাজস্ব হইলেই যথেষ্ট হয় না, কিন্তু বিশেষ সতর্ক হইবার হেতু না থাকিলে লোকেরা যে স্থানে উত্তম রূপে বাণিজ্য দ্রব্য সকল বিক্রয় করিতে পারে এমত স্থানে তাহা লইয়া যাইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হউক। উপনিবেশে শীঘ্র২ এক দলের পর অন্য দল প্রেরণ করিয়া লোকদ্বারা উহা অতিরিক্ত পূর্ণ করিও না, বরঞ্চ তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ বুঝিয়া তাহা পূরণার্থ লোক প্রেরণ কর, তাহাতে লোকেরা উপনিবেশ স্থানে উত্তমরূপে বাস করিতে পারিবে এবং সংখ্যাধিক না হওয়াতে অভাব হইবে না। সমুদ্র ও নদীর তীরসান্নিধ্য এবং আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করাতে কতক উপনিবেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা বিপদ ঘটিয়াছে, অতএব যান ব্যবহার ত্যাগার্থে এবং অন্য কোন অসুবিধা পরিহারার্থে ইচ্ছা থাকিলেও সরিতের ধারে ঘর নির্ম্মাণ না করিয়া দেশের

ভিতর দিগে ঘর নির্ম্মাণ করিও। উপনিবেশে স্বাস্থ্যকর লবণ সঙ্গে নীত হইবে ও আবশ্যক মতে খাদ্যের সহিত ব্যবহৃত হইবে। অসভ্যদের স্থান উপনিবেশীকৃত হইলে তাহাদিগকে কেবল খেলনীয় বস্তু দিয়া সন্তুষ্ট করিবে না, প্রত্যুত যথার্থ ও সদয় ভাবে যথেষ্ট মনোযোগী হইয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবে, তাহাদের শত্রুদিগকে আক্রমণ করণার্থ সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদের প্রসন্নতা ভাজন হইও না, কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সাহায্য প্রদান করা মন্দ বিষয় নয়। উপনিবেশকারিদিগকে বারম্বার স্বদেশে প্রেরণ করিবে তাহাতে তাহারা আপনাদের অপেক্ষা স্বদেশের শ্রেষ্ঠতর অবস্থা দেখিয়া উপনিবেশে প্রত্যাগমন করিলে তাদৃশাবস্থাপন্ন হইতে যত্ন করিবে। উপনিবেশের সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইলে তথায় নারীদিগকেও উপনিবেশনার্থে প্রেরণ করিবে, তাহাতে উপনিবেশের বংশ বৃদ্ধি হইবে; জন্মদেশ হইতে সতত লোক প্রেরিত করিতে হইবে না। উপনিবেশকে ঝটিতি একেবারে পরিত্যাগ করার তুল্য জগতে আর পাপ নাই, কেননা স্নেহনীয় বহু লোকের রক্তপাত জন্য শুদ্ধ অখ্যাতি দোষের ভাগীও হইতে হয়।

৩৪। ধন।

ধনকে সৎক্রিয়াবাধক সামগ্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিতে পারি না, কারণ যেমন সৈন্যদিগের দ্রব্য সামগ্রী উহাদের প্রতিবন্ধক হয়, তেমনি ধন উত্তম কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয়। সৈন্যেরা আপনাদের দ্রব্য সকল সঙ্গেও রাখিতে পারে না এবং পশ্চাতেও ছাড়িয়া যাইতে পারে না। এই দ্রব্যচয় তাহাদের যুদ্ধ যাত্রা নিবারণ করে, এমন কি, তত্তদ্দ্রব্য বিষয়ক চিন্তা কখন২ তাহা-

দের জয়ের ব্যাঘাতজনক হয়। বিতরণ ব্যতীত বহুল ধনের প্রকৃত ব্যবহার নাই এবং বিতরণাবশিষ্ট ধন বিড়ম্বনা মাত্র। সুলেমান রাজা কহেন যে “ সম্পত্তি বাড়িলে তাহার ভোগ-কারীগণও বাড়ে, দৃষ্টিসুখ ব্যতিরেকে তাহার স্বামিদের কি লাভ ?” স্বয়ং স্বধনভোক্তা ব্যক্তি আপনার বিস্তর ধন সমস্ত ভোগ করিতে পারে না, সম্পত্তি রক্ষা কিম্বা তদ্বণ্টনক্রিয়া এবং তদ্দান কিম্বা তৎকৃতকীর্ত্তি বিনা তদধিকারির অন্য কোন প্রকৃত প্রয়োজন হয় না। দেখ ক্ষুদ্র২ প্রস্তর ও দুর্লভ বস্তু সমূহের নিমিত্ত মূল্য বাহুল্য নিরূপিত হয় এবং মহাসম্পত্তির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন দৃষ্টি গোচর হইবে বলিয়া কত২ ব্যয় জনক আড়-ম্বরী ব্যাপার নিষ্পাদিত হয়। তথাপি বিপদ ও ক্লেশ হইতে অর্থদ্বারা রক্ষা হওয়াতে ইহাই উহার প্রয়োজন এমন বলা যাইতে পারে, যথা সুলেমান কহেন যে “ধনই ধনবানের বোধে তাহার দুর্গ ;” ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায়, যে ধনী ধনকে দুর্গ কল্পনা করে, বস্তুতঃ সর্ব্বদা তাহা নহে ; কেননা মনু-ষ্যেরা বহু ধন দ্বারা অধিক পরিমাণে রক্ষিত না হইয়া বিনষ্ট হয়। আড়ম্বরার্থে ধন প্রার্থনা করিও না, পরন্তু ন্যায্যভাবেপ্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার ও প্রফুল্ল ভাবে বিতরণ কর এবং সন্তোষ মনে মুমূর্ষাকালে দান করিয়া যাও। সন্ন্যাসীর ন্যায় ধনে বৈরাগ্য ভাব ধারণ করিও না, কিন্তু রাবিরিয়স্‌পস-থমসের বিষয়ে সিসিরোর উক্তি বিচার কর, তৎযথা “তিনি লোলুপ্সাবৃত্তি তৃপ্তি করিতে সযত্ন না হইয়া দয়া দাক্ষিণ্য ভাব বিস্তারের উপায় চেষ্টা করণার্থ সৌভাগ্য লাভেচ্ছা করিতেন ইহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।”, সুলেমানের কথায় মনোযোগ করিয়া ধনের তূর্ণ সঞ্চয়ের বিষয়ে সতর্ক হও, তৎযথা, “ হঠাৎ ধনবান হইতে উদ্যোগী লোক নির্দ্দোষ নয়।” কবিরা কল্পনা করিয়া কহেন যে, প্লুটস নামা ধনদেবতা জুপিটর নামা প্রজা-

প্‌তির দ্বারা প্রেরিত হইলে খুঁড়িয়া২ চলে ও ধীরে গমন করে, কিন্তু প্লুটো নামক যম দ্বারা প্রেরিত হইলে দ্রুত হইয়া ধাবমান হন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সদুপায় ও উপযুক্ত পরিশ্রমার্জ্জিত ধন ক্রমে২ পাদ বিক্ষেপ করে; কিন্তু লোকদের মৃত্যু দ্বারা অর্থাৎ উত্তরাধিকাররূপনিয়ম ও দানপত্র প্রভৃতি দ্বারা যে ধন লব্ধ হয়, তাহা অধিকারিদের নিকট অতি ত্বরায় গমন করে, কিন্তু প্লুটোকে দৈত্য জ্ঞান করিলেও এতদ্রূপ কল্পনা সঙ্গত হয়, কারণ ধন দৈত্য হইতে অর্থাৎ প্রবঞ্চনা, দৌরাত্ম্য এবং অন্যায়োপায় দ্বারা ত্বরিত আগত হয়। ধনীকৃত হইবার উপায় বিবিধ, তন্মধ্যে অধিকাংশ দুষ্টাচার। ব্যয়কুণ্ঠতা সর্ব্বপ্রধান উপায় হইলেও সদোষ, কারণ ইহা মনুষ্যদিগকে দয়া দানাদি সৎক্রিয়া করিতে নিষেধ করে। ভূমির উৎকর্ষসাধনই ধন প্রাপনের অত্যন্ত স্বাভাবিক সাধন, কারণ তাহা আমাদের মহাজননী পৃথ্বীর আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হয়, কিন্তু ভূমি দ্বারা ধন লাভ শীঘ্র না হইলেও মহা ধনিরা কৃষিকর্ম্ম স্বীকার করিয়া প্রভূত ধন বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমি জানি যে ইংলণ্ডনিবাসী এক জন কুলীনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয় ব্যবস্থা ছিল,-তিনি বৃহৎ পশুপালচারক ও বৃহৎ মেষপাল রক্ষক, বাহাদুরি কাষ্ঠের বড় গোলদার, পাতরিয়া কয়লার ভারী মহাজন, শস্যের মহাধ্যক্ষ, সীসা ও লৌহ এবং কৃষিকর্ম্মের মহাব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। অতএব এই পৃথিবী ক্রমাগত আমদানির স্থান হওয়াতে তাঁহার পক্ষে ইহাই সমুদ্র তুল্য হইয়াছিল। এক ব্যক্তি যথার্থ বুঝিয়া কহিয়াছেন যে "কোন মানুষের স্বয়ং স্বল্প ধনী হওয়া কঠিন কিন্তু ধনবানের মহাধনী হওয়া সহজ" কারণ কোন ব্যক্তির মূল ধন অধিক থাকিলে তিনি দ্রব্য ধরিয়া রাখিয়া পণ্য দ্রব্যের অধিক লভ্য প্রাপ্তির অপেক্ষা করিতে ও অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা অধিক

মুল্যের সামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হইলেও যদি তিনি দরিদ্রতর লোকদের পরিশ্রমের সমান ভোগী হন, তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত ধনবান না হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

চলিত ব্যবসায়জনিত লভ্য নির্দ্দোষ পরিশ্রম দ্বারা এবং সাধু ও সরল ব্যবহার নিমিত্তক সুখ্যাতি দ্বারা তল্লভ্যের সমৃদ্ধি হয় কিন্তু দ্রব্যের দর চুক্তি করিয়া অপরলোকদিগের প্রয়োজেন জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে ভৃত্য বা দালালদিগের দ্বারা প্রতারণাপূর্ব্বক তাহাদিগকে লওয়াইতে হইলে শঠতা পূর্ব্বক অন্য ক্রেতাদিগকে টাল মাটাল করিতে হইলে এবং এই রূপ ধূর্ত্ত ও দুষ্ট ব্যবহার করিতে হইলে, লাভের প্রত্যাশা অধিক সন্দেহান্বিত হয়। একচেটে মহাজনেরা ক্রীত দ্রব্যের পুনর্ব্বিক্রয় দ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নিকট হইতে দ্বিগুণ লাভ করে। বিশ্বস্ত ভাগিদার পাওয়া গেলে ভাগাভাগির কর্ম্মেও ধনলাভ হয়। কুসীদগ্রাহী লোক অন্যের কপোল ঘর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত অন্ন ভোজন করাতে এবং পর্ব্ব দিবস সমূহেও লাভ করাতে কুসীদ গ্রহণ অর্থ লাভের একটী নীচতম সাধন হইলেও অব্যর্থতম হয়, কিন্তু তাহা দোষাক্রান্ত হয়, কারণ বণিক ও দালালেরা আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে অধমর্ণদিগকে উত্তমর্ণদের নিকট ভাল বলিয়া প্রেরণ করে। কেহ কোন বিষয়ের প্রথম কল্পনাকারী কিম্বা প্রথম বিশেষ স্বত্বাধিকারী হইলে তাহার সৌভাগ্যে কখনং বিস্ময়াবহ ধন অতিবাহুল্য হয়, যেমন জনৈক প্রথম শর্করা ব্যবসায়ী ব্যক্তি কেন্যারি নামক দ্বীপপুঞ্জে অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন, অতএব কেহ বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি বিশিষ্ট. যথার্থ নৈয়ায়িক হইতে পারিলে সুযোগ বুঝিয়া মহৎ ব্যাপার উদ্ভাবন করিতে পারেন। নিরূপিত লাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অতি ধনী হইতে পারে-

না, এবং দ্বৈধজনক লাভের জন্য সমস্ত ধন অর্পণ করিলে প্রায় নিষ্ফল ও দরিদ্রীকৃত হইতে হয়, অতএব ক্ষতি হইলে তদুদ্ধারের নিশ্চিত উপায় দ্বারা সংশয়িত অর্থ লাভের বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। পুনর্বিক্রয়ার্থে সমুদায় ক্রয় ও আড়ৎদারী প্রতিরুদ্ধ না হইলে বিশেষতঃ কিং দ্রব্য অন্য লোকদের প্রার্থনীয় তাহা জানিয়া পূর্ব্বে তৎসমুদায় সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তাহা ধন প্রাপ্তির মহৎ সাধন হয়। রাজসেবা দ্বারা ধন লাভই উন্নতির অতি সম্ভ্রান্ত পদ্ধতী, কিন্তু মিথ্যা স্তুতিবাদ, কুপ্রবৃত্তি জনন এবং অন্য প্রকার দাসবৎ ব্যবহার দ্বারা উহার প্রাপ্তি অতিশয় নিন্দনীয় হয়। "তিনি জালের ন্যায় দান পত্র ও পিতৃমাতৃহীনলোকদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন" সেনেকার বিষয়ে টেসিটসের এবম্প্রকার উক্তি অনুসারে মুমূর্ষু ব্যক্তির দানপত্র গ্রহণ এবং তদনুসারে তাহার তাবৎ কার্য্য সম্পাদন, পরিচর্য্যা অপেক্ষা অধমতর কর্ম্ম। অর্থাবহেলকদিগকে বড় বিশ্বাস করিও না, কেননা তাহারা হতার্থাশ হইয়াই অর্থ অবজ্ঞা করে, এবং স্বয়ং ধনী হইয়া উঠিলে অধিকতর ধনলোভী হয়। ব্যয়কুণ্ঠ হইও না, ধন সকল পক্ষবিশিষ্ট হইয়া কখনং আপনাপনি এক দিগে উড়িয়া যায়, কখনং উহাদিগকে গৃহে অধিক ধনানয়নার্থে উড্ডীন করিয়া দিতে হয়। মনুষ্যেরা মৃত্যুকালে জ্ঞাতিকুটুম্ব বা সাধারণ জনসমাজের জন্যে ধন রাখিয়া যায় তাহা পরিমিত রাখা হইলেই উভয়ের বিশেষ উপকার জন্মে। উত্তরাধিকারী পরিণত বয়স্ক ও সুপক্ক বুদ্ধি না হইলে তাহার নিমিত্ত রক্ষিত মহা সম্পত্তিই চতুর্দ্দিগাক্রামী শিকারী খেচরদের প্রলোভ দ্রব্য স্বরূপ হয়। এই প্রকার বিজ্ঞতাক্রমে নিয়ম বদ্ধ না করিলে অতিথিশালা ও সাধারণের জন্য বিদ্যামন্দির স্থাপনই নির্লবণ বলির ন্যায় এবং দান বিচিত্র কবরের ন্যায় হয় অর্থাৎ সাধারণ হিত অনি-

য়মিত প্রচুরদানরূপকবর ভিতরে পচিয়া নষ্ট হয়। [লবণ্য-ভাবে ঈশ্বরোদ্দেশে দত্ত বলি পচিয়া যায়। মন্দিরাদি সুনি-য়ম দ্বারা চিরস্থায়ী করিয়া না দিলে তাহা বঞ্চকদের লাভজনক লোভনীয় বস্তু হয় ও অবিলম্বে নাশ পায়, তাদৃশ মন্দিরাদির বাহ্যিকাকৃতি সাধারণের উপকারার্থক বোধ হইলেও সমাধি স্থল স্বরূপ হয়।] অতএব কত দান করিয়াছ শুদ্ধ তাহার সংখ্যা না করিয়া উপযুক্ত প্রয়োজন চিন্তা করিও, এবং দান বিতরণ করিতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিও না, কারণ ফলতঃ তাহা করিলে যথার্থ বিচার দ্বারা আপনার অপেক্ষা অন্যের সদাশ-য়তা প্রকাশ পায়।

৩৫। ভবিষ্যদ্‌ বাক্য।

ঐশিক প্রবচন বা বিজাতীয় দৈববানী অথবা প্রাকৃতিক ভাবী কথার বিষয়ে কিছু না বলিয়া, কেবল নিগূঢ় কারণ ঘটিত কতিপয় নিশ্চিত স্মরণীয় ভাবী বাক্যের বিষয়ে কিছু বলিতে মানস করি। পিথোনীম্মা ভবিষ্যদ্বক্ত্রী শৌলকে কহেন "কল্য তুমি ও তোমার পুত্রগণ আমার সঙ্গী হইবে।" ভর্জিল নামা কবি হোমার হইতে উদ্ধৃত করিয়া কহেন "এই বিশাল বিশ্বে ঈনিয়স্‌ বংশ রাজত্ব করিবে এবং সন্তানসন্ততিক্রমে রাজমুকুট পরিধান করিবে;" এই ভবিষ্যদ্‌বাক্যটী বোধ হয়, রোমীয় সাম্রাজ্যের বিষয়ে উক্ত হয়। সেনেকা কহেন "কিয়ৎ বৎসর পরে এমত সময় আসিবে যখন সমুদ্রের সীমারূপ শৃঙ্খল সকল শিথিল হইয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের অনুরূপ অন্য ভূমি বিস্তার করিবে। কোন সাহসী পোতপথদর্শকলোক দ্বিতীয় জগতের পারাবার কূল অন্বেষণ করিবে এবং পৃথিবীর চরম-সীমা আর দৃশ্য হইবে না।" আমেরিকার আবিষ্ক্রিয়ার

বিষয়ে এই ভাবী বচন ছিল। পলিক্রেটিসের কন্যা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে জুপিটর তাঁহার পিতাকে স্নান করাণ এবং আপোল্লো তাঁহাকে তৈলাক্ত করেন, পরে ইহা ঘটে যে তাঁহার পিতা প্রকাশিত স্থানে ক্রূশার্পিত হন, তথায় সূর্য্য তাঁহাকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর করে, এবং বৃষ্টি ধৌত করে। ম্যাসিডনের ফিলিপ রাজা স্বপ্ন দেখেন যে তিনি আপন পত্নীর উদর মুদ্রিত করেন তিনি, ইহার ব্যাখ্যা করেন যে তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা হইবে, কিন্তু অ্যরিষ্ট্যান্ডার নামা দৈবজ্ঞ তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার ভার্য্যা পুত্রবতী হইবেন, যেহেতুক লোকেরা শূন্য পাত্র মুদ্রিত করে না। একটী ভূত ‘ব্রুটসের তাম্বুতে দর্শন দিয়া তাহাকে কহিয়াছিলেন যে “তুমি পুনর্ব্বার ফিলিপি নগরে আমার সহিত সাক্ষাত করিবে।” টাইবিরিয়স নামা ব্যক্তি গাল্‌বাকে কহিয়াছিলেন “হে গালবা তুমিও সাম্রাজ্যের আস্বাদন করিবে।” ভেসপেসিয়ানের সময়ে পূর্ব্ব দিগ হইতে এক ভবিষ্যদ্বাক্যের উদয় হয় যে যিহুদা হইতে উৎপন্ন লোকেরা বিশ্বের উপর রাজত্ব করিবে, বোধ হয় একথা আমাদের ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে পর্য্যবসিতার্থ হইলেও টেসিটস নামা ব্যক্তি ভেসপেসিয়ানের বিষয়ে ব্যক্ত করেন। ডমিটিয়ান হত হইবার পূর্ব্ব রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার স্কন্ধের গ্রীবা হইতে একটী স্বর্ণময় মস্তক উদিত হইতেছে, বস্তুতঃ তাঁহার উত্তরাধিকারিরা বহুকাল স্বুবর্ণময় সত্যযুগ উদ্ভাবন করেন। সপ্তম হেনরী বাল্যাবস্থায় আপন পিতা ষষ্ঠ হেনরীকে জলদান করিবার কালে তাঁহাকে তাঁহার পিতা কহিয়াছেন “আমরা যে রাজ মুকুটের চেষ্টা করি এই বালক তাহা উপভোগ করিবে।” আমি ফ্রান্সে অবস্থিতি করিবার কালে ডাক্‌টর পিণার নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম যে ফ্রেঞ্চ রাজ্ঞী জ্যোতিষীগণনাবিদ্যারভক্ত থাকাতে কল্পিত নাম ধরিয়া

আপন স্বামী ফ্রেঞ্চ রাজের জন্ম ও মৃত্যুকাল গণনা করান, এবং কোন দৈবজ্ঞ বিচার করিয়া বলেন যে রাজা দুই জনের পরস্পর যুদ্ধে হত হইবেন। রাণী আপন স্বামীকে লোকদের যুদ্ধ ও যুদ্ধার্থ আহ্বানের উপর পদস্থ, অর্থাৎ তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে সকলি অযোগ্য জ্ঞান করিয়া উক্ত বাক্যে হাস্য করিয়াছিলেন কিন্তু রাজা সৈনিক যুদ্ধ ক্রীড়ায় কোন গতিকে হত হয়েন। মণ্টোগোমারী নামা ব্যক্তির যষ্ঠির সরু খণ্ডটী উদ্বিড়ালের লোম নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণের মুখোপরি নতাংশে প্রবিষ্ট হয়। আমি যখন শিশু ছিলাম ও এলিজেবেথ রাণী তরুণবয়স্কা ছিলেন, তৎকালে একটী সামান্য ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎযথা "যখন ইংলণ্ডের সমস্ত শণ "হেম্পে" ক্ষয় হইবে তখন তাহার যুদ্ধজাহাজ সকল নষ্ট হইবে" ইহাতে সাধারণের এই বোধ ছিল যে হেম্পের পঞ্চবর্ণার্থ হেনেরী, এডয়োয়ার্ড, মরিয়ম, ফিলিপ, এবং এলিজেবেথ রাজ্য করিলে পর ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা হইবে। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক ইংলণ্ড নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, কারণ এখন ইংলণ্ডের রাজা ব্রিটেনের রাজা উপাধি পাইয়াছেন। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আরো একটী দুর্ব্বোধ ভাবিবচন আমার শ্রুত হইয়াছিল যে " কোন দিন নরয়োয়ের অন্তঃপাতী কোন বক্ নামক স্থান এবং স্কটিশ্ উপদ্বীপের মধ্যে নরয়োয়ের কৃষ্ণ জাহাজসমূহ দৃষ্ট হইবেক, উহাদের আগমন এবং প্রতিগমনের পরে ইংলণ্ডের গৃহ সকল চূর্ণ এবং প্রস্তরে নির্ম্মিত হইবে, কারণ তোমাদের আর যুদ্ধ ভয় থাকিবে না।" সাধারণে বোধ করিয়াছিল যে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে জাহাজ আসিয়াছিল তাহা স্পেনিশ জাহাজ সন্দেহ নাই কারণ স্পেন রাজের কৌলিকোপাধিই নরয়োয়ে। জন্ মুলারের জন্মভূমির নামানুসারে রিজিয়োমন্টেন্স নাম হয় তাহার বিষয়ে ভবিষ্য-

দ্বাক্য ছিল যে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ অদ্ভুত বৎসর হইবে।” সমুদ্র-বিহারী মহাবলবিশিষ্ট বৃহৎ জাহাজ সংখ্যায় অনেক না হই-লেও প্রেরিত হওয়াতে এই ভাবি বচন সিদ্ধ হইয়াছে। বোধ হয়, ক্লিয়নের এই স্বপ্নটী পরিহাস মাত্র যে “তিনি একটী দীর্ঘ অজগর সর্পের কবলিত হইবেন” ইহার অর্থ কল্পা হইয়াছিল যে এক জন বিশেষৰূপে মাংস প্রস্তুতকারী তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়। এই ৰূপ জ্যোতিষীগণনায় নিশ্চিত ভাবি বাক্য ও স্বপ্নদর্শন সংক্রান্ত অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু আমি কতক গুলি নিশ্চিত কথা উদাহরণার্থে লিখিলাম। আমার বিবে-চনা এই যে এই সকলই হেয় এবং শীতকালে অগ্নির নিকট উত্তাপ গ্রহণ কালে কল্পিত গল্পের ন্যায় আদরণীয়। আমি উহাদিগকে হেয় জ্ঞান করি ; আর আমার অভিপ্রায় এই যে উহারা বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও উহাদের প্রচারণ কোন প্রকারে হেয় বোধ করা হয় নাই, কেননা উহাদের দ্বারা অধিক অনিষ্ট ঘটিয়াছে এবং উহাদের নিবারণার্থে স্থাপিত অনেক কঠিন ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। যাহাতে উহা-দিগকে উপযুক্ত ৰূপে স্বীকার ও কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাস করা হয় এমন তিনটী কারণ আছে। প্রথমতঃ মনুষ্যেরা কোন বিষয় সফল হইলে তাহাতে মনোযোগ করে এবং বিফল হইলে তাহাতে কখন মনোযোগ করে না, যেমন স্বপ্নের বিষয়ে সচ-রাচর ঘটে। দ্বিতীয়তঃ সম্ভাবনানুমিত কিম্বা পরম্পরা শ্রুত বিষয় প্রায় ভাবি বাক্য ৰূপ হইয়া উঠে, যখন মনুষ্যের স্বভাবই ভবি-ষ্যৎ কথনেচ্ছুক হয়, তখন প্রকৃত ঘটনার বিবেচনীয় সম্ভাবনী-য়ত্ব অনুভব করিলে প্রবচন করিতে কোন আশঙ্কা করে না যেমন সেনেকার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কারণ তাঁহার কথা ঈদৃশ উপপাদ্য হয় যে এই গোলাকার পৃথিবীর অনেক স্থান আটল্যাণ্টিক সাগরের বাহিরেও আছে, আটল্যাণ্টিক সর্ব্ব

সাগরময় হইতে পারে না এমত সম্ভব বোধ হইয়াছিল, এবং প্লেটো নামা সুধীর প্রণীত টিমীয়স ও আটল্যাণ্টিকস্ গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত পরম্পরাগত কথা উল্লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে কেহ সেনেকার কথাকে ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়া বিবেচনা করিতে উৎসাহিত হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ অলস ও ধূর্ত্ত পুরুষদের কর্ত্তৃক অতীত ঘটনার পর প্রায় সমস্ত প্রবঞ্চনার কথা কল্পিত ও রচিত হওয়াতে ভবিষ্যদ্বাক্য বোধ হয়।

৩৬। উন্নতীচ্ছা।

উন্নতীচ্ছা পিত্তের ন্যায় একটী আন্তরিক ভাব বিশেষ, ইহা রুদ্ধ না হইলে মনুষ্যদিগকে সতর্ক, ধীর, উদ্যত ও উত্তেজিত করে, কিন্তু ইহা বদ্ধ এবং উপায় পথ বিহীন হইলে জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা হইলে বিষবৎ জিঘাংসু হয়। উন্নতীচ্ছুক মানবেরা উন্নতির অবারিত দ্বার প্রাপ্ত হইলে এবং ক্রমাগত অগ্রসর হইতে পারিলে বিপদ জনক না হইয়া বরং কর্ম্মাবিষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু বাসনানিরুদ্ধ হইলে অন্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য মনুষ্যদিগকে ও তাহাদের বিষয় কর্ম্ম সকলকে কুদৃষ্টিতে অবলোকন করেন এবং তাহাদের অভীষ্ট বিষয় সমূহ অসিদ্ধ হইলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজ পরিচারক ঈদৃশ স্বভাবী হইলে অত্যন্ত নিকৃষ্ট হয়, অতএব রাজাদের উচিত যে, উন্নতীচ্ছুকদিগকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলে উন্নত বিনা অবনত করিবেন না, যেহেতুক এমন কর্ম্ম করা রাজাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে, অতএব ঈদৃশ স্বভাবীদিগকে না রাখাই উত্তম কারণ, ইহারা পরিচর্য্যায় উন্নতি না পাইলে প্রভুদের ক্ষতি করিবার উপায় গ্রহণ করে। প্রয়োজন না

হইলে এমত উন্নতীচ্ছুক লোকদিগের সহিত ব্যবহার না রাখা উত্তম, ইহা কথিত হওয়াতে, এক্ষণে কোন২ বিষয়ে তাহাদের প্রয়োজন হয় তাহা বলা উপযুক্ত বোধ হইতেছে। যুদ্ধের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে যত বড় উন্নতীচ্ছুক লোক হউকনা কেন নিযুক্ত করিতে হানি নাই, কেননা তাদৃশ পদের আবশ্যকতা বিবেচনা করিলে তাদৃশ উন্নতিচ্ছা দূষ্য নয় এবং উন্নতীচ্ছা বিরহিত সৈন্যকে গ্রাহ্য করিলে তাহার পদের রেকাবের কাঁটা খসিয়া ফেলা হয় অর্থাৎ ঈদৃশ পদে এমন লোক অগ্রাহ্য। রাজাদের উপর অসূয়া ও বিপদের বিষয় ঘটিলে ইহারা তদ্ব্যবধায়ক যবনিকা স্বরূপ হওয়াতে অতিশয় প্রয়োজনায় হয়, কারণ চক্ষু-রোধাকৃতান্ধ কপোত যেমন ক্রমাগত ঊর্দ্ধ দেশে উড়িয়া যায় ইহারা তেমনি আপনার দিকে দৃষ্টি রাখে না, এবং এরূপ লোক হইতে না পারিলে রাজাদের পক্ষ লইতে পারে না। আরো দেখ, কোন উন্নত প্রজার বৃদ্ধি উৎসন্ন করিতে উন্নতীচ্ছ ব্যক্তিদের আবশ্যক হয়, যেমন সিজনস্‌কে উৎপাটন করিতে টিবিরিয়স্‌ রাজা ম্যাক্রোকে নিযক্ত করিয়াছিলেন। অতএব এতাদৃশ ব্যাপারে তাহারা নিয়োজিতব্য হওয়াতে, যেন বিঘ্নজনক না হইতে পারে এজন্য তাহাদিগকে দমিত রাখিবার উপায়টিও কথনীয়াংশ হইতেছে যে তাহারা কুলীন বংশজ না হইয়া নীচজাত হইলে, এবং করুণস্বভাব ও লোকপ্রিয় না হইয়া কর্কশ স্বভাব হইলে, এবং সুপক্ক ধূর্ত্ত ও পৈতৃক সমৃদ্ধিশালী না হইয়া নবীনোন্নত হইলে শাসনায়ত্ত হয়। কেহ২ রাজাদের প্রিয়পাত্র রাখাকে দৌর্ব্বল্য বোধ করেন, কিন্তু তাহা উন্নতীচ্ছুকউচ্চসেবকদের দমনের উৎকৃষ্ট উপায়, কারণ প্রিয়পাত্রেরা রাজাকে সন্তোষ ও অসন্তোষ করিবার পথ হইলে অন্য লোকের অত্যুচ্চ হওয়া অসাধ্য হয়। তাহাদিগকে স্ববশ রাখিবার উপায়ান্তর এই যে তাহাদের ন্যায় অন্য

অহঙ্কারীদিগকে তাহাদের সমান পদস্থ করিবেন, পরে তাহাদের সকলকে স্থির রাখিবার জন্য মধ্যবিধ মন্ত্রীগণ রক্ষিত হইবে, কারণ রাজ্যরূপ পোত স্থির করণার্থ তত্তলে মন্ত্রীবৎ ভার দ্রব্য স্থাপিত না থাকিলে পোত অতিশয় আলোড়িত হয়। নিদান পক্ষে বলিতেছি যে রাজা নীচতর লোকদিগকে উন্নতীচ্ছুক দিগের কশাঘাত স্বরূপ হইতে নিয়তোৎসাহ দ্বারা বর্দ্ধিত করিবেন। উন্নতীচ্ছুকেরা ভীষণ স্বভাব হইলে ইহারা তাহাদের বিনাশকারী হয়, কিন্তু তাহারা বলিষ্ঠ ও সাহসী হইলে আপনাদের অভিমত বিষয় প্রনিধান না করিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। এমত লোকদের অধঃপতন কার্য্যবশতঃ বাঞ্ছিত হইলে নির্ব্বিঘ্নে হঠাৎ সাধিত হইতে পারে না. কেবল সাহায্য ও তিরস্কারাদির ক্রমাগত বিনিময় রূপ উপায় করিলে তাহা হইতে পারে, কারণ তাহাতে তাহারা আপনাদের আকাঙ্ক্ষণীয় কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া অরণ্যগত দিক্‌ভ্রান্তলোকের ন্যায় হইবে। প্রত্যেক বিষয়ে উন্নতীচ্ছা প্রকাশ না হইয়া উচ্চ বিষয়ে প্রবল হইলে হানিকর হয় না, কেননা সকল বিষয়ে উন্নতীচ্ছা থাকিলে ব্যাকুলতা ও গোলমাল উদ্ভাবিত হয় ও স্বকার্য্য অপচিত হয়, পরন্তু উন্নতীচ্ছু ব্যক্তি সঙ্গিদল পরাক্রমবিশিষ্ট না হইয়া কার্য্যাসক্ত থাকিলে কোন বিপদ্দের ভয় হয় না। যিনি ক্ষমতাপন্নলোকদের মধ্যে মর্য্যাদাপন্ন হইতে চেষ্টা করেন, তিনি মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করেন তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের সতত উপকার হয়; কিন্তু যিনি অগণ্য লোকদের মধ্যে গণনীয় হইতে মানস করেন, তিনি সমুদায় লোকের আশা ভরসা ক্ষয় করেন। সম্ভ্রমের তিনটী গুণ আছে, প্রথম—হিতকারী উচ্চপদ প্রাপ্তি, দ্বিতীয়—রাজা ও প্রধান ব্যক্তির সমীপে গতিবিধি, তৃতীয়—নিজ সৌভাগ্য বর্দ্ধন। যিনি উন্নত্যাকাঙ্ক্ষা করিবার কালে এই অভীষ্ট

শ্রেষ্ঠগুণত্রয়ের মধ্যে একটী গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সাধু ব্যক্তি, এবং যে রাজা অন্য কোন উচ্চাভিলাষী জনের উক্ত গুণচয় লাভের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন তিনি বিজ্ঞ রাজা। যাঁহারা উচ্চপদের দিগে মনোযোগ না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগ করেন, এবং বীর্য্য প্রকাশী না হইয়া বিবেকানুসারে কর্ম্মানুরাগী হয়েন, এমত পরিচারকদিগকে রাজারা সাধারণরূপে মনোনীত করুন; কর্ম্মন্যতার্থিদের হইতে কর্ম্মঠদিগকে বাছিয়া' গ্রহণ করুন।

৩৭। নাট্যক্রিয়া ও রাষ্ট্রস্থানীয় আড়ম্বরী উল্লাস।

গম্ভীর বিষয় সমূহের মধ্যে বর্ত্তমান বিষয়টী বাল্যক্রীড়ার ন্যায় বোধ হয়, তথাপি যুবরাজদের চিকীর্ষণীয় হওয়াতে ইহা অপর্য্যাপ্ত ব্যয়সাধ্য না হইয়া সুচারু শোভা সম্পন্ন হইলে ভাল হয়। নৃত্য সঙ্গীত সম্বলিত হইলে গৌরবান্বিত ও মহা কৌতুকাবহ হয়। এবং কল্পনোচিত ভাবে গান রচিত হইয়া ভঙ্গীকৃত বাদ্য সহকারে উচ্চস্থ গায়কগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত হইলে উত্তম লাগে। গানের সময়ে বিশেষতঃ উত্তর প্রত্যুত্তর কালে নাট্যক্রিয়ারূপ অঙ্গচালন অতি' মনোহর। তৎকালে নর্ত্তনক্রিয়া জঘন্য ও ইতর বোধ হয় অর্থাৎ এক ব্যক্তির এক সময়ে নৃত্য ও গীত উভয় ভাল লাগে না। উত্তর প্রত্যুত্তরের রব গুলি পুম্বৎ প্রভাবশালী ও গম্ভীর হইবে, এবং নারাদের ক্ষীণস্বরবৎ না হইয়া পুরুষদের স্বাভাবিক স্বরবৎ হইবে। আর কার্য্য গুলি নিকৃষ্ট আমোদজনক না হইয়া কারুণ্যরসে পূর্ণ হইবে। গায়ক দল সম্মুখীন হইয়া ধর্ম্ম সঙ্গীতের নিয়মে এক দলের পর অন্য দল ধরিয়া লইলে মহাহর্ষজনক হয়। চিত্রাকার

পথানুসারে নৃত্য করিলে বাল্যক্রীড়ার ন্যায় বোধ হয়, যাহা স্বভাবতঃ মনোহারক সামান্যবিস্ময়কর নয়, তাহাই ধর্ত্তব্য। বস্তুতঃ নাট্যক্রিয়ার প্রতিকৃত চিত্র সকল পরিবর্ত্তনকালে তাহা ধীরে২ নিঃশব্দে পরিবর্ত্তিত হইলে মহা শোভাদায়ক ও অতিশয় প্রমোদকর হয়, কারণ যে২ নাট্যক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তৎসমুদায়ের পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাদৃশ চিত্রগুলি নয়নের প্রীতিপ্রদ হয়। চিত্রগুলি বিবিধ বর্ণের প্রভূত দীপ্তি দ্বারা প্রতিদীপিত হইবে, এবং মুখসাদিধারীরা কিম্বা নাট্যশালার নেপথ্যাভিমুখ হইতে আগন্তুক লোকেরা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কিছু অঙ্গ ভঙ্গী করিবেন, কারণ তাহা দেখিতে চমৎকার বোধ হয়; এবং তাহা দূর হইতে সম্পূর্ণ চিনিতে পারা যায় না বলিয়া দর্শকদের নেত্র মহামোদাকুলিত হইয়া দর্শনেচ্ছু হয়। গীত সকল ক্ষুদ্র পক্ষিদের শব্দ ও মৃদুস্বর বালকদের রোদনধ্বনির ন্যায় না হইয়া প্রফুল্লতা বিধায়ক উচ্চ রব হইবে। মোমবাতীর দীপ্তিতে শুভ্র বর্ণ, মাংস বর্ণ ও সামুদ্রিক জলবৎ হরিৎবর্ণ সুদীপিত হয়। ধাতু নির্ম্মিত বগ্‌লস্‌ কিম্বা স্প্যাঙ্গল অর্থাৎ জরির গোটা প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ যাদৃশ স্বল্প মূল্য, তাদৃশ শোভাকর। বহুমূল্য চিক্কণ সকল ব্যবহার করিলে অপচিত হয়, ও দৃষ্টিতে তাদৃশ বিশেষ সুন্দর বোধ হয় না। ছদ্মবেশীদের বেশগুলি সুদৃশ্য হওয়া আবশ্যক। এবং তাহারা তুরস্ক সৈন্য ও নাবিক প্রভৃতির বেশের সদৃশ কোন বেশ পরিধান না করিয়া এমত বেশ ধারণ করিবে, যে মুখস খসাইলেও তাহা তাহাদের সম্ভ্রমের অযোগ্য হইবেনা। নকল ছদ্মবেশ দীর্ঘকাল ধারণ করা উচিত নহে, যথা মস্করা, সেটার অর্থাৎ অর্দ্ধ মনুষ্যাকার অর্দ্ধ ছাগলাকার দেবতা, হনূমান, বন্যমানুষ, ভাঁড়, পশু, ভূতপ্রেত, ডাইন, কাফ্রি, বামন, ক্ষুদ্র তুরুষ্ক, অপ্‌সরী গ্রাম্য, কন্দর্প, করুণা-

জনক সং প্রভৃতি। হাস্যকর বেশ সমূহের মধ্যে স্বর্গীয় দুতের বেশকে হাস্যকর করা ভাল নয়, পক্ষান্তরে দৈত্য রাক্ষসদের ন্যায় কোন জঘন্য বেশ ধারণ ও উপযুক্ত নয়। কিন্তু বিশেষ রূপে উক্ত বেশধারীদের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২ বাদ্যের পরিবর্ত্তন হইলে আরাম বোধ হয়। দর্শক সমাজে বাষ্প ও গ্রীষ্ম হয় বলিয়া তথায় সুবাস জল বিন্দু২ পতিত না হইয়া হঠাৎ কোন সুগন্ধি দ্রব্য প্রোক্ষিত হইলে আমোদ ও আরাম অতিশয় হয়। নর ও নারীর দ্বিবিধ ছদ্মবেশ ধরিলে আড়ম্বর ও হর্ষের বিশেষ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘর পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন না হইলে সকলই বৃথা। পারিহাসিকদের সম্মুখা-সম্মুখীন যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ ও রণভূমির প্রধান শোভা জনক রণ-যান, অব্যবহৃত পশু-সিংহ ভল্লুক ও উষ্ট্র প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হইলে তাহার বিশেষ শোভা হয়। তাহাদের প্রবেশ কৌশল কিম্বা তক্‌মার বাহার কিম্বা ঘোটক ও সন্নাহের সুন্দর সরঞ্জাম থাকিলে ভারী জাঁক জমক হয়, পরন্তু এই সকল খেলনীয় বিষয়ে যথেষ্ট বলা হইল।

৩৮। মনুষ্যের স্বাভাবিক রীতি।

স্বভাব সর্ব্বদা গুপ্ত থাকে, তাহা কখনং পরাজিত হয় বটে, কিন্তু নির্ব্বাপিত হয় না। স্বভাবকে বলদ্বারা বশীভূত করিতে চাহিলে, তাহা অতিশয় প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কোনং মতের উপদেশ ও আলাপ দ্বারা কখনং হীনতেজ হয়: প্রত্যুত অভ্যাস দ্বারা উহা পরিবর্ত্তিত ও বশীকৃত হয়। স্বভাবজয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অনতিভারী ও অনতিলঘু বিষয়ে নিযুক্ত হইবে; কারণ অতি ভারী বিষয়ে অকৃতার্থ হইলে বিষণ্ন হইবে, এবং অতি লঘু বিষয়ে ক্রমশঃ তৎপর থাকিলে স্বল্পোন্নতি সম্পন্ন হইবে। যেমন সন্তরণাশাকারীরা কলসী প্রভৃতি বস্তু অবলম্বন করিয়া

সন্তরণ অভ্যাস করে, তেমনি স্বভাবজয়েচ্ছু ব্যক্তি প্রথমে কোন সহায় অবলম্বন করিয়া কোন বিষয় অভ্যাস করিবে। পরে যেমন নর্ত্তকেরা স্থূলচর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া নৃত্য অভ্যাস করে, তেমনি কঠিন বিষয় অভ্যাস করিবে, কারণ সাধারণ বিষয় অপেক্ষা কঠিনতর বিষয়ের অভ্যাস থাকিলে সর্ব্বদা অধিক সিদ্ধি লাভ হয়। স্বভাব অতি প্রবল ও তদুপরি জয় লাভ কঠিন হইলে সময় বুঝিয়া উহাকে স্থগিত ও নিবৃত্ত করাই কর্ত্তব্যের প্রথম ক্রম, যথা একটী লোক ক্রুদ্ধ হইবারকালে ইংরাজী ষড়্‌বিংশতি অক্ষর পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করত ক্রোধের ন্যূনতা সাধন করিতেন। ক্রমশঃ পরিমাণের হীনতা সাধনীয়, যেমন কেহ সুরাপান রহিত করিতে চাহিলে সমাজে ভোজনকালে তাহা পান না করিয়া গৃহে এক ঢোক করিয়া পান করিতে২ শেষে তাহা সম্পূর্ণ-রূপে বর্জ্জন করিতে পারে, পরন্তু কেহ একেবারে কোন ব্যাপার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত স্থির-সঙ্কল্প ও ক্লেশসহনশীল হইলে সর্ব্বোত্তম হয়। "একেবারে ক্ষয়কারী শোককে দূরীভূত করিলে এবং একটী যাতনা ভোগ করিয়া বর্ষব্যাপিনী যাতনা পরিশোধ করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।" বক্র যষ্টির ন্যায় বক্র স্বভাবকে বিপরীত দিগে নত করিবার প্রাচীন নিয়মটী উত্তম কারণ তদ্দারা তাহা ঋজু হয়, কিন্তু বিপরীত দিক মন্দ হইলে তাহা কর্ত্তব্য নয়। কোন বিষয় অভ্যাস করিতে হইলে তাহাতে ক্রমাগত প্রবৃত্ত না থাকিয়া মধ্যে২ বিরাম করা কর্ত্তব্য। ভাল মন্দ উভয় বিষয়ে এককালীন নিবৃত্ত থাকিলে তদ্দারা কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, আর কেহ সুবিজ্ঞ না হইলে যদি কোন বিষয় সতত অভ্যাস করেন, তবে তিনি ভ্রান্তি ও দক্ষতা উভয় অভ্যাস করিবেন ও উভয়ে একটী সংস্কার বদ্ধরীতি

উৎপাদন করিবে এবং মধ্যে২ বিরাম না করিলে তাদৃশ রীতির প্রতীকারান্তর ঘটে না। কেহ২ আপনাদের স্বভাব দমিত হইয়াছে ইহা বলিয়া তাহাকে অধিক বিশ্বাস করিবেন না, কেননা স্বভাব দীর্ঘকাল কবরস্থ হইয়া থকিলেও এমত সময় এবং প্রলোভন উপস্থিত হয় যে তদ্দারা তাহা সজীব হইয়া উঠে। যেমন ইশফের গল্পোক্তা কোন কন্যা, সে বিড়াল থাকিয়া নারী হইয়াছিল, এবং যাবৎ একটা মূষিক তাহার সম্মুখভাগে না আসিয়াছিল, তাবৎ সে মেজের শেষভাগে অধোবদনা হইয়া লক্ষ্য করতঃ বসিয়াছিল। অতএব প্রলোভনের সুযোগ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা উচিত, অথবা যদ্দারা মনে বিচলিত হইতে না হয়, এমত কার্য্য অভ্যাস করা বিধেয়। বিরলে রিপুর প্রাদুর্ভাবকালে এবং নূতন কার্য্য ও পরীক্ষার স্থলে মনুষ্যের স্বভাব অত্যুত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় কারণ বিরলে তাহার লোক দেখান ভাব থাকে না, রিপুর প্রাদুর্ভাব কালে নীতিজ্ঞান থাকে না এবং নূতন কার্য্য ও নূতন পরীক্ষার স্থলে পুরাতন রীতি খাটে না। যাহাদের স্বভাবানুযায়ী কর্ম্ম তাঁহারা সুখী, তাহা না হইলে তাঁহারা বলিতে পারেন যে "আমার আত্মা বহুকাল প্রবাসী হইয়াছে"। যে২ বিষয় মনুষ্য অভ্যাস দ্বারা স্বায়ত্ত করিবেন, তত্তদ্বিষয়ের অভ্যাসের জন্য সময় নিরূপণ করিবেন, পরন্তু স্বভাবসন্তোষকরবিষয় মনোনীত হইলে সময় নিরূপণার্থে ভাবনা করিবেন না; কেননা মনোহরবিষয় সম্বন্ধিনীভাবনাই স্বয়ং সুযোগ করিয়া লইবে, এবং অন্যান্য কার্য্যের কিম্বা অভ্যাস সকলের যথেষ্ট সময় হইবে। মনুষ্যের স্বভাব উদ্যানস্থ বৃক্ষ এবং অরণ্যস্থ বৃক্ষ উভয় স্বরূপ, অতএব সময়ে২ প্রথমটী জল দ্বারা সিক্ত করিবেক এবং শেষটীকে নষ্ট করিয়া ফেলিবেক।

৩৯। রীতি এবং শিক্ষা।

মনুষ্যদের চিন্তা প্রবৃত্তির অনুসারিণী হয়; কথোপকথন ও বক্তৃত্ব, বিদ্যা এবং শিক্ষিতমতানুযায়ী হয়, কিন্তু ক্রিয়া ব্যবহৃত রীতির অনুবর্ত্তিনী হয়। মাকিভেল এই কথাটী (কুদৃষ্টান্তোল্লিখিত হইলেও) উত্তম কহিয়াছেন যে, রীতি অর্থাৎ অভ্যাসের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত না হইলে স্বভাবের বলে ও বাক্যের প্রগল্‌ভতাতে বিশ্বাস নাই। তিনি দৃষ্টান্ত দেন যে অপ্রতিকার্য্য কুমন্ত্রনা সিদ্ধ্যার্থে লোক নিযুক্ত করিতে হইলে তাহার স্বভাবের প্রচণ্ডতা কিম্বা নিশ্চিত উদ্যোগের উপর প্রত্যয় করিবেন না, কিন্তু নরঘাতক ব্যক্তিকে গ্রহণ করিবেন। পরন্তু ফ্রান্সের তৃতীয় হেনরীর হন্তা জেকোবিন, চতুর্থ হেনরীর সপ্রতারণ বিনাশক র‍্যাভিল্যাক্ অরেঞ্জ দেশের রাজার প্রতি পিস্তল দ্বারা সীসজ গোলি নিক্ষেপক জরিগয় এবং বাল্‌টাজর জিরার্ড প্রভৃতিকে ম্যাকিভেল জানিতেন না, তথাপি তাঁহার এই নিয়ম সত্য প্রতীয়মান হইতেছে যে স্বভাব ও বাচনিক অঙ্গীকার রীতির ন্যায় দৃঢ় নয়। এক্ষণে শুদ্ধ কুসংস্কার এত অধিক প্রবল যে কুলীন লোকেরাও পশু ব্যবসায়ী কসাইদের ন্যায় তাহা প্রশক্তরূপে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, এবং রক্ত পাত করিতেও কুসংস্কারমূলক সংকল্পও নিশ্চিত অধ্যবসায়ই রীতির সমানীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে রীতির এত প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র দৃশ্য হয়, যে তাহা কেহ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। মনুষ্যেরা কোন বিষয়ে স্পষ্টরূপে স্ব মত ব্যক্ত করিয়াও কিম্বা কোন বিষয়ে অতি শক্তরূপে নিজের অসম্মতি প্রকাশ করিয়াও কিম্বা কোন গুরুতর অঙ্গীকার করিয়াও শুদ্ধ রীতি চক্র দ্বারা চালিত নির্জীব বস্তুও যন্ত্রের ন্যায় হন এবং আপনাদের পূর্ব্বকৃত ব্যবহারানুসারে সকলই করেন। আমরা রীতির কত প্রভুত্ব ও অত্যাচার

দেখিতে পাই তদ্‌যথা ভারতবর্ষীয় জ্ঞানি সম্প্রদায়ের লোকেরা স্তূপাকার কাষ্ঠ রাশির উপর আপনাদিগকে মৌন ভাবে স্থাপন করিয়া অগ্নি দ্বারা ধ্বংস করে, অধিকন্তু পত্নীরা আপনাদের পতিদের মৃত দেহের সহিত দগ্ধ হইতে উদ্যত হয়। পুরাকালে স্পার্টা দেশের বালকেরা দিয়ানা দেবীর বেদির উপর কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ক্রন্দন করিত না।

ইংলণ্ডের রাণী ইলিজেবেথের অধিকারের আরম্ভ কালে এক জন আইরিশ বিদ্রোহী লোক দণ্ড যোগ্য হয়, তিনি তদ্দেশের লেপ্টন্যান্টের নিকট আবেদন করেন যে তিনি ফাঁসি কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ না হইয়া, বাইস বৃক্ষের শাখায় উদ্বদ্ধ হইবেন, যেহেতু পূর্ব্বকার রাজবিদ্রোহিরা তদ্রূপে উদ্বদ্ধ হইত। রূসিয়া দেশে রোমান কাথলিক সন্ন্যাসিরা তপস্যার্থে সমস্ত রাত্রি একটী বারি পাত্রে বসিয়া জমাট বরফের ন্যায় কঠিন হইয়া যাইত। মন ও শরীরের উপর রীতির প্রবলতা বিষয়ে বিবিধ দৃষ্টান্ত দর্শিত হইতে পারে, যেহেতু রীতিই মনুষ্য জীবনের প্রধান শাস্ত্রী, অতএব মনুষ্যেরা সর্ব্বোপায়ে সাধু রীতি গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হউন। বস্তুতঃ তরুণ বয়সে যে রীতি আরব্ধ হইয়া সুসিদ্ধ হয় তাহাকে অধ্যয়ন কহে, এই অধ্যয়নই প্রথম রীতি। এরূপে দেখা যায় যে ভাষা শিক্ষার্থে অনতীত যৌবনকালে জিহ্বা সম্যক রূপে বাক্য ও শব্দ উচ্চারণ করিতে নমনীয় হয়, এবং অস্থি সন্ধি সকল দ্রুত ধাবন ও অঙ্গ চালনাদি ক্রিয়াতে আশুনম্য হইয়া থাকে, কারণ যাহারা অসংযতচিত্ত না হইয়া নিয়ত সুশিক্ষা গ্রহণ করিতে মনোযোগী ও প্রস্তুত হন, ঈদৃশ লোক ব্যতিরেকে যৌবনাতীত কালে বিদ্যার্থিরা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতে পারে না, আর পূর্ব্বোক্ত ঈদৃশ লোকও অল্প। যেহেতুক রীতির বল স্বতন্ত্র ও একক হইলেও এত অধিক হয় যে সহায় সংযুক্ত ও সহকৃত হইলে ইহার প্রভাব আরো অধিক

হয়, কারণ উদাহরণের দ্বারা ইহার শিক্ষা প্রাপ্তি হয়, যথা,— সহায় দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়, ঈর্ষাদ্বারা উত্তেজিত হয় এবং গৌরবের দ্বারা উন্নত হয়, অতএব এমন হইলে রীতির তুঙ্গবল হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সুনিয়মিত ও সুশাসিত মনুষ্য সমাজের উপর মানবীয় স্বভাবের অতি বৃদ্ধিশালী গুণসমূহ নির্ভর করিতেছে, কারণ প্রজাপ্রভুত্ব তন্ত্র রাজ্য এবং শাসনপদনিচয় সম্বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক গুণেরই পোষকতা ও আদর করে, কিন্তু গুণের বীজ সকলকে মনোযোগ পূর্ব্বক প্রতিপালন করে না, অর্থাৎ যুবকদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষিত করে না, অধিকন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অত্যন্ত ফলোপধায়ক উপায়রূপ ব্যক্তি সকল অবাঞ্ছনীয় সামান্য বিষয়ে নিয়োজিত হয়।

৪০। ভাগ্য।

ইহা স্বীকার্য্য যে দৃশ্য ঘটনাই ভাগ্যের একান্ত অভিপ্রেতসাধক। প্রসাদ, সুযোগ এবং অন্যান্য ব্যক্তির মৃত্যুও অনেককে ভাগ্যবন্ত করে বটে. কিন্তু বিশেষরূপে মনুষ্যের নিজ হস্তে ভাগ্যের গঠন হয়। আপ্পিয়স নামা কবি কহিয়াছেন, “প্রত্যেক ব্যক্তি আপন২ ভাগ্যের নির্ম্মাতা।” কালের দৃশ্যমান গতিকচয়ের মধ্যে এই একটী চলিতগতিক দেখা যায় যে, একজনের মূর্খতা অন্য জনের ভাগ্যজনক হয়, কারণ যেমন অন্যের ভ্রান্তিনিবন্ধন ভাগ্য হয়, তেমনি অন্য কিছুতে হঠাৎ সৌভাগ্য হয় না, যথা সর্প সর্পকে ভক্ষণ না করিলে অজাগর বৃহৎ সর্প হয় না। দৃশ্য স্পষ্ট ও ব্যক্ত গুণ এবং ক্ষমতা থাকিলে প্রশংসা হয়, এবং অপ্রত্যক্ষ ও গুপ্ত গুণ থাকিলে সৌভাগ্য হয়। মনুষ্যের কতকগুলি ফিকির ও কৌশল আছে, তাহার নাম স্পেনায় ভাষাতে উক্ত হয় যথা, “ডিসেম্বোল্‌তুরা” অর্থাৎ

মনুষ্যের অসুবিধা ও অনিচ্ছা না থাকিলে যেং কৌশল অন্য সকল বাধা কাটাইবার উপায় হয়, তাহাদিগকে ডিসেম্বোল্‌-ভুয়া কহে। কারণ যেমন ভাগ্য আপন চক্রে ঘুরিতেছে, তেমনি মনও সেই সকল কৌশল প্রভৃতি রূপ চক্রে ঘুরিতেছে, এবং ঘুরিতেং ভাগ্যের চক্রের সঙ্গে মিলন করিতে নত হয়। লিভি নামক এক জন বড় কেটো নামক ব্যক্তির বিষয়ে কহিয়াছেন যে, "তাঁহার মানসিক ও শারীরিক শক্তি এতাদৃশ যে তিনি যে কোন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিলেও নিশ্চয়ই সৌভাগ্যশালী হইতেন," কারণ তাঁহার অবস্থোচিত কৌশল বিধায়িকা বুদ্ধি ছিল। এই হেতু কেহ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মনস্বী প্রতীত হইলে সৌভাগ্যের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েন সন্দেহ নাই। কারণ ভাগ্য অন্ধ হইলেও অদৃশ্য নহে, যেমন মন্দাকিনী অর্থাৎ আকাশীয় কতিপয় ক্ষুদ্রং তারাবলী বিভক্তরূপে দীপ্তি প্রদান না করিয়া একত্রিত হইয়া জ্যোতিপ্রদ হয়, তেমনি সামান্য গুণসমষ্টি কিম্বা অভ্যস্ত ক্ষমতাদি সমবেত হইয়া সৌভাগ্যের উদয়সাধন হয়। ইটালীয় লোকেরা কহে, অনেকে অনেক তুচ্ছনীয় ক্ষমতার কার্য্যদ্বারা ভাগ্যবান হয়, কিন্তু অধিক সাধু ও সরল এবং অত্যন্ত জ্ঞানিরা নীচ ও কুটিল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মানস করে না, প্রত্যুত সাংসারিক লোকেরা তাহা আবশ্যকীয় ও ন্যায্য বোধ করে, ফলতঃ অত্যল্প-নির্ব্বোধতা ও অনধিক সাধুতা এই উভয় সৌভাগ্যের সাধন সম্প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত স্বদেশানুরাগিরা ও অতি বিদ্বজ্জনেরা ভাগ্যবান হয় না এবং তাহা হইতে ও পারে না, কারণ অস্বকীয় ব্যাপারে মন দিলে স্বীয় লভ্য উপেক্ষিত হয়, শীঘ্র ভাগ্যবান্‌ হওনার্থে অবিবেচনাপূর্ব্বক দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে অপ্রণিধানা ও নিশ্চিত বিষয় হইতেও চ্যুত হইতে হয়, কিন্তু প্রয়াসায়ত্ত কর্ম্ম দ্বারা ভাগ্যধর হইলে পরিণামদর্শিতা ও

সদ্বিবেকিতা প্রকাশ পায়। ভাগ্যবান্ হইলে সম্ভ্রম ও আদর হয়, সৌভাগ্যের দুইটী কন্যা, প্রথমটী প্রত্যয়, শেষটী সুখ্যাতি, সুখ ইহাদিগকে প্রতিপালন ও রক্ষা করে, অর্থাৎ ভাগ্যবানেরা সুখী হওয়াতে লোকদের প্রত্যয় ও সুখ্যাতি ভাজন হয়।

বুদ্ধিমান্ লোকেরা আপনাদের উপর অন্য লোকদের ঈর্ষা ক্ষয় করণার্থে নিজগুণ ও ক্ষমতাকে ভাগ্য ও দৈবের প্রসাদ বলিয়া থাকেন, তাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দ হইয়া সেই সকলের ফল ভোগ করিতে পারেন। এভিন্ন আরো দেখা যায় যে দৈবাদৃষ্ট প্রভৃতি প্রধানতর শক্তির অনুগ্রহ পাইলে প্রকৃত মহত্ব লাভ হয়, এ জন্য সিজর নামক ব্যক্তি ঝড়ের সময়ে আপনার পোতনাবিককে কহিয়াছিলেন “তুমি এখন শুভা-দৃষ্টবান্ সিজরকে ও তাহার ভাগ্যকে লইয়া যাইতেছ, অত-এব ভয় কি?” এইরূপ প্রকারে সীল্লাও মহৎ এই নাম মনোনীত না করিয়া শুভাদৃষ্টবান এই নাম মনোনীত করেন। যাহারা আপনাদের জ্ঞান ও নীতি কৌশল প্রভৃতি গুণের উৎকর্ত্তীন করিয়া বলে আমরা বড় জ্ঞানী ও কৌশলী তাহারা কখন সুভাগ্যবান হয় না। লিখিত আছে আথেনীয় তিমথিয়স নামা ব্যক্তি স্বরাজ্য বৃত্তান্ত বর্ণনের মধ্যে কহিয়াছিলেন যে “আমার সৌভাগ্য দৈব প্রসাদাৎ নয়” এই জন্যে তিনি শেষে অসাধারণ কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে পারেন নাই। অপর কবির কাব্য অপেক্ষা হোমরের কাব্য যাদৃশ সরল ও হৃদয়গ্রাহী তেমনি অন্য লোকের ভাগ্য অপেক্ষা কোন২ লোকের ভাগ্য তদ্রূপ শুভঙ্কর ও সুন্দর দৃষ্ট হয়, যথা প্লুটার্ক নামা ব্যক্তি তৈমোলিয়নের ভাগ্য বর্ণনা কালে অজেশিলৌস ও ইপামিনন্দাস নামক ব্যক্তিদ্বয়ের ভাগ্য তুলনা করেন। এই ভাগ্য হওয়া আপনার হাত, সন্দেহ নাই।

৪১। কুশীদ কিম্বা সুদ।

অনেকে সুদের প্রতিকূল পক্ষ হইয়া পরিহাসসূচক কটূক্তি প্রয়োগ করত কহে, দেবতার উদ্দেশে দত্ত দশমাংশ দৈত্যেরা গ্রহণ করে: সুদখোরেরা বিশ্রাম দিন মানে না, তদ্দিনেও তাহাদের লাঙ্গল চলে, অর্থাৎ অন্যান্য দিবসের ন্যায় রবিবারেও সুদের দ্বারা ধন বৃদ্ধি করে, তাহারা আপনাদের গৃহ হইতে অলসদিগকে বাহির করিয়া দেয়। মনুষ্যের পতনের পর তাহার প্রতি ঈশ্বরোক্ত প্রথমাজ্ঞা যে "তুমি স্বীয় ঘর্ম্মাক্ত মুখে রুটী ভোজন করিবা," তাহা লঙ্ঘন করিয়া অন্যের পরিশ্রমোপার্জ্জিত রুটী ভক্ষণ করে, তাহারা যিহুদিদের ন্যায় রক্ত পীত বর্ণের উষ্ণীষ পরিধান করিয়া অধিক সুদ আদায় করে, এবং টাকার দ্বারা টাকার জন্ম দিয়া স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, অর্থাৎ স্বভাবতঃ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু বন্ধ্যা হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সুদ ইহাদিগকে অর্থোৎপাদক করিয়া তুলে। ফলতঃ অন্তঃকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত সুদ আদান প্রদান করা প্রয়োজনীয় হয়, যেহেতু ঋণ দান এবং ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক কর্ম্ম; লোকেরা ঈদৃশ কঠিনান্তঃকরণ যে তাহারা সুদ ব্যতিরেকে ধার দেয় না, সুতরাং সুদের আদান প্রদান নিবার্য্য হয় না। কতকগুলি লোক শঠতাপূর্ব্বক নিজ লাভের কারণ সুদখোরদিগকে মিথ্যা কাগজ দিয়া টাকা বাহির করিয়া লইতে ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব করে। সুদ গ্রহণের অসুবিধা ও সুবিধা উভয়ই আছে। ইহার লাভ বুঝিয়া অলাভকে লাভ হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে হইবেক, সেই জন্যে অতি সাবধান হওয়া উচিত। অধিক লাভের আশা করিয়া যেন অধিক ক্ষতি করা না হয়। ইহার প্রথম অসুবিধা এই যে অল্প ভিন্ন বহু লোক বণিক হইতে পারে না, কেন না টাকা সুদে না খাটিলে ইহা স্থির না

থাকিয়া বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়, কারণ যেমন একটী বৃহৎ শিরা দ্বারা অন্তঃকরণ হইতে যকৃৎ পর্য্যন্ত রক্ত বাহিত হয়, তেমনি বাণিজ্য দ্বারা ধন রাজ্যের মধ্যে বিতরিত হয়। দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে সুদে বণিককে দরিদ্র করে, যেমন কোন কৃষক কর্ষণীয় ভূমির অধিক খাজনা হইলে অধিক ভূমি কর্ষণ করিতে পারে না, তেমনি অধিক সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে হইলে বণিকও আপন বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে পারে না। তৃতীয় অসুবিধাই উল্লিখিত অসুবিধা দ্বয়ের ফল, তাহা এই যে রাজার কিম্বা রাজ্যের অল্পকর আদায়। যেহেতু বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও হ্রাসানুসারে করের আধিক্য ও অল্পতা হয়। চতুর্থ অসুবিধা এই, যে রাজ্যের ধন অল্প লোকের হস্তে আইসে, কুশীদ গ্রাহীদের প্রাপ্য কুশীদ নিশ্চিতই দেয় হয়, বাণিজ্যকারাদের লভ্য ধন অনিশ্চিতভাবে প্রাপ্য হয়, সুতরাং হিসাবের পরে সুদ গ্রাহকদের প্রাপ্ত ধন দেশের কার্য্যার্থে ব্যয়িত না হইয়া সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু রাজ্যের ধন যে পরিমাণে অধিক লোকদের মধ্যে বিভাজিত হয়, সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি হইয়া থাকে। পঞ্চম অসুবিধা এই, যে ভূমির মূল্য হ্রাস পায়, বিশেষরূপে ধন বাণিজ্যার্থক ও ভূম্যাদি ক্রয় নিমিত্তক হয়, কিন্তু সুদ উভয় কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হয়। ষষ্ঠ অসুবিধা এই, যে সুদে শ্রমসাধ্য উন্নতিকর এবং নূতন আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্যকে নিস্তেজ ও অনুন্নত করে, সুদরূপ বাধা না থাকিলে উপরোক্ত কার্য্যগুলি ধন দ্বারা উত্তেজিত হয়। শেষ অসুবিধা এই যে সুদে অনেকের বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং কালগতিকে রাজ্যেরও দারিদ্র্য জন্মে। পক্ষান্তরে সুদের সুবিধা কহিতেছি, প্রথম সুবিধা এই, যে কতকগুলিন বিষয়ে সুদ দ্বারা বাণিজ্যের ব্যাঘাত হইলেও অন্য কতকগুলিন বিষয়ে তদ্দ্বারা বাণিজ্যের বৃদ্ধি হয়; কারণ বণি-

কেরা সুদী টাকা ধার করিয়া অধিকাংশ ব্যবসায় আরম্ভ করে, কিন্তু সুদগ্রাহীরা সুদী টাকা তলপ করিলে কিম্বা আর ধার না দিলে অবিলম্বে ব্যবসায় স্থগিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় সুবিধা এই যে আকস্মিক বিপদ ঘটিলে সুদ স্বীকার করিয়া টাকা ধার না পাইলে ভূমি এবং দ্রব্যসামগ্রীরূপ জীবনোপায় সকল অত্যল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধিত হইতে হয়, অতএব সুদে যে চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করে সে বরং ভাল, বাজার মন্দা হইলে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বস্ব গ্রাস করে, ভূম্যাদি বন্ধক দিলেও সুবিধা হয় না, কেননা লোকেরা বিনা সুদে বন্ধকী রাখেনা, আবার রাখিলে নিশ্চয়ই বন্ধকীয় অধিকার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুদ দিয়া ধার পাইলে সে দায় হইতে উদ্ধার পাইবার পথ থাকে। কোন ক্রূর ধনী ব্যক্তি কহিতেন "সুদের জন্যে টাকা ধার মিলিলে বন্ধকী জিনিস অধিকার করিবার ব্যাঘাত হয়, অতএব শয়তান সুদ গ্রহণ করুক।" তৃতীয় কিম্বা শেষ সুবিধা এই যে বিনা লাভে ধার করা চলিত হইবে এমত চিন্তা করা বৃথা এবং ধার করা বন্ধ হইলে নানা অসুবিধা হয়, এই হেতু সুদ লোপ করিবার কথা বলা নিতান্ত অমূলক, যেহেতু সমস্ত রাজ্যে সর্ব্বদা এক প্রকার কিম্বা অন্য প্রকার দরে সুদ গ্রহণের প্রথা আছে অতএব সে কথার বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হউক।

এইক্ষণে সুদের পরিশুদ্ধ নিয়মের কথা কহিতেছি, অর্থাৎ কি প্রকারে সুদের অসুবিধা পরিহর্ত্তব্য ও সুবিধা ধর্ত্তব্য, তাহা পরিমাণ করিয়া তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটী কথা ধার্য্য করিবেক, প্রথম কথা এই যে সুদের দন্ত এমত ভাবে ভগ্ন করিতে হইবে যে তাহা যেন তদ্দ্বারা অধিক আঘাত না করে। দ্বিতীয় কথা এই যে বাণিজ্য কর্ম্ম অটল ও উত্তেজিত রাখিবার জন্যে বণিকদের ঋণদাতা উত্তমর্ণদিগকে আহ্বান করিবার কোন স্পষ্ট

উপায় করিতে হইবে; কিন্তু ন্যূনতর ও অধিকতর এই উভয় প্রকার সুদের ব্যবহার প্রচলিত না করিলে উক্ত প্রকার নিয়ম স্থির থাকিতে পারে না। সুদের দর লাঘব হইলে সাধারণ কর্জ্জদার লোকেরা ধার করিতে কষ্ট বোধ করিবেন না, কিন্তু বণিকেরা টাকার প্রয়োজন হইলে অধিক টাকা ধার সহজে পাইবেন না। তাহাতে ক্ষতি নাই, কেননা বিবেচনা করিতে হইবে যে তাহারা অন্য বিষয় ব্যবসায়ী অপেক্ষা অধিক সুদে কর্জ্জ লইতে পারে, কারণ ব্যবসায় বাণিজ্য অধিক লাভ-জনক।

এই দুই অভিপ্রেত সিদ্ধ্যর্থে নীচে সংক্ষেপে উক্ত হই-তেছে যে সুদের দুই প্রকার দর হউক, প্রথম প্রকার দর রাজাজ্ঞা দ্বারা নিরূপিত না হউক, দ্বিতীয় প্রকার দর সওদা-গরী স্থানে বিশেষ২ ব্যক্তিদের জন্যে রাজাজ্ঞা দ্বারা নিরূপিত হউক। প্রথমতঃ শতকরা পাঁচ টাকা সুদের দর সাধারণ লোকেই চলিত বলিয়া প্রকাশ করুন, তদ্বিষয়ে রাজা কোন হস্তক্ষেপ না করুন; তাহাতে ধার দেওয়ার রীতি অপ্রচলিত হইবে না, পল্লীগ্রামে যাহারা ধার করে তাহাদের অনেকের ভার লাঘব বোধ হইবে এবং তাহাতে ভূমির অধিকাংশ মূল্য বৃদ্ধি হইবে। যেহেতুক ষোল বৎসরের উপস্বত্ত্ব হিসাব করিয়া জমির দর ধার্য্য করিলে সেই জমি হইতে শতকরা ছয় টাকা কিম্বা তদধিক লাভ বাহির হইতে পারিবে, প্রত্যুত টাকার সুদ শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র। ইহাতে শ্রমসাধ্য ও লভ্যজনক শ্রেষ্ঠ কার্য্যে লোকদের উৎসাহ ও প্রবৃত্তি হইবে, কেননা অধিকতর লাভজনক উপায় থাকিলে অনেকে শতকরা পাঁচ টাকা সুদ গ্রহণ করা অপেক্ষা বরঞ্চ সেই উপায় অবলম্বন করিতে সাহসী হইবে।

দ্বিতীয়তঃ সুবিখ্যাত বণিকদিগকে উচ্চ দরে ধার দিতে

বিশেষ২ ব্যক্তিরা বিশেষ ক্ষমতা কিম্বা রাজাদেশ দ্বারা অনু মতি প্রাপ্ত হউন, আর বণিকেরা পূর্ব্বে যে সুদ দিতেন তদপেক্ষা সুদের দর অল্প হউক, এবম্প্রকারে দরের নিয়ম শোধিত হইলে বণিক হউক কিম্বা অপর কোন লোক হউক কর্জ্জদার মাত্রেই সহজ সুদী টাকা ধার করিতে কষ্ট বোধ করিবে না। ব্যাঙ্ক কিম্বা সাধারণ ধনাগার আবশ্যকীয় নয়, যাহার টাকা থাকে সেই মহাজন হইবে। আমি ব্যাঙ্ককে তুচ্ছনীয় বোধ করি না, কিন্তু ব্যাঙ্কের বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে ও তথায় গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। মহাজনেরা রাজার অনুমতি প্রাপ্ত হইবার জন্যে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিবেন, সেই দেয় অর্থ ছাড়া মহাজনদেরই সমস্ত, পরন্তু ঋণ দাতাদের আয়ের যে ন্যূনতা হইবে তাহাতে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইবে না, কেননা তাহারা শতকরা দশ কিম্বা নয় টাকা পাইবার অনতিবিলম্বে সুদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করা এবং নিশ্চিত লাভ হইতে বিপদজনক লাভের দিগে যাওয়া অপেক্ষা বরং শতকরা এক টাকা রাজাকে দিয়া আট টাকা লওয়াও ভাল স্বীকার করিবে। রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তঋণদাতারা যতই হউন তাঁহারা সকলে বাণিজ্যের প্রধান নগর ও রাজধানীতে অবস্থিতি করিবেন, তাহাতে নাগরিক প্রাপ্তাদেশ ঋণদাতারা গ্রাম্য ঋণদাতাদের চলিতস্বল্পসুদীটাকা ধার দিতে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না, কেননা নগরের মধ্যে সুদের উচ্চদর ব্যবস্থাপিত হওয়াতে গ্রাম্য উত্তমর্ণেরা নাগরিক বণিকদিগকে ধারদিতে সমর্থ হইবে না, এবং আজ্ঞাপিত নাগরিক ঋণদাতারা দূরস্থ গ্রাম্য অপরিচিতদের সঙ্গে দেনা পাওনা রাখিতে পারিবে না। ইহাতে যদি এমত আপত্তি হয় যে পূর্ব্বে যেমন নানাস্থানের সুদের ব্যবসায় চলিত ছিল, তেমনি এখনও এক প্রকারে চলিত হইবার ক্ষমতা দত্ত হইল, তবে ইহার উত্তর

এই যে, রাজাদের অজ্ঞাতসারে সুদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা রাজাজ্ঞা দ্বারা উহার সীমা নিরূপিত হওয়া ভাল।

৪২। যৌবন ও বার্দ্ধক্য।

যুবকেরা আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক উচিতরূপে সময় ব্যয় করিলে বহুদর্শী ও জ্ঞানী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা প্রায় উত্তমরূপে সময় ব্যয় করেন না। সচরাচর দেখা যায় তরুণ বয়স্কেরা একবার চিন্তিত বিষয়ের ন্যায় অপরিপক্ক, কারণ দুইবার চিন্তিত বিষয় যত উত্তম হয় একবার চিন্তিত বিষয় তত উত্তম হয় না; যেমন চিন্তার অপরিপক্কতা তেমনি বয়সেরও অপরিপক্কতা আছে। তথাচ নবীনদেরকল্পনা বৃদ্ধদের কল্পনা অপেক্ষা অধিকতর সতেজ এবং তাহাদের মনের ভাবনা বোধ হয় যেন দৈবশক্তি প্রভাবে স্রোতের ন্যায় বেগে বহমান হয়। তাহারা মধ্যাহ্ন রেখা স্বরূপ যৌবন কাল উত্তীর্ণ না হইলে উগ্র স্বভাব ও বেগবতী বাসনা এবং অস্থিরতা প্রযুক্ত বড় কার্য্যোপযোগী হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল জুলিয়স সিজর ছিলেন এবং সেপ্‌টিমস্ সিভিরস্ রাজের বিষয়ে উক্ত আছে "তিনি স্বীয় যৌবন আমোদ ও উন্মত্ততাতে অতিবাহিত করেন," তথাপি তিনি সকলের মধ্যে অতি সুনিপুণ সম্রাট ছিলেন। কিন্তু সুস্থির স্বভাব যুবকেরা উত্তমরূপে চলেন, যেমন আগষ্টস্ সিজর প্রভৃতি বীর রাজারা যৌবন কালে মহৎ২ কার্য্য করিয়া সুখ্যাত ছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যাইতেছে, বার্দ্ধক্য বয়সে উত্তাপ এবং তৎপরতা এই উভয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে। অল্প বয়স্কেরা বিষয়ের কল্পনা করিতে যত সমর্থ, বিচার করিতে তত সক্ষম হয় না, নিরূপিত কর্ম্ম করিতে যত

নিপুণ পরামর্শ দিতে তত নিপুণ হয় না এবং নূতন ব্যাপার সৃষ্টি করিতে যত দক্ষ নিরূপিত মহৎ কার্য্য করিতে তত দক্ষ হয় না। বৃদ্ধদের বহুদর্শিতা যুবকদিগকে সুবিদিত বিষয়ে শিক্ষা দেয়, কিন্তু নূতন বিষয়ে বিপথগামী করে। [বৃদ্ধদের ভীরুতা ও দীর্ঘসূত্রিতা যুবকদের অবিমৃষ্যকারিতার ন্যায় অতিশয় হানিজনক হয়] যুবাদের ভ্রান্তিতে কার্য্য নাশ হয়, কিন্তু বৃদ্ধদের ভ্রান্তিতে এই মাত্র দোষ ঘটে, যে তাহাদের দ্বারা অতি শীঘ্র অধিক কার্য্য সম্পাদিত হয় না। নবীনেরা কার্য্য নির্ব্বাহ ও সম্পাদন বিষয়ে সাধ্যাতীত চেষ্টা করে, কোন বিষয় স্থগিত করে না কিন্তু নাচাইতে পারে; উপায় চিন্তা না করিয়া অভিপ্রেত সাধন করিতে ধাবমান হয়, কতকগুলি মূল সূত্র ও নূতন রীতি নীতির কথা দৈবাৎ জ্ঞাত হইলে বিবেচনা না করিয়া গ্রাহ্য করে এবং তাহা স্থাপন করিতে যে সকল অজ্ঞাত অসুবিধা ঘটিতে পারে তাহা চিন্তা করে না, প্রথমেই বিষম প্রতীকার ব্যবহার করে, এবং সকল দোষের মধ্যে প্রধান দোষ এই যে তাহারা দোষ স্বীকার করিতে চায় না। যেমন অশিক্ষিত ঘোটক স্থির হয় না ও সুপথে চালিত হইতে চায় না তাহারাও তদ্রূপ।

স্থবিরেরা অধিক আপত্তি করে ও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যুক্তি আঁটে, দুঃসাহসিক কর্ম্ম করে না, কোন ত্রুটি ঘটিলে তৎক্ষণাৎ অনুশোচনা করে, ভীরুতা ও উদ্যোগাভাবে কোন বিষয় সম্পূর্ণ সফল হইতে দেয়না এবং অভীষ্ঠ সিদ্ধ না হইতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বৃদ্ধ ও যুবা এই উভয়ের কর্ম্ম একত্রে মিলিত করিলে ফলদায়ক হয়, কারণ উভয় বয়সের গুণে উভয় বয়সের দোষ সংশোধন করিতে পারিলে আপাততঃ ভাল হয় এবং যুবকগণ শিক্ষা করিলে ও বৃদ্ধগণ শিক্ষক রূপে কার্য্য কারক হইলে ক্রমান্বয়ে ভাল হয়; অবশেষে বাহ্যিক

ঘটনার পক্ষে এই ভাল হয় যে প্রভুত্ব বৃদ্ধদের অনুচর এবং প্রসাদও সর্ব্ব প্রিয়ত্ব যুবাদের অনুগামী হয়, কিন্তু নীতি বিষয়ে যুবারা যেমন সর্ব্ব প্রধান, বৃদ্ধেরা তেমনি কৌশলজ্ঞ হয়। এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ কহিয়াছেন, "তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে এবং বৃদ্ধেরা স্বপ্ন দর্শন করিবে।" ইহার ভাব এই যে বৃদ্ধগণ অপেক্ষা যুবকগণ ঈশ্বরের অধিক সন্নিকট হয়, কারণ স্বপ্ন অপেক্ষা দর্শনই স্পষ্টতর প্রকাশ। যে ব্যক্তি জগতের যত বিষয়-মদ পান করে সে ততই মত্ত হইয়া থাকে এবং বৃদ্ধেরা ইচ্ছা ও অনুরাগের গুণ অপেক্ষা বরঞ্চ বুদ্ধির গুণ প্রকাশ করিয়া ফলোপধায়ক হয়।

প্রথমতঃ কতকগুলিন লোকের বুদ্ধি তরুণ বয়সে পক্ক হইয়া ক্ষয় পায়, তাহাদের ক্ষণভঙ্গুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ধার শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। হর্ম্মোজিনিস নামা জনৈক আলঙ্কারিক বৈ-দগ্ধ্য ভাব পূরিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া পঁচিশ বৎসর বয়সের সময়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত ও স্মৃতিবিভ্রংশ হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আর কতকগুলিন লোক স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠ গুণবিশিষ্ট হইয়া বৃদ্ধ কাল অপেক্ষা যৌবন কালে অধিক শোভা পায় এবং তাহাদের বাক্‌পটুতা ও সতেজ বক্তৃতা প্রভৃতি শুদ্ধ যৌবন কালের যোগ্য ব্যাপার হয়। টলী নামক ব্যক্তি, হর্টেন্‌ সিয়সের বিষয়ে বলেন যে "তাঁহার মনের ভাব বিরূপ হয় নাই বটে তথাপি তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম করা আর ভাল দেখায় না।"

তৃতীয়তঃ আর কতকগুলিন লোক স্বাভাবিক শক্তির অতি-রিক্ত যত্ন দেখাইয়া মহানুভব হয়, কিন্তু ব্যাপার সকল বয়সের অসাধ্য হওয়াতে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে, যেমন লিভি নামা ব্যক্তি সিপিয়ো আফ্রিক্যানসের বিষয়ে কহেন যে "তাঁহার জীবন যাত্রার শেষাবস্থা তাহার প্রারম্ভের সমানরূপ ছিলনা।"

৪৩। সৌন্দর্য্য।

আন্তরিক গুণ পরিচ্ছন্নাকৃতি মূল্যবান প্রস্তরের ন্যায়, সুন্দর না হউক মনোহরাকৃতি দেহে এবং বাহ্য সৌন্দর্য্যের অপেক্ষাকৃত ভব্যতাবিশিষ্ট শরীরে ইহা ভাল বোধ হয়; ইহা অতিশয় সুন্দর লোকদিগকে মহাগুণশালী দেখা যায় না, বোধ হয় স্বভাব কোন ব্যক্তিকে সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ করিয়া উৎপাদন করিতে বড় উৎসুক না হইয়া বরং অসমানহীনতাপরিহার করিতে অত্যন্ত উৎসুক হয়, সেই জন্যে অতি সুন্দর ব্যক্তিরা মহা সাহসী হয় না বরং সভ্য হয় এবং আন্তরিক গুণ অপেক্ষা বরঞ্চ বাহ্যিক সৎব্যবহার অভ্যাস করে। তথাপি এইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না কেন না আগষ্টস্ সিজর ও টাইটস্ ভেস্প্যাসিয়ান্ প্রভৃতি ব্যক্তিরা যাদৃশ মহাসাহসী ছিলেন, তাঁহাদের সমকালিক লোকদের মধ্যে তাদৃশ অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ ছিলেন। সৌন্দর্য্য বিষয়ে বর্ণ অপেক্ষা সুগঠন ও সুগঠন অপেক্ষা সুশীলতা এবং প্রসন্নতা বিশিষ্ট ভাবভঙ্গী অধিক প্রার্থনীয়। সৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্টাংশ চিত্রিত হইতে পারে না, এবং তদ্বিশিষ্ট লোককে দেখিলেও প্রথমে তাহা লক্ষিত হয় না।

উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য মাত্রেই পরিমাণের বৈলক্ষণ্য আছে। কেহ বলিতে পারে না যে আপেলেস্ নামক চিত্রকর এবং আল্বার্ট্ ডুরার নামক চিত্রকর যিনি ক্ষেত্রতত্ত্বজ্ঞও ছিলেন, এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক বৃথা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, কারণ উঁহাদের মধ্যে আল্বার্ট ডুরার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছবি অঙ্কিত করিতে ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় নিয়ম অবলম্বন করিতেন, এবং আপেলেস্ অনেক অত্যুত্তম মুখ লইয়া একটা অতি সুন্দর মুখের ছবি রচনা করিতেন। তাদৃশ উত্তম ছবি দেখিয়া চিত্রকার ব্যতীত অন্য কেহ সন্তুষ্ট

হইতে পারে না, কেননা অধিক সুন্দর মুখ কখন কুত্রাপি দৃষ্ট না হইলে তাহার ছবি হইতে পারে না তাহা নয়, কিন্তু চিত্রকরেরা এক প্রকার আমোদে মাতিয়া উৎকৃষ্ট ছবি চিত্র করে, যেমন কোন বাদ্যকর নিয়ম অবলম্বন না করিয়া বাদ্যের স্বর বাঁধে। যদি কেহ ছবির সকল অংশ এক২ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে তিনি একটীরও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু সেই গুলিনকে একত্রিত করিয়া এক সঙ্গে দর্শন করিলে অত্যুত্তম বোধ হইবে। সুশীলতা বিশিষ্ট ভাব ভঙ্গী যদি বাস্তবিক সৌন্দর্য্যের প্রধানাংশ হয়, তবে অধিক বয়স্ক লোকেরা অনেক স্থলে অধিক মনোহর দেখা যায়,এ কথা বিস্ময়াবহ নয়, যেহেতুক "সুন্দর ব্যক্তির শরৎকালই সুন্দর" যৌবন কালের দোষ সকল ত্যাগ না করিলে এবং যৌবন-জনিত লাবণ্য মনোহর বোধ না করিলে কোন যুবা যথার্থতঃ সুন্দর বলিয়া খ্যাত হইতে পারে না। যৌবনকালের সৌন্দর্য্য গ্রীষ্মকালীয় ফল স্বরূপ হয় তাহা অনায়াসে পচে ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সৌন্দর্য্য দ্বারা অনেক তরুণবয়স্কেরা লম্পট হইয়া উঠে; এবং বৃদ্ধকাল বিশ্রীজনক হয়। প্রত্যুত মহাপুরুষ ও সৎকুলজাত ব্যক্তিরা সুন্দর হইলে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের দ্বারা আন্তরিক গুণের শোভা বৃদ্ধি হয় এবং দোষ লজ্জায় লুক্কায়িত হইয়া থাকে"।

৪৪। অসৌন্দর্য্য।

বিকৃতাকার লোকেরা সচরাচর স্বভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। যেমন স্বভাব শরীরকে কদাকৃতি করাতে তাহাদের অনিষ্ট-কারী হইয়াছে, তেমনি অধিকাংশ কুৎসিতাবয়ব লোকেরা স্বাভাবিক স্নেহ ও অনুরাগ শূন্য হইয়া স্বভাবের অনিষ্টকারী

হইবাতে তাহারা স্বভাবের প্রতিহিংসক হইয়া থাকে। ফলতঃ শরীর ও মনের পরস্পর ঐক্য আছে বলিয়া বোধ হয় স্বভাব যেন কদর্য্য দেহ প্রদান করিয়া তদ্দেহানুরূপ মনও প্রদান করিতে সাহসী হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতুক মনুষ্যেরা মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বেচ্ছাধীন এবং তাহাদের শারীরিক আকৃতি দৈবাধীন অর্থাৎ স্বেচ্ছাতীত হয়, এই কারণ অসদিচ্ছা ও অস্নেহাদিরূপ তারাগণকে মানসিক সৎশিক্ষা ও আন্তরিক গুণরূপ সূর্য্য তিরোহিত করিতে পারে, অর্থাৎ যেমন সূর্য্য উদিত হইয়া তারাগণকে আমাদের নয়নপথাতীত করে, তেমনি মনুষ্যেরা স্বীয় সৎ জ্ঞান দ্বারা কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারে, এই হেতুক শরীর কদাকার হইলেই মন কুৎসিত হইবে, ইহা নিশ্চয়াত্মক কার্য্যকারণসম্বন্ধ, ভ্রমাত্মকলক্ষণাসম্বন্ধ নহে। আকার গত দোষ দেখিলে লোকেরা যে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছীল্যভাব দেখায় তাহা হইতে রক্ষিত হইবার নিমিত্ত কদাকার লোকেরা নিয়ত প্রবৃত্ত ও সচেষ্ট থাকে, সন্দেহ নাই। এই জন্য তাহারা প্রথমতঃ তাদৃশ নিন্দা দূরীভূত করণার্থক ক্রমশঃ অভ্যাসগত স্বভাব প্রযুক্ত অত্যন্ত সাহসশীল হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহারা নিন্দকদিগকে যেন কিছু পরিশোধ দিতে পারে, এই জন্যে নিন্দকদের কোন দোষ ও ক্রটি মনোযোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে বিশেষ যত্নবান থাকে। তাহাদের উপরিস্থ প্রধান লোকেরা তাহাদের কদাকার দেখিয়া বড় ঈর্ষালু হয় না, কেননা প্রধান লোকেরা বোধ করে যে যখন ইচ্ছা তখনি তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে; এবং তাহাদিগকে উন্নত ও উচ্চ পদস্থ না দেখিলে অন্যেরাও বড় দ্বেষী ও ঈর্ষালু হয় না, কেননা তাহারা কখন বিশ্বাস করে না যে তাহারা উন্নত ও উচ্চপদস্থ হইতে পারিবে। এইরূপ প্রকার কারণে বিশ্রী লোকেরা অধিক তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিশালী হইলে তাহাদের

কুৰূপ উন্নতির প্রতিবন্ধক হয় না। প্রাচীন কালে এবং কোন২ দেশে বর্ত্তমান কালেও রাজাদিগকে নপুংসকদের উপর বিশ্বাস রাখিতে দেখাযায়, ইহার কারণ এই যে যাহারা সকল লোকের প্রতি দ্বেষী ও ঈর্ষালু হয়, তাহারা এক জনের নিকট অতিশয় বশ্যতাপন্ন হইয়া দাসত্বে রত থাকে ; তথাপি দেখা যায় তাহারা ভদ্র মাজিষ্ট্রেট ও আমলাদের কার্য্যভার প্রাপ্ত না হইয়া বরঞ্চ উত্তম প্রণিধী এবং সম্বাদগ্রাহকদের কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়। বিশ্রী লোকদের সম্বন্ধেও সেইৰূপ কারণ নির্দ্দেশ করা হয়। বিশ্রী লোকরা তেজীয়ান্ হইলে হয় আন্তরিক সৎগুণ প্রকাশ দ্বারা না হয় ঈর্ষাভাব প্রকাশ দ্বারা লোক-নিন্দা হইতে আত্মরক্ষা করিবে, এই হেতু তাহারা কখন২ অতি সচ্চরিত্র সাব্যস্ত হইলে বিশ্রী সক্রেটিস্ প্রভৃতি জ্ঞানী ব্যক্তিদের ন্যায় বড় লোকদের সমতুল্য হইতে পারিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

৪৫। গৃহ।

গৃহ দর্শনার্থক না হইয়া বাসকরনার্থক হয়, সেই হেতু গৃহের সৌন্দর্য্য ও ব্যবহারোপযোগীতা উভয় এককালীন অপ্রাপ্য হইলে উহার ব্যবহারোপযোগীতা বিবেচনা করিয়া গৃহ মনোনীত করা উচিত। কবিরা শুদ্ধ কল্পনাৰূপ স্বল্প মূল্য ব্যয় করিয়া মনোহারী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত তাহার সৌন্দর্য্য বিধান করিয়া থাকেন। মন্দ স্থানে নির্ম্মিত সুদৃশ্য বাটী কারাগারের তুল্য হয় ; যে স্থানে অস্বাস্থ্যকর বায়ু কেবল এমত স্থান মন্দ না হইয়া বরং যে স্থানে বায়ু অসমান হয়, এমত স্থানও মন্দ হয়। যে উচ্চভূমির চতুর্দ্দিগ উচ্চতর পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত এমত উচ্চভূমির উপর অনেক

সুন্দর স্থান পাওয়া যায়, কিন্তু সেই সকল স্থানের নীচ পর্য্যন্ত সূর্য্যের উত্তাপ পড়ে না এবং লম্বা চোঙ্গার মধ্যে বদ্ধ বায়ুর ন্যায় তথায় বায়ু বদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন বিভিন্ন প্রকার স্থানে বাস কবিতে গেলে বিভিন্ন প্রকার শীত ও গ্রীষ্ম অনুভব করিতে হয় তেমনি উক্ত প্রকার স্থানে হঠাৎ শীত ও হঠাৎ গ্রীষ্ম উপস্থিত হয়। বায়ু মন্দ হইলেই কেবল স্থান মন্দ হয় না, কিন্তু মন্দ পথ ও মন্দ বিপনি থাকিলেও স্থান মন্দ হয়। আহ্লাদে থাকিতে হইলে যে স্থানের প্রতিবাসীরা মন্দ তাহাও মন্দ স্থান। আরো অনেক কারণে স্থান মন্দ হইয়া থাকে, যে স্থানে জল নাই, কাষ্ঠ নাই, আরামস্থান নাই, যে স্থান উর্ব্বরা নয়, যে স্থানে বিবিধ স্বভাবের বিবিধ ভূমি নাই, যে স্থানে রমণীয় বস্তু নাই, এবং সমান ভূমি নাই, যে স্থানের অনতিদূরে অশ্বাদিধাবন ও মৃগয়ার্থ ভূমি নাই, যে স্থান সমুদ্রের অতি নিকট কিম্বা অতি দূর, যে স্থানে নৌকা ও পোতের গমনাগমন যোগ্য নদী সকল বাণিজ্যের সুবিধাকর এবং জলপ্লাবনের গুণীভূত নিদান হইয়া থাকে, যে স্থান মহানগরী হইতে অতিদূর হওয়াতে ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধক এবং মহানগরীর অতি নিকট হওয়াতে খাদ্য দ্রব্য অনাটন ও মহার্ঘ হয়, এবং যে স্থানে জীবনের তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাশীকৃত থাকিলেও খাইয়া পরিয়া ও বিক্রয় করিয়া শেষকরা যায় না, কিম্বা যে স্থানে প্রয়োজন মতে সকল দ্রব্য মিলেনা, এবম্ভূত স্থানসকল বাসের অত্যুপযোগী নয়, এবং সকল প্রকার সুবিধা মত স্থান প্রাপ্ত হওয়াও দুঃসাধ্য, তথাপি ভাল মন্দ স্থান জ্ঞাত হওয়া ও তদ্বিষয় বিবেচনা করা উত্তম, কারণ যাহাদের সাধ্য হয় তাহারা অনেক স্থান দেখিয়া যে স্থানে অধিক সুবিধা সেই স্থান মনোনীত করিতে পারেন, আর সুবিধা মত স্থান প্রাপ্ত হইলে অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন।

পম্পীনামক ব্যক্তি লুকুলস্ নামক ব্যক্তির গৌরবান্বিত বারাণ্ডা সকল এবং অতিবৃহৎ ও উজ্জ্বল গৃহ সকল দর্শন করিয়া একটী গৃহের মধ্যে লুকুলস্কে জিজ্ঞাসা করেন, "এই সব গৃহ গ্রীষ্মকালে সুখদ হইবে কিন্তু শীতকাল হইলে এ স্থানে কেমন করিয়া বাস করিবে?" তাহাতে লুকুলস্ উত্তর দেন যাহারা শীতকাল হইলে সর্ব্বদা বাস পরিবর্ত্তন করে, এমত পক্ষিদের ন্যায় আমাকে কেন জ্ঞানী বিবেচনা কর না? এই গৃহ বিষয়ক প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশে বেকন সাহেব যে প্রকার বিলাতীয় রাজবাটীর বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠকদিগের মনোরম্য হইবে না বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

৪৬। উদ্যান।

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রথমে এদেন নামক উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই মনুষ্যের বাস স্থান দিয়াছিলেন। বাস্তবিক উদ্যানে মনুষ্যদের অতিশয় নির্ম্মল সুখ অনুভূত হয় ও তাহাদের মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে। যেহেতু গৃহ প্রাসাদ সামান্য মনুষ্যের হস্ত সম্পাদিত কার্য্য মাত্র, কিন্তু উদ্যানে প্রকৃতির শোভা দৃশ্য হইয়া থাকে। লোকেরা যখন সভ্য হইয়া উঠে, তখন তাহারা গৃহ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করে, সম্পূর্ণ নিপুণতা উপার্জ্জন করিতে না পারিলে উদ্যান প্রস্তুত করিতে পারে না। উদ্যানে বারোমাসের ফলপুষ্পের বৃক্ষলতাদি থাকা আবশ্যক এবং পুষ্পের মধ্যে যে২ পুষ্পের সৌরভ আছে তাহা বিবেচনা করিয়া পুষ্পের গাছ রোপণ করিলে অতিশয় আমোদ জন্মে। কিন্তু কিং মাসের কিং ফুল ফুলের কেমন সুগন্ধ তদ্বিষয়ে বেকন সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে পাঠকবর্গের বিশেষ উপকারক ফল নাই।

বেকন সাহেব যাদৃশ বৃহৎ ব্যপার রূপে উদ্যানের বিষয় বর্ণনা. করিয়াছেন তাহাও অনুবাদ করা অনাবশ্যক।

৪৭। কার্য্যকরণের নিয়ম।

পত্র না লিখিয়া বাক্য দ্বারা এবং নিজে না করিয়া মধ্যস্থতা দ্বারা কার্য্য করা উত্তম। কিন্তু লিখিত প্রত্যুত্তর গ্রহণ করা আবশ্যক হইলে, স্বহস্তাক্ষর প্রদর্শন দ্বারা কখন নিজের যাথার্থিকতা সপ্রমাণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা হইলে, অথবা কোন কর্ম্ম একেবারে মীমাংসা হইবে না অনেক প্রতিবন্ধক ঘটিবে ও ক্রমশঃ সমস্ত বিষয়ের কথা জানাইতে হইবে এমত বোধ হইলে, পত্র লেখা মন্দ নয়। কোন২ স্থানে সাক্ষাৎকার দ্বারা সম্ভ্রম লব্ধ হয়, যেমন অধীন লোকেরা কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগকে আপনাদের কোন বিষয় স্মরণ করাইবার সময় এবং চক্ষুর্লজ্জাজনক বিষয় জানাইবার সময় অর্থাৎ কোন লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কথা কহিলে সে লোক মনোযোগপূর্ব্বক অন্যের কথা কতদূর শুনিতে ইচ্ছা করিবে তাহা জানিবার সময় এবং কেহ বিবেচনানুসারে দোষ অস্বীকার ও গুণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিবার সময় সাক্ষাৎ হইয়া কার্য্য করা ভাল। কর্ম্মকারকদিগকে মনোনীত করণবিষয়ে বক্তব্য হইতেছে যে যাহারা অতি সবল ও কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সুচারুভাবে তাহা নির্ব্বাহ করিতে দক্ষ এবং কতদূর ফল হইতেছে, তাহা বিশ্বস্তভাবে কর্ত্তাদিগকে বিজ্ঞাপন করে এমত লোকদিগকে নিযুক্ত করা ভাল, প্রত্যুত যাহারা ধূর্ত্ত ও কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ক্ষতি করিবার কৌশল করত স্বীয় মঙ্গল চেষ্টা করে এবং কর্ত্তাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কার্য্যের শুভ সম্বাদ দেয় তাহাদিগকে নিযুক্ত করা ভাল নয়। অধিকন্তু

কোন্২ কর্ম্মে কোন্২ কর্ম্মণ্য লোক নিয়োজিত হইয়া উন্নতি কারক ও কর্ম্মক্ষম হয় তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে যথা সাহসী লোকেরা অনুযোগ কর্ম্মের যোগ্য ও মিষ্টভাষীরা প্ররোচনা কার্য্যের যোগ্য, কুটিল লোকেরা অনুসন্ধান কর্ম্মের যোগ্য, এবং কর্কশ ও অবিবেচক লোকেরা দোষাবহ কর্ম্মের যোগ্য, আর যাহারা ভাগ্যবান্ অর্থাৎ কোন কার্য্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তদ্রূপ কোন কার্য্য সুসম্পাদন করিয়া নিজ সুখ্যাতি রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকে, তাদৃশ লোকরা বিশেষ২ কর্ম্মের যোগ্য। যিনি দূর দেশে থাকিয়া অন্যের সঙ্গে কর্ম্ম করিবেন তিনি প্রথমেই উদ্দেশ্য বিষয় সাধন করিতে না দিয়া অল্প ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করিবেন ও যথেষ্টোন্নতি প্রাপ্ত লোকদিগকে মনোনীত না করিয়া বরং যাহারা আপনাদের অবস্থার উন্নতীচ্ছুক তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন, যেহেতু তাহারা কর্ত্তাদের অনুগ্রহে পদ বৃদ্ধির আশা করে। প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত কোন কার্য্যের নিয়ম করিতে চাহিলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার কর্ত্তব্য অগ্রে আরম্ভ করিলেই প্রথম ব্যক্তি নিয়ম করিবার বিষয় স্থির করিতে পারেন, কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য প্রথমতঃ করণীয় না হইলে কিম্বা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অধিক লাভজনক কর্ম্মের প্রত্যাশা না দেখাইলে অথবা দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তি অতি সম্ভ্রান্ত লোক না হইলে তাহাকে অগ্রে কর্ম্ম আরম্ভ করিতে প্রত্যাশা প্রদান করা অনুচিত। লোকদের মনোগত অভিপ্রায় জানাই ও তাহাদিগকে ইচ্ছামতে কর্ম্ম করানই কার্য্যিক নিয়মের প্রধান কৌশল।

বিশ্বাস জন্মিলে, কোন কারণ বশতঃ ক্রোধান্বিত হইলে, অসতর্ক থাকিলে এবং কিছু অন্যায় অথবা দোষ করিয়া গত্যন্তরাভাবে সত্য কহিতে বাধিত হইলে, ভাল ও মন্দ মানুষ অবগত

হওয়া যায়। কোন লোককে কেহ কর্ম্ম দিতে চাহিলে, কর্ম্ম-দাতা তাহার স্বভাব চরিত্র জ্ঞাত হইবে তাহাতে তাহাকে কার্য্যে চালাইতে পারিবে, তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলে কর্ম্মে তাহার মন রত করিতে পারিবে, তাহার দৌর্ব্বল্য ও অপটুতা জ্ঞাত থাকিলে তাহাকে ভয়ের বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিবে এবং তাহার শুভানুধ্যায়ী অর্থাৎ মুরব্বীদিগের সহিত পরিচয় রাখিলে তাহাকে শাসনে রাখিতে পারিবে। ধূর্ত্তদের সহিত কর্ম্মের সংস্রব রাখিতে হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের কথার ভাব গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে অল্প কথা কহিবে, তাহাতে তাহারা সমুদায় ভাব অনুসন্ধান করিতে পারিবে না, কেননা একটী প্রবাদ আছে যে, "স্বল্প বাক্যে অতি শীঘ্র দোষ শোধন হয়।"

কঠিন কর্ম্মের বন্দোবস্ত—কেহ বীজ রোপণ ও শস্যচ্ছেদন উভয় এককালে প্রতীক্ষা করিতে পারে না, প্রত্যুত কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া, পরে ক্রমশঃ তাহা পরিপক্ক হওনের যোগ্য করিয়া তুলিবেক।

৪৮। অনুচর ও বন্ধুবর্গ।

বহু ব্যয়জনক অনুচরবর্গ মনোনীতব্য নহে কেননা আনুষঙ্গিক দল ভারী হইলে এবং উপায়াতিরিক্ত ব্যয় হইলে উন্নতির সম্ভাবনা নাই আর যাহারা অধিক ধন ব্যয় করায় তাহারা শুদ্ধ নয় কিন্তু যাহারা যাচ্ঞা দ্বারা বিরক্ত করে ও অনবরত প্রার্থনা করে তাহারাও মনোনীতব্য অনুচর নহে। সামান্য সঙ্গিদের উচিত যে তাহারা কৃতজ্ঞতা পোষকতা করেন এবং অনিষ্টোদ্ধার প্রভৃতি সহজ প্রার্থনীয় বিষয় অপেক্ষা অধিক উচ্চ বিষয় প্রার্থনা না করেন। বিরোধকারী

লোককে অনুচরবর্গ মধ্যে মনোনীত করা অতীব মন্দ, কারণ ইহারা যাহাদের আনুগত্য করে তাহাদের প্রতি অনুরাগ বশতঃ অনুগত না হইয়া অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট থাকাতে উক্তরূপ আনুগত্য করে ইহারা মহল্লোকদের মধ্যে সচরাচর অনৈক্য ও বিবাদ ঘটাইয়া থাকে। বৃথাভিমানী ও নিরর্থক দর্পী অনুগতেরা তূরীর ন্যায় স্বীয় অনুগম্য অর্থাৎ কর্তৃপক্ষদের প্রশংসাবাদী হইয়া অসুবিধাজনক হয়, কারণ তাদৃশ মিথ্যাহঙ্কারী বাচালেরা কার্য্যের বিষয় প্রচার করিয়া কার্য্যের হানি করে ও নিয়মাতিরিক্ত সুখ্যাতি প্রচার দ্বারা তাহাদের উপর অন্যের কুভাব ও ঈর্ষা আনয়ন করে। এইরূপ আর কতকগুলিন ভয়ানক অনুচর আছে তাহারা চর স্বরূপ হইয়া গৃহচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করে এবং ঘরের কথা বাহির করিয়া অন্যান্য লোকদের কাছে গল্প করে, তথাপি তাহারা অনেক স্থলে মহা সপক্ষতা করে, কারণ ঈদৃশ লোকেরা অনধিকারচর্চ্চক এবং সচরাচর অন্যের কথা ঘরে আনে। যে মহল্লোক যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন তৎকর্ম্মোপজীব লোকদিগকে তাঁহার আপনার অনুগামী করা উচিত যথা যোদ্ধাকে অনুচর করা বীরপুরুষদের কর্ত্তব্য। অনুচরেরা অতীশয় আড়ম্বরী বা জনরবকারী না হইলে, রাজ্য মধ্যেও অনুগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু সকলের যোগ্যতা ও গুণের উৎকর্ষসাধনপর ব্যক্তির অনুচর হওয়া অতি মাননীয়, তথাপি যোগ্য পাত্র এবং প্রিয় পাত্র উভয়ের মধ্যে যোগ্যতা বিষয়ে অধিক বৈসাদৃশ্য না থাকিলে প্রিয় ব্যক্তিকে মনোনীত করা কর্ত্তব্য, এবং আরো দেখা যায় যে মন্দ সময়ে সত্য কথা কহিতে, গুণবান ও সৎলোক অপেক্ষা উদ্যোগী ব্যক্তি অধিক কর্ম্মণ্য হয়, রাজকীয় কর্ম্ম স্থলে একপদস্থদের সঙ্গে সমান ভাবে ব্যবহার করিলে ভাল হয়, কারণ কিয়ৎ সংখ্যক লোকেরা অসাধারণ

রূপে আশ্বসিত ও উপকৃত হইলে দাম্ভিক হইয়া উঠে আর অবশিষ্টেরা অসন্তুষ্ট হয় যেহেতু উপকৃতেরা যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা তাহারা আপনাদেরই প্রাপ্য বিবেচনা করে। কিন্তু অনুগ্রহ স্থলে যদ্বিপরীত ব্যবহার অর্থাৎ লোকদের সহিত অসমান ব্যবহার করা এবং লোক বাছিয়া মনোনীত করা শ্রেয়, কার তাহা করিলে অনুগৃহীত লোকেরা প্রভুদের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়, এবং অবশিষ্টেরা অধিক সেবানুরক্ত হয় যেহেতু প্রসাদই সর্ব্বে সর্ব্বা, কোন ব্যক্তিকে প্রথমে প্রসাদ প্রদান কালে বহুল প্রসাদ প্রদান করা পরিণামদর্শির কর্ম্ম নয়, কেননা পরে দান করিবার নিমিত্ত প্রসাদ দাতার অন্যান্য প্রসাদ থাকে না। বরাবর একজনের প্রভুত্বাধীন থাকা নিরাপদ নয় কেন না তাহাতে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায় এবং নিন্দা ও অপযশের পথ মুক্ত হয়। যাহারা কাহার নিন্দা করিতে কিম্বা ঝটিতি কুৎসা করিতে অনিচ্ছুক তাহারা অতিরিক্ত প্রসাদ প্রাপ্ত লোকদের মন্দ কথা বলিতে ভয় না করিয়া তাহাদের সম্ভ্রম হানি করে। তথাপি অনেক বন্ধুর অনেক প্রকার পরামর্শ দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইলে অধিক ক্ষতি হয়, কারণ তদ্দারা শেষভাবাপন্ন ও অস্থিরীকৃতাভিপ্রায় হইতে হয়, অল্প সংখ্যক বন্ধুর মন্ত্রণা গ্রহণ করা সতত আদরণীয়, কারণ পাশক্রীড়কদের অপেক্ষা দর্শকেরা অনেকবার খেলা উত্তমরূপে অবলোকন করে, এবং উপত্যকাও পর্ব্বতের পরিচয় প্রদান করে। জগতের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হওয়াযায়, সমতুল্য ব্যক্তিদের মধ্যে তাহা অত্যুক্তির বাচ্য হইয়া থাকে, তথাপি তাহা বিবেচনায় অত্যল্প মাত্র যাহাদের সৌভাগ্যে অপরের সৌভাগ্য হয় এমত উচ্চ ও নীচদের মধ্যে বন্ধুত্বভিন্ন আর কিছুতে সেই সৌভাগ্য হয় না।

৪৯। আবেদনকারী।

বিবিধ নিকৃষ্ট কৌশল যুক্ত এবং গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ্যর্থ সমর্পিত আবেদনসকল গ্রাহ্য করিলে সাধারণ জনগণের হানি ও অমঙ্গল হয়, দুষ্ট এবং কুটিলান্তঃকরণ লোকেরা উপকারক বিষয় সম্বন্ধীয় আবেদনসমূহ গ্রহণ করিয়া তাহা সম্পন্ন ও সিদ্ধ করিতে মনস্থ করে না। কতক লোক আবেদনের সফলতার্থে আপনারা যত্নবান হইতে মনস্থ করে না কিন্তু যদি দেখে কোন উপায় করিলে অর্থাৎ কোন সক্ষম ব্যক্তির সাহায্য লইলে আপনাদের নিজের লাভ হইবে, তাহা হইলে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া আবেদনকারীর কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা কিম্বা তাঁহাকে আশা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে কিছু পুরস্কার লইতে পারা যায় তাহা গ্রহণ করে। কোন২ লোক বিপক্ষদের উপর শুদ্ধ ঈর্ষাপরবশ হইয়া অথবা বিপক্ষ দলের কোন সন্ধান অন্যোপায়ে প্রাপ্ত না হইলে তৎসন্ধানার্থী হইয়া আবেদন গ্রহণ করে কিন্তু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে আবেদনের বিষয়ে কিছুমাত্র যত্ন করে না। কেহ২ আবেদনকারীর বিষয় যাহাতে অসিদ্ধ হয় এবং তাহার বিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী যাহাতে ইষ্ট লাভ করিতে পারে এমত প্রত্যাশায় আবেদন গ্রহণ করিয়া থাকে। আবেদন মাত্রেরই সত্ব আছে, বাদানুবাদ বিষয়ক আবেদনে ন্যায়ানুগত বিষয়সম্বন্ধীয় সত্ব আছে এবং প্রার্থনা বিষয়ক আবেদনে যোগ্যতাসম্বন্ধীয় সত্ব আছে। কেহ স্নেহ এবং মমতা পরবশ হইয়া অন্যায়কারীর পক্ষে বিচারের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহা না করিয়া বরং মৈত্রভাবে উক্ত বিষয় নিষ্পত্তি করিতে আনুকূল্য করিবেন। যদি অনুরাগবশতঃ কেহ অযোগ্য ও নির্গুণ ব্যক্তিকে প্রসাদ দান করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহা হইলে তিনি তাহাকে

প্রসাদ দান করুন। কিন্তু কোন যোগ্য ও গুণী ব্যক্তিকে তুচ্ছ করিয়া অপকার না করেন এই বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আবেদনের বিষয়ে কোন কথা না বুঝিলে কোন বিশ্বাসী এবং বিবেচক পরিচিত ব্যক্তির পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবেন কিন্তু পরামর্শের নিমিত্ত যোগ্য ব্যক্তি মনোনীত করিতে না পারিলে তিনি কুলোকের ইচ্ছায় চালিত হইয়া দ্বিপথগামী হইবেন। আবেদনকারীরা কার্য্য নির্ব্বাহকদের অসরল ব্যবহার ও কার্য্যে দীর্ঘসূত্রিতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করে যে সত্যাচারী হইয়া প্রথমেই তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য না করা এবং না বাড়াইয়া নিষ্পত্তির কথা যথার্থ বর্ণনা করা এবং যথাযোগ্যের অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা না করা শুদ্ধ আদরনীয় না হইয়া বরং হিতকারক ও সন্তোষজনক হয়। কিছু অনুগ্রহ প্রার্থনাশয়ে কেহ প্রথম আবেদন করিলেই যে তাহাকে প্রার্থনীয় বিষয় দিতে হইবে এমত নয় কিন্তু তিনি ভিন্ন অন্য কেহ প্রার্থিত বিষয়ের সন্ধান গ্রহণে সমর্থ না হইলে তাহাকে দিতে হইবে এবং অপর কেহ তাহার নিকট সেই সন্ধান পাইয়া ফল লাভ করিলে তিনি নিরাশ হইয়া যেন উপায়ান্তর অবলম্বন না করেন এমন বিবেচনা করিয়া তাহাকে তাহার অনুসন্ধান রাখিবার নিমিত্ত কর্ম্মদাতা পুরস্কার দিবেন। আবেদনের মর্ম্ম গ্রহণ না করাই মূঢ়তা, আবেদনের ন্যায্য বিষয় তুচ্ছ করাই অবিবেকিতা এবং কোন আবেদিত বিষয়ে গোপন ভাবই অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান উপায়। নিবেদ্য বিষয় অগ্রসর হইয়া লোকদের নিকট ব্যক্ত করিলে নিবেদনকারির আশা ভঙ্গ হইবে এবং অন্যেরা জাগ্রৎ ও উত্তেজিত হইবে। কর্ম্মদাতাদের উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আবেদন করা ভাল কিন্তু তখন প্রতিকুলাচারিরা আপত্তি করিবে ইহা জানিলে তাহা করা উচিত নয়। অত্যন্ত প্রধান কর্ম্মকারককে মনোনীত করা অপেক্ষা

অত্যন্ত কর্ম্মদক্ষকে মনোনীত করা শ্রেয়ঃ। সাধারণ বিষয়ে বুদ্ধিমান লোক অপেক্ষা বিশেষ২ কর্ম্মের পারদর্শীকে কর্ম্ম ভার সমর্পণ করিবে। যদি কেহ কাহাকে কিছু প্রথমবার না দেওয়াতে যাচক ব্যক্তি আপনাকে বিষণ্ণও অসন্তুষ্টা না দেখায় তাহা হইলে দ্বিতীয়বার কিছু দিলে তাহা প্রথমবার কিছু না দেওয়ার দোষ শোধক হয়, অর্থাৎ প্রথমবার কিছু দেওয়ার তুল্য হয়। যখন কেহ অতিশয় দয়া করিয়া কিছু দিতে সমর্থ এমত বোধ হয়, তখন তাহার নিকট স্বপ্রয়োজনীয় সামান্য বিষয় পাইবার জন্যে মহৎ বিষয় প্রার্থনা করিবার নিয়ম মন্দ নয়, কিন্তু অতিশয় দয়া না থাকিলে ক্রমে২ প্রার্থিত বিষয়ের বৃদ্ধি চেষ্টা করিতে হয়, কেননা অতিরিক্ত প্রার্থনা করিলে দাতা তাহাকে একেবারে জবাব দিতে সাহসী হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু যদি সে ক্রমশঃ অল্প অনুগ্রহের পর অধিক অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরে একটী নূতন অনুরোধ যাচ্‌ঞা করে তাহা হইলে দাতা অস্বীকার করিলে তাহার বর্দ্ধিষ্ণু কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ হারাইবেন ও তাহার প্রতি পূর্ব্বদত্ত অনুগ্রহ সকল হেয় বোধ হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাকে নিরাশ করিবেন না। পত্র ব্যতীত মহৎ লোকের নিকট আর কোন সহজ অনুরোধ নাই তথাপি পত্র সদভিপ্রায়যুক্ত না হইলে তাহার সুখ্যাতির হানিকর হয়। যাহারা স্বার্থসাধনানুরোধের নিমিত্ত বড় লোককে বিরক্ত করিতে অপরকে প্রবৃত্ত করে, তাহারা অতি নীচ, কারণ তাহারা প্রকাশ্য কার্য্যের অধিকাংশ ক্ষতি ও ব্যাঘাত জন্মায়।

৫০। বিদ্যাচর্চ্চা।

বিদ্যাচর্চ্চাতে মনের প্রফুল্লতা, বাক্যের বিদগ্ধতা, এবং কার্য্যে দক্ষতা জন্মে। নির্জ্জনে থাকিবার সময়ে চিত্তের আনন্দ হয়, কথোপকথন সময়ে বাক্‌পটুতা প্রকাশ পায় এবং কর্ম্মসাধন সময়ে ব্যাপারের ভাব বিবেচনা করিতে নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। কারণ দক্ষ লোকেরা বিশেষ২ কার্য্য ও বস্তু একং২ করিয়া বিচার করিতে ও নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বিদ্বান লোকেরা উত্তমরূপে সকল বিষয়ের পরামর্শ ও কল্পনা এবং নিয়ম স্থাপন করে। পুস্তক পাঠে অভিবাদ সময় ব্যয় করিলে জড়তা ব্যতীত অন্য কিছু স্ফূর্ত্তি পায় না। বাক্যের অতিশয় বৈদগ্ধ দেখাইলে ছলনা মাত্র প্রতীত হয়, এবং শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সকল বিষয়ের বিচার করিলে পাঠার্থির স্বভাব প্রকাশ পায়। বিদ্যাভ্যাস দ্বারা স্বভাব পরিপক্ক হয় এবং বহুদর্শিতাদ্বারা বিদ্যাভ্যাস পরিপক্ক হয় কারণ স্বাভাবিক নৈপুণ্য বা কার্য্যদক্ষতা, স্বাভাবিক চারা বৃক্ষের ন্যায় এই চারারূপ দক্ষতা ছাঁটিয়া পরিষ্কার না করিলে এবং বহুদর্শিতারূপ বেড়া দ্বারা বেষ্টন না করিলে ইতস্ততঃ ঝুঁকিয়া পড়ে। ধূর্ত্ত লোকেরা বিদ্যাভ্যাস ঘৃণা করে, সরলেরা প্রশংসা করে, জ্ঞানিরা পুস্তক পাঠ করিয়া কেবল বিদ্যাভিমানী হয়েন না, কিন্তু তাঁহারা মানবীয় ব্যবহার ও সাংসারিক গতিক দর্শন করিয়া যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা পাঠোপার্জ্জিত বিদ্যার সঙ্গে যোগ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকেন। শাস্ত্র পাঠ কেবল বাদানুবাদ, আপত্তি খণ্ডন, বিশ্বাস ও অপ্রামাণিক বিষয়ের স্বীকার, বাচালতা এবং বিতর্ক করণার্থে প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু বস্তু পরীক্ষা ও বিচারার্থে আবশ্যকীয় হয়। কতকগুলিন পুস্তক আস্বাদন করিবেক, কতক-

গুলিনকে গিলিয়া ফেলিবেক, কতকগুলিনকে চর্ব্বণ করিবেক ও পরিপাক করিবেক অর্থাৎ কতকগুলিন পুস্তক শুদ্ধ অংশাংশ করিয়া পাঠ করিবেক, কতকগুলিতে নিগূঢ় মনোযোগ দিয়া পাঠ না করিয়া মর্ম্ম গ্রহণ করিবেক, কতকগুল বিশিষ্ট অভিনিবেশ, ও যত্নসহকারে পাঠ করিবেক। সারাংশ রহিত ও অপকৃষ্ট ভাবযুক্ত গ্রন্থ সকল স্বয়ং অধ্যয়ন না করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা অর্থাৎ অন্যের সংগৃহীত সার সংগ্রহ গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া উহাদের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেক। কিন্তু উৎকৃষ্ট ভাবপূর্ণ সার গ্রন্থ সকলের সার সংগ্রহ পাঠ না করিয়া সেই সকল গ্রন্থই পাঠ করিবেক, কারণ তাদৃশ গ্রন্থ সমূহের সার সংগ্রহ স্বাদরহিত ও নীরস। অধ্যয়ন দ্বারা চিত্ত প্রশস্ত হয়, শাস্ত্রালাপ দ্বারা উৎসুক হয়, এবং লিখন দ্বারা সতর্ক হয়, অধিক লেখা অভ্যস্ত না থাকিলে, স্মরণ শক্তি চাই। অধিক শাস্ত্রালাপ না থাকিলে, প্রত্যুৎপন্ন মতি চাই, অধিক পাঠ করা না থাকিলে এমত ধূর্ত্ততা করিয়া জানাইতে হইবে, যে যাহা না জানা আছে, তাহাও জানা আছে, ইহা লোকেরা বোধ করিতে পারে। ইতিহাস পাঠে মানুষকে বিজ্ঞ করে, কাব্য পাঠে ধীশক্তি সম্পন্ন করে, গণিতবিদ্যায় সূক্ষ্ম বুদ্ধি করে, প্রাকৃত তত্ত্ববিদ্যায় গম্ভীর করে, নীতি তত্ত্ববিদ্যায় ধীর করে, ন্যায় এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে তার্কিক করে। "বিদ্যাভ্যাসই সংস্কার হইয়া উঠে," উপযুক্ত বিদ্যালোচনা দ্বারা বুদ্ধির প্রাখার্য্য প্রতিবন্ধক সকল দূরীকৃত হয়, যেমন শরীরের অঙ্গগত দৌর্ব্বল্য শরীর চালনা করিলে, নিবারিত হয়, মূত্রাধারে পাথুরী হইলে, গোলা খেলিলে ভাল হয়, ফুষ২, ও বক্ষঃস্থলে পীড়া হইলে ধনুকে তীর যোজনা করিয়া ছোঁড়া ভাল। পাকস্থলীতে অপাক হইলে ধীরে২ পদ চালন ভাল, মস্তকের ব্যারাম হইলে অশ্বা-

রোহণ প্রভৃতি উত্তম, তেমনি বুদ্ধি অস্থির হইলে গণিত শাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য যেহেতু কোন প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করিতে২ মন ব্যাসক্ত হইলেই পুনশ্চ প্রথমাবধি আরম্ভ করিতে হয়, যাহার বুদ্ধি পদার্থ সকল প্রভেদ করিতে এবং প্রভেদ করিয়া বিবেচনা করিতে অশক্ত হয়, তিনি দর্শন বিদ্যা অভ্যাস করিবেন, কারণ তাহা করিলে ফিক্‌ড়ি বাহির করিয়া বিচার করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয় বা কার্য্যের মুলীভুত কারণ অনুসন্ধান করিতে এবং এক বিষয় সপ্রমাণ করিতে ও অন্য বিষয় অলঙ্কৃত করিতে অপারগ হইলে ব্যবস্থা বা আইন পুস্তক পাঠ করিবেক, এই রূপে মনের প্রত্যেক দোষ বিশেষ২ প্রতিকারক উপায় অবলম্বন করিলে তিরোহিত হইতে পারে।

৫১। রাজবিদ্রোহ বা বিরোধ।

রাজাদের রাজ্যে কিম্বা সম্ভ্রান্ত বড় লোকদের অধিকারে বিদ্রোহ ও বিরোধ ঘটিলে তদনুযায়ী শাসন বিধান করাই রাজনীতির প্রধান কর্ম্ম, অনেকের এবম্ভূত মতকে বিজ্ঞমত বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, প্রত্যুত বলা যাইতে পারে যে তাবৎ প্রকার বিদ্রোহী দলকে সাধারণ বিষয়ে সম্মত রাখাই এবং চলিত কার্য্য সকল সুশৃঙ্খলা বদ্ধ করাই অথবা বিশেষ২ বড় ব্যক্তিদের সঙ্গে পত্রাদি দ্বারা আলাপ রাখাই অত্যন্ত বিজ্ঞতার কর্ম্ম। কিন্তু বিদ্রোহ বিরোধিনী চিন্তা একেবারে উপেক্ষণীয়া নহে, নীচ লোকদের উন্নতি লাভকালে বিরোধীদল ভুক্ত হওয়া আবশ্যক কিন্তু সহায় সম্পত্তি ও পরাক্রমশালী লোকদের কোন পক্ষ আশ্রয় না করা শ্রেয়ঃ তথাচ উন্নত পদে প্রথম প্রবৃত্ত লোকেরা এক দল

ভুক্ত থাকিয়া এমত নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহার করিবেন যে তাহাদিগকে অন্য দলেও গ্রাহ্য করা যাইতে পারে তাহাতে তাহাদের পথ সুগম্য থাকিবে। নীচ শ্রেণীস্থ দুর্ব্বলতর লোকেরা অল্প সংখ্যক হইলে ও দৃঢ়রূপে পরস্পর ঐক্য হইয়া অধিকাংশ মধ্যবিধ লোকদের ক্লেশপ্রদ হয়। একদল বিদ্রোহী নির্ব্বাণ হইলেই অন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন লুকুলস ও রাজকর্ম্ম সম্পাদক সভার সপক্ষ অন্যান্য ব্যক্তিরা পম্পীনামক ব্যক্তি ও সিজারের বিদ্রোহাচরণের বিপরীতে কিয়ৎকাল সংগ্রাম করে, পরে রাজকর্ম্ম সম্পাদক সভা পরাজিত হইবা মাত্র পম্পী ও সিজারের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়, এবং আণ্টোনিয়স নামা ব্যক্তি এবং অকটেভিয়ানস্ সিজার নামক ব্যক্তি ব্রুটস এবং কাসিয়সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু ব্রুটস্ ও কাসিয়স উচ্ছিন্ন হইবামাত্র আণ্টোনিয়স এবং অক্টোভিয়ানসের পরস্পর অনৈক্য হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত প্রকাশ্য বিগ্রহ ঘটিত হইলে ও গুপ্ত বিরোধেরও সমানরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। যাহারা উভয় বিরোধী দলের সহায়তা করে এমত লোকেরা উভয় দল বিচ্ছিন্ন হইলে আপনারাই প্রধান ও অগ্রগণ্য হইয়া উঠে, তথাপি অনেকবার অকিঞ্চিৎকর ও অসার্থক হইয়া পড়ে, কেননা প্রতিকূলতাচরণ কালে অনেকের শক্তি প্রকাশ পায় এবং প্রতিপক্ষাভাবে সে শক্তি থাকে না কৃতঘ্ন বিদ্রোহীরা স্বীয় দল পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিদ্রোহী দলাক্রান্ত হইয়া বিরোধানল প্রজ্বলিত করত কৃতার্থম্মণ্য হয়, কারণ যখন উভয় বিরোধী দল সমসংখ্যক থাকে তখন একদলের লোকেরা অন্যদলে পলায়ন করিলে অন্যদলস্থেরা আপনাদের দল ভারী এবং উপকৃত হইল ভাবিয়া তৎদলভুক্তদের প্রতি আতকৃতজ্ঞ হয়। উভয় বিরোধী দল মধ্যে সমভাব ব্যবহার করা সর্ব্বদা অপক্ষপাতিত্বের লক্ষণ নহে, কেননা স্বং লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই অনেকে

সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে বিশেষতঃ দেখা যায় পোপেরা কপটভাবে জানাইয়াছিলেন যে তাহারা সকলকে সমানভাবে প্রেম করেন সেই জন্যে সকলের সাধারণ পিতা হয়েন ইটালীর লোকেরা উক্ত প্রকার বাক্যে সন্দিহান হইয়া কহিয়াছিল পোপেরা নিজ ক্ষমতা মহত্ত্ব নিজ পরিজনদের মর্য্যাদা এবং প্রভাব বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া সকলের অনুরাগভাজন হইবার কৌশল করিয়াছেন। রাজারা প্রজাদের কোন প্রকার দলভুক্ত না হউন, কারণ প্রজাদের সঙ্গে বিশেষরূপ সন্ধির নিয়ম করিলে তাহা তাহাদের পক্ষে হানিকর হয়, কারণ তাদৃশ নিয়ম দ্বারা রাজ নিয়মের গৌরব লাঘব হয়, এবং রাজারা আমাদের তুল্য এক জন হইয়া উঠেন, অতি ভারী ও প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘটিলে রাজাদের দৌর্ব্বল্য এবং অক্ষমতা প্রকাশ পায়, এবং তাহাদের আদেশ ও কার্য্য উভয়ের প্রতি দ্বেষভাব জন্মে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা কহেন, যে আকাশীয় নক্ষত্রগণ কোন উচ্চতর প্রধান গতি শক্তির অধীন হইয়া স্ব২ সীমায় অতি স্থিরভাবে চলিতেছে, এইরূপ লোকেরা বিরোধী হইলেও রাজাদের অধীনস্থ থাকিয়া শাসনসীমা অনতিক্রম করিবেক।

৫২। শিষ্টাচার এবং সমাদর।

স্বচ্ছ প্রস্তরের তলাতে ধাতু নির্ম্মিত পাতলা জমি স্থাপন করিলে উহার রং বৃদ্ধি পায় উক্ত প্রকার প্রস্তরের স্বীয় বিশেষ গুণ না থাকাতে যেমত তদ্রূপ জমি আবশ্যক, তেমনি বাস্তবিক অতিরিক্ত গুণবান্ না হইলে শিষ্ট ব্যবহার থাকা আবশ্যক, লাভের বিষয়ে যে নিয়ম, প্রশংসা প্রাপ্তির বিষয়েও সেই নিয়ম দেখা যায়। অল্প লাভ করিলে আয় অধিক হয় কেননা অল্প লাভ নিয়ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে কিন্তু অধিক

লাভ দুষ্প্রাপ্য হয়। সেইরূপ সামান্য বিষয়ে নিত্য২ প্রশংসা লাভ করিলে যত সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয়, মহদ্গুণ দ্বারা তত হয় না, কেন না মহদ্গুণ সর্ব্বদা প্রকাশ পায় না, পর্ব্ব সুযোগে প্রকাশিত হয়। অতএব শিষ্টাচারই সুখ্যাতির প্রতিপোষক এবং এলিজেবাথ নাম্নী রাজ্ঞী কহিয়াছেন যে "সৎব্যবহারই নিয়ত প্রশংসা পত্রের ন্যায় হয়।" শিষ্টাচারের প্রতি অবহেলা না থাকিলেই তাহা শিক্ষা করা যায়, কেননা অপর লোকের শিষ্টাচার দর্শন করিলেই যথেষ্ট শিক্ষা প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তজ্জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক নয়। কেননা শিষ্টাচার সহজ ও স্বাভাবিকরূপে প্রতীত না হইলে শোভা পায় না, কতিপয় লোকের ব্যবহার লঘুগুরুস্বরনিয়মবদ্ধশ্লোকের ন্যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র বিষয়দর্শনাসক্ত লোকদের মন কিরূপে মহৎ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে? একেবারে শিষ্টাচার বর্জ্জিত হইলে অন্য লোকদিগকে প্রতিশিষ্টাচার করিতে নিষেধ করা হয়, বিশেষতঃ বিদেশী অপরিচিত এবং বাহ্যশিষ্টাচারপ্রিয়দের প্রতি ভদ্র ব্যবহার পরিত্যজ্য নয়, কিন্তু তাহা বলিয়া অতিবাদ ভদ্রতা দেখান যুক্তিসিদ্ধ নয়, অধিক শিষ্টতা প্রদর্শন করিলে অন্য লোকদের বিরক্তি ও বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। শিষ্টাচার একটী কোমল পদ্ধতী, প্রত্যেকের সম্মানিত হইবার নিমিত্ত সকলে মনোরঞ্জক সৎব্যবহার করিতে জানে না, করিতে পারিলে দৃঢ় ও চিরস্মরণীয় ফল জন্মিতে পারে। সমতুল্য লোকদের সঙ্গে হৃদ্যতা নিশ্চয় থাকে, সেই জন্য তাহাদের নিকট গাম্ভীর্য্যভাবে আপন মর্য্যাদা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, অধীনস্থদের নিশ্চয় সমাদরণীয় হওয়া যায় বলিয়া তাহাদের সহিত সদ্ভাব রাখিবে। কিন্তু অত্যন্ত কিছুই ভাল নয়, অতিরিক্ত সৌহার্দ্যভাব দেখাইলে মান থাকে না, যথা একটী প্রবাদ আছে। "অত্যন্ত হৃদ্যতাই অবজ্ঞার

মূল।” কাহার নিকট নম্রতা স্বীকার করিতে হইলে স্বীয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ না করিয়া স্বীয় সদিচ্ছা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হইবে; সদুপদেশ এই যে অপরের মনের পোষকতাকালীন নিজের মন্তব্য কথা যোগ করিবে, অপরের মত স্বীকার করিতে হইলে নিজের মতের বিশিষ্টতা দেখাইবে, অপরের প্রস্তাব অনুসরণ করিতে হইলে তাহা স্বনিয়মানুযায়ী করিবে, এবং অপরের মন্ত্রণা গ্রাহ্য করিতে হইলে অধিকতর হেতুবাদ প্রকাশ করিবে। অতিরিক্ত শিষ্টাচার রক্ষা করিতে সাবধান হওয়া আবশ্যক, কেননা শিষ্টাচারীদিগের অন্যবিধ যথেষ্ট গুণ থাকিলেও শিষ্টাচারদ্বেষীরা তাহাদের শিষ্টাচার মাত্র গুণ দেখিয়া অন্যান্য মহত্তর গুণসমূহের অপবাদ করিবে, কার্য্য বিশেষে অতি শিষ্টতা করিলে এবং সময় সুযোগ বিষয়ে অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিলে কার্য্যের ক্ষতি হয়। সুলেমান রাজা কহিয়াছেন যে, “বায়ুর বিষয়ে চিন্তাকারীব্যক্তি বপন করিতে পারে না ও মেঘের প্রতি দৃষ্টিকারীব্যক্তি শস্য কর্ত্তন করিতে পারে না।” জ্ঞানীব্যক্তিরা সর্ব্বদা সুযোগের প্রতীক্ষা না করিয়া সাধ্যানুসারে স্বকার্য্যের সুযোগ করিয়া লয়েন। মনুষ্যদের ব্যবহার পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায়, সম্পূর্ণ রীতি সঙ্গত না হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু কার্য্যের ব্যাঘাত জনক হইলেই ক্ষতি হয়।

৫৩। প্রশংসা।

গুণের প্রতিভাই প্রশংসা, কিন্তু প্রশংসার মর্য্যাদাটি গুণপ্রকাশক অন্য ব্যক্তিদের ভাবানুসারে বৈচিত্র্যভাব প্রাপ্ত হয়; সামান্য লোকদের প্রশংসা প্রায় মিথ্যা ও অকিঞ্চিৎকর, এবং গুণবানদের অপেক্ষা বৃথাভিমানীরা তাহা অধিক প্রাপ্ত হয়, কেননা সামান্য লোকেরা শ্রেষ্ঠগুণের মর্য্যাদা জানে না, এব.

তাহারা অতি নীচ গুণকেও উত্তম বলিয়া প্রশংসা করে, এবং মধ্যম প্রকার গুণের কথা শুনিলেও চমৎকৃত হয়, কিন্তু সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গুণ তাহাদের একান্ত বোধাগম্য হয়, এই জন্য তাহারা গুণাভাসস্বরূপ আড়ম্বরকেই উত্তম গুণবোধ করিয়া প্রশংসা করে। প্রতিষ্ঠা নদীর ন্যায় লঘু ও স্ফীত দ্রব্যকে ভাসাইয়া তুলে, কিন্তু ভারী ও শক্ত দ্রব্যকে ডুবাইয়া রাখে। পরন্তু সম্ভ্রান্ত ও বিবেচক লোকের মতানুসারে যে যশঃ হয়, তাহা সুগন্ধি কস্তুরিকার ন্যায়, কারণ উহার সৌরভ পুষ্পের সুবাস অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া চতুর্দ্দিগ আমোদিত করে ও শীঘ্র উড়িয়া যায় না। অসত্য বিষয়ের স্তুতিবাদই সংশয়োৎ-পাদক হয়, কিয়তী প্রশংসাকে মনোরঞ্জনের কথা বোধ হয়। সামান্য স্তাবকদের কতকগুলি চলিত স্তুতিবাক্য আছে তাহা তাহারা সকলেরই প্রতি প্রয়োগ করে; স্তুতিবাদকেরা ধূর্ত্ত হইলে আত্মোৎকর্ষাভিমানীদের মতানুসারে প্রশংসা করিয়া কৃতার্থম্মন্য ও প্রীতি পাত্র হয়; নির্ব্বোধ স্তুতিবাদকেরা কোন ব্যক্তির যে গুণ নাই সেই গুণের জন্যে প্রশংসা করিয়া তাহার বিবেকের অবজ্ঞা করে, এবং সেই ব্যক্তিও স্বয়ং আপনাকে অপ্রতিভ জ্ঞান করে। শিষ্টাচারের পাত্র রাজাকে ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সদ্ভাব ও সম্ভ্রমসূচক প্রশংসা করিবে, এবং তাহা করাতে প্রশংসাকারে পরামর্শ দেওয়া হয়, কেননা কোন ব্যক্তির যে প্রকার গুণবিশিষ্ট হওয়া উচিত, তাহাকে সেই গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিলে, তিনি তাদৃশ প্রশংসা হইতে পরামর্শ প্রাপ্ত হয়েন। কোন২ লোক পরের হিংসা চেষ্টাপূর্ব্বক এমত ভাবে প্রশংসা করে যে তদ্দ্বারা প্রশংসিত ব্যক্তির প্রতি অপর লোকদের দ্বেষ ও রাগ উত্তেজিত হয়; "স্তুতিবাদকেরা নীচতম শত্রু বিশেষ।" মিথ্যাবাদীর জিহ্বাতে ফোস্কা হইবে, এই প্রবাদের ন্যায় একটী গ্রীক প্রবাদ আছে; যথা ক্ষতিকারক

প্রশংসাই নাসিকোপরিস্থ বিস্ফোটক। সুযোগ বুঝিয়া অসাধারণ প্রকার প্রশংসা না করিয়া মধ্যম প্রকার প্রশংসা করা ন্যায্য ও উপকারক হয়। সুলেমান রাজা কহেন যে যিনি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া বন্ধুকে উচ্চৈঃস্বরে ধন্যবাদ দেন তাঁহার তাদৃশ ধন্যবাদই অভিশাপস্বরূপ। কোন ব্যক্তির কিম্বা কোন বিষয়ের অতিশয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলে বিতণ্ডা উৎপাদন করিয়া ঈর্ষা ও নিন্দা উপস্থিত করে। আত্মশ্লাঘা গর্হিত, কিন্তু বিষয় বিশেষে গর্হিত নয়। কোন ব্যক্তির স্বীয় পদের ও কার্য্যের প্রশংসা করাই তাহার সম্মান ও মহিমাসূচক হয়। রাজপ্রতিনিধি অথবা উকীল এবং বিচারাধ্যক্ষ ও প্রদেশাধ্যক্ষদের অনুজীবীগণ এবং থানাদার প্রভৃতি লোকদের প্রতিকূলে রোমীয় পুরোহিত উদাসীন এবং বিশেষ২ শাস্ত্রাধ্যাপকেরা ঘৃণার্হ ও নিন্দনীয় বাক্য প্রয়োগ করিতেন, কারণ নগরীয় কার্য্য সম্পাদকেরা বিবাদ সম্বলিত অনিত্য কর্ম্ম ব্যতীত পারমার্থিক কার্য্য করিত না, তথাপি প্রদেশাধ্যক্ষদের অনুজীবীগণ উচ্চ বিবেচনাশালী না হইলেও অনেকবার উচ্চতর কার্য্য করিত। পৌল প্রেরিত আত্মশ্লাঘার সঙ্গে আর একটী বাক্য যোগ করিয়া কহিয়াছেন যথা “আমি আপনাকে অনেক বিষয়ে বড় বলিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কথা কহি, কিন্তু প্রেরিত পদের শ্লাঘা করি।”

৫৪। বৃথা দর্প।

ইশপের রচিত গ্রন্থে উক্ত আছে, এক মক্ষিকা রথচক্রের অক্ষ দণ্ডের উপর বসিয়া বলিল, আমি কত ধূলা উড়াইতেছি, এই রূপ প্রকারে যে কার্য্য মহত্তর উপায়ে চলিতেছে তন্মধ্যে বৃথাদর্পীরা নিযুক্ত থাকিলে আমরাই ঐ কার্য্য চালাইতেছি,

এমত আস্পর্দ্ধা করে। বৃথাদর্পীরা অবশ্য কলহকারী হয়, কেননা অপরের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রতিযোগিতা করাই তাহাদের দর্পের কর্ম্ম। তাহারা আপনাদের আস্ফালন প্রদর্শন করিতে প্রচণ্ড স্বভাব ধারণ করে। তাহাদের অপ্রকাশিত থাকা স্বভাব নয় বলিয়া কার্য্য বিশেষে স্বার্থকতা লাভ করিতে পারে না। একটী প্রবাদ আছে যথা "অধিক গোলে অল্প ফল হয়।" তথাপি নগরীয় ব্যাপারে বৃথা দর্পের প্রয়োজন হয়, কারণ বৃথাদর্পীরা বিশিষ্টব্যক্তিদের গুণ ও সম্ভ্রমের সদ্বোধ এবং সুখ্যাতি সুবিস্তার করিতে তূরীবাদকের ন্যায় ধ্বনি করে। এক ব্যক্তি দুই পক্ষের গৌরববাদী হইলে মহা ফলোদয় হয়, যেমন কোন ব্যক্তি দুই রাজার মধ্যে সন্ধি করাইয়া তৃতীয় রাজার বিরুদ্ধে বিগ্রহ উপস্থিত করিতে হইলে উভয় রাজারই সেনাদলকে অসংখ্য বলিয়া অন্যতর রাজার নিকট স্তুতিবাদ করিবেক; কখন২ কোন ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের সঙ্গে সংসর্গ রাখিয়া বাস্তবিক কাহারো উপর তাহার আস্থা না থাকিলেও তাহা উভয়েরই প্রতি আছে এমত ছলনা করিয়া উভয়েরই শ্রদ্ধাভাজন হয়। এবম্ভূত কার্য্যে দেখা যায় যে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হয়, কারণ মিথ্যাকথা দ্বারাই লোকদের মত প্রচুরভাবে প্রকাশিত হয় এবং মত কি তাহা স্ফুট হইলে প্রকৃত অভীষ্ট কার্য্য সাধিত হইতে পারে। সেনাপতি ও সেনাগণ বৃথা দর্পী হওয়াতে দুরূহ সাহসিক কর্ম্ম সিদ্ধ করে, যেমন লৌহ লৌহকে শাণিত ও তীক্ষ্ণ করে, তেমনি এক জনের সাহস অন্য জনের সাহসকে উত্তেজিত করে। বিপদজনক মহোদ্যমের কার্য্যে বৃথাদর্পীরা নিয়োজিত হইলে সেই কার্য্যের যৌবনদায়ক হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ গুণশালী ও গম্ভীর প্রকৃতি লোকেরা অর্ণবপোতের ভারস্বরূপ, উহারা রাজ্যরূপ পোতকে স্থির রাখিতে পারে, কিন্তু পাল স্বরূপ হইয়া উহাকে চালা-

ইতে পারে না। আত্মশ্লাঘারূপ পক্ষ ব্যতিরেকে বিদ্যাগুণের সুখ্যাতি শীঘ্র উড্ডীয়মান হয় না। যাহারা অহঙ্কারের নিন্দা-সূচক গ্রন্থ রচনা করেন তাঁহারাও তন্মধ্যে আপনাদের নাম স্বাক্ষরিত করেন, তাহাতে তাঁহাদের সুখ্যাতি শীঘ্র বিস্তারিত হয়। সক্রেটিস্, আরিষ্টোটল্, গ্যালেন প্রভৃতি জ্ঞানীরা আত্ম-শ্লাঘী ছিলেন; ফলতঃ আত্মশ্লাঘা দ্বারা লোকেরা চিরকাল স্মরণপথারূঢ় হইয়া রক্ষিত হয়। যে গুণ অন্যের দ্বারা প্রশং-সিত হয়, এমত গুণ মানবীয় স্বভাবের মধ্যে বৃথাদর্প ব্যতীত দৃষ্ট হয় না। সিসিরো, সেনেকা এবং দ্বিতীয় প্লিনিয়স্ প্রভৃতি বিদ্বানেরা বৃথা দর্পযুক্ত না হইলে তাঁহাদের যোগ্যতার খ্যাতি চিরস্মরণীয় হইত না। বস্তুতঃ বৃথাদর্প বার্ণিস স্বরূপ, বার্ণিসে চুনকাম করা ছাদের নিম্নভাগকে শুদ্ধ উজ্জ্বল না করিয়া বরঞ্চ অধিক কাল স্থায়ী করে। টেসিটস্ নামা ব্যক্তি মিউসিয়ানসের যে গুণের কথা কহিয়াছিলেন তাহা বৃথা দর্প নয়; যথা, "মিউসিয়ানস যাহা২ কহিতেন এবং করিতেন, তৎতাবৎকে সুন্দরভাবে সফল করিতে কুশল ছিলেন," সেই কুশলতাই তাহার মহিমা ও পরিণামদর্শিতা হইতে উদ্ভা-বিত হয়, তাহা বৃথাদর্প হইতে হয় নাই। স্থলবিশেষে বৃথা দর্প শুদ্ধ উচিত না হইয়া বরং মনোহারীও হয়, কেননা নির্দ্দো-ষিতা প্রদর্শন, বিনয় ও নম্রতা সুনিয়মিত হইলে গৌরবপ্রদ-র্শনকৌশল ভিন্ন আর কিছুই নয়। তন্মধ্যে আপনার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে সেই বিষয়ের জন্যে অপরের প্রচুর সাধুবাদ করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌশল, তাহা প্লীনী নামা ব্যক্তি অতি সরল বাক্যে কহিয়াছেন. যথা "তুমি অন্যকে প্রশংসা করাতে আপনার ন্যায্য কর্ম্ম করিয়া থাক," কারণ, প্রশংসিত ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয় নিকৃষ্ট হইবে, যদি নিকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে প্রশংসা করিয়া তুমি অধিক প্রশং-

সার পাত্র হও, আর যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে তাহাকে প্রশংসা না করিলে তুমিও প্রশংসাপাত্র হইতে পার না। বৃথাদর্পীরা জ্ঞানীদের বিবেচনায় নিন্দনীয়, মূর্খদের বোধে অদ্ভুত; চাটুবাদীদের দৃষ্টিতে পুত্তলিকা এবং আপনাদের আত্মগরিমার নিকট ক্রীতদাস হয়।

৫৫। সম্ভ্রম ও সুনাম।

গুণ কিম্বা পৌরুষ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিলে সম্ভ্রম উপার্জ্জিত হয়। কেহ২ স্বকার্য্যে অধিক সুখ্যাতি ও মান প্রাপ্তির চেষ্টা করে তাহাতে তাহারা মৌখিক প্রশংসা প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু লোকদের আন্তরিক প্রশংসা পায় না, কেহ২ প্রকৃত গুণবান্ হইলেও সব্রীড় হওয়াতে অগুণবান্ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বে যে কার্য্যের উপক্রম হয় নাই কিম্বা উপক্রম করিয়াই পরিত্যক্ত কিম্বা অসুচারু ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল, এবম্ভূত কার্য্য যদি কেহ স্বয়ং সুসম্পন্ন করেন, তবে তিনি যতোধিক সম্ভ্রম ক্রয় করেন, তদপেক্ষা অধিক কঠিন কার্য্য অন্যের অনুগামী হইয়া সম্পাদন করিলে ততোধিক সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন না। স্বীয় কর্ম্মসমূহ প্রকৃতরূপে নিয়মিত করিয়া কোন লোক কোন কর্ম্ম এমত ভাবে নির্ব্বাহ করেন যে তাহাতে সকল শ্রেণীর লোকই সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে অতিশয় প্রশংসাকীর্ত্তন হয়। যে কর্ম্মে সফলতাপ্রযুক্ত সুখ্যাতির অপেক্ষা নিষ্ফলতাপ্রযুক্ত অখ্যাতি অধিক হইতে পারে এমত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে সম্ভ্রম রক্ষিত হয় না। মর্য্যাদা অপরের মধ্য দিয়া বিকীর্ণ হইয়া প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতিভা হীরক খণ্ডের কাটাদিগসমূহের প্রতিভার ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়, এই হেতুক তুল্য বিষয়াভিলাষীদের হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে প্রতি-

যোগীতা কর এবং তাহারা যে উপায় দ্বারা জয়ী হইতে চেষ্টা করে, সেই উপায়রূপ ধনুক দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে তীর নিক্ষেপ কর। পরিণামদর্শী সঙ্গীগণ ও ভৃত্যবর্গই বাহুল্যভাবে সুখ্যাতিকর হয়। উক্ত আছে যথা "তাবৎ সুখ্যাতিই কিঙ্করদের হইতে নিঃসৃত হয়," ঈর্ষাই মর্য্যাদার ক্ষয়কারী কীটস্বরূপ, যশ অপেক্ষা বরঞ্চ গুণ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, কিম্বা কাহার মঙ্গল হইলে তাহা নিজগুণ কিম্বা কৌশলজনিত নয় বলিয়া দৈবানুকূল্যপ্রদত্ত বলিলে, সেই ঈর্ষা নির্ব্বাপিত ও বিনষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট সম্ভ্রান্ত পদসমূহের যথার্থ বিভাগ নিম্নে দর্শিত হইতেছে, আদৌ আদিম রাজ্য স্থাপনকর্ত্তা রোমুলস, সাইরস্, সিজর, অট্টোম্যান এবং ইস্মায়েল ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ব্যবস্থাপকসমূহ, ইঁহারাই দ্বিতীয় রাজ্য স্থাপন কর্ত্তা ও চিরকাল রাজা নামে উদাহৃত হয়েন, কারণ ইঁহারা লোকান্তরিত হইলেও ইঁহাদের প্রতিনিধিরূপ ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্য শাসিত হয়, যেমন লাইকর্গস, সোলন, জষ্টিনিয়ান, এডগার, এবং কাষ্টাইলের জ্ঞানী রাজা আল্‌ফন্‌সস্ ছিলেন। তৃতীয়তঃ রাজ্যের ত্রাণকর্ত্তা নামে খ্যাত লোক সকল, ইঁহারা নগরীয় যুদ্ধ বিগ্রহ জন্য সুদীর্ঘ দুর্গতি নিঃশেষ করেন এবং বিদেশী ও দস্যুদের হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়া থাকেন, যেমন আগষ্টস সিজর, ভেস্‌প্যাসিয়ানস্, আরিলিয়ানস্, থিয়োডারিকস্, ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরী রাজা এবং ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরী রাজা ছিলেন। চতুর্থতঃ রাজ্যের বিস্তারক ও রক্ষিতা নামাভিহিত লোক সকল, ইঁহারা প্রতাপান্বিত সমর দ্বারা রাজ্য সুবিস্তার করত আক্রমীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। পঞ্চমতঃ দেশের পিতা নামে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ ইঁহারা যেং দেশে বাস করেন, তত্তদ্দেশ ন্যায়ানুসারে শাসন করত ভদ্র করেন। শেষোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের দৃষ্টান্ত এমত বহুল

যে তাহাদের নামোল্লেখ করা প্রয়োজন হয় না। প্রজাদের সম্ভ্রান্ত পদ বিভাগ দর্শিত হইতেছে, প্রথমতঃ যাহাদের উপর রাজারা স্বীয় কার্য্যের বৃহৎ ভার সমর্পণ করেন, তাহারা তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত নামে উক্ত হয়েন। দ্বিতীয়তঃ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ, ইহারা রণকার্য্যে মহোপযোগী হয়েন। তৃতীয়তঃ, রাজমিত্র নামে কথিত লোক সকল, ইহাঁরা রাজাদের দুঃখোপশম ও প্রজাদের মঙ্গল ও হিত সাধনরূপী কার্য্যে ব্রতী হয়েন। চতুর্থতঃ, রাজপদের কার্য্যোপযোগী নামে সংজ্ঞিত লোক সকল, ইহাঁরা রাজাদের অধীনে উচ্চপদস্থ হইয়া দক্ষতা সহকারে তাঁহাদের পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। রোমের রেগুলস ও ডিসিয়স্ নামক ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায় কেহ২ কখন২ দেশের মঙ্গলার্থ মৃত্যু ও বিপদগ্রস্ত হইতে স্বীকার করেন, তাঁহাদের মান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়।

৫৬। বিচার কর্ত্তৃত্ব।

বিচারপতিরা স্মরণে রাখিবেন, যে তাঁহাদের কার্য্য ব্যবস্থা প্রচারকরা প্রভৃত তাহা স্থাপন করা নয়। রোমীয় মণ্ডলীর পুরোহিতেরা ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবার ব্যপদেশে তন্মধ্যে অধিক যোগ ও পারিবর্ত্তন করিতে সঙ্কুচিত হয় না, এবং শাস্ত্রের মধ্যে কোন বিষয় না পাইলেও লোকদিগকে তাহা পালন করিতে, আদেশ করে, এবং প্রাচীন নিয়ম প্রচলিত করিবার ছলে নূতন আশ্চর্য্য ভাবের বিধি প্রদান করে। বিচারকদের তদ্রূপ করা অবিধেয়। বিচারকর্ত্তারা রসিক না হইয়া সুবিজ্ঞ হইবেন, সুখ্যাতিপ্রিয় না হইয়া গম্ভীর হইবেন, এবং প্রত্যয়ী না হইয়া বিবেচক হইবেন। সরলতাই তাঁহাদের অধিকার ও বিশেষ গুণ। মুসার ব্যবস্থাতে উক্ত আছে যথা—"যে

ব্যক্তি আপন ভূমির চিহ্ন সরায় সে অভিশপ্ত;” বিচার-কর্ত্তারা লোকদের ভূমি ও বিষয়সম্পত্তির বিচার বিষয়ে পক্ষ-পাত করিলে অনেক ভূমিচিহ্ন সরাইয়া মহান্ অন্যায়ী হয়েন। অনেক কুদৃষ্টান্ত দ্বারা যত অনিষ্ট হয়, এক কুবিচার দ্বারা ততোধিক অনিষ্ট হয়, কারণ কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ন্যায়ের স্রোত মলিন হয়, কিন্তু কুবিচার দ্বারা ন্যায়ের উৎস পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া যায়।

সুলেমান রাজা কহেন, “বিচার্য্য বিষয়ে ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিপক্ষের বিরুদ্ধে সুবিচার প্রাপ্ত না হইলে, ভ্রষ্ট জলাকরের ন্যায় হয়েন।” হিতোপদেশ ২৫ ; ২৬। বিচারকদের সহিত বাদী ও প্রতিবাদী, উকিল, আমলা এবং রাজাদের সম্পর্ক আছে।

প্রথমতঃ বাদী প্রতিবাদীদিগের বিচার্য্য বিষয় কহিতেছি। বাদী প্রতিবাদী এবং বিচার্য্য বিষয় এমন হইতে পারে যদ্দারা বিচার তিক্ত হইয়া উঠে, যথা ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত আছে, অধিকন্তু তাহা শির্কাও হইয়া উঠে ; কারণ অবিচারে কিম্বা অন্যায়ে বিচার্য্য বিষয় তিক্তীকৃত হয়, অর্থাৎ অন্যায় কষ্ট-দায়ক হয়, এবং বিলম্বে তাহা শির্কার ন্যায় অম্লীকৃত হয়, অর্থাৎ বিলম্ব বিরক্তিজনক হয়। বিচারকদের বল এবং ছল উভয় দমন করা উচিত, বল প্রকাশিত এবং ছল গোপায়িত হইলে, অধিক হানিজনক হয়। পরন্তু পরস্পর অনৈক্যরূপ বিবাদজনিত অভিযোগ উপস্থিত হইলে, উহাকে বিচারালয় হইতে অতিরিক্ত ভুক্ত দ্রব্যের ন্যায় উদগীর্ণ করা অর্থাৎ অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। বিচারকগণ ন্যায্যসিদ্ধান্ত দিবার বিবেচনা শক্তি রাখিবেন, যেমন ঈশ্বর ধনী দরিদ্র ও উচ্চ নীচ সকলকে সমান ও নির্ব্বিশেষ করিয়া রক্ষা করেন, তেমনি অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয় পক্ষের কোন পক্ষে প্রবল সাক্ষীবল, প্রচণ্ড

বিদ্বেষ এবং ধূর্ত্ত উকীল, ষড়যন্ত্র, ধনবল এবং সুমন্ত্রী থাকিলে অসমান পক্ষদ্বয়কে সমান করিতে সমর্থ হওয়া বিচারকর্ত্তাদের গুণের গৌরবজনক হয়, তাহারা সমভূমির উপর রোপিত চারারূপ বিচার নিষ্পত্তি করেন। একটী প্রবাদ আছে, যে "তুমি আপন নাসিকা মোচড়াইলে রক্ত নির্গত হইবে।" দ্রাক্ষাফল অস্থি পর্য্যন্ত কঠিনভাবে নিষ্পীড়ন করিলে বিস্বাদু কষায় রস নির্গত হয়। এতদ্রূপ বিচারকর্ত্তারা ব্যবস্থার বচনসমূহের কূটার্থ বাহির করিয়া বিধান দিতে সাবধান হইবেন, কারণ ব্যবস্থাকে নিষ্পীড়ন করা অতীব মন্দ। বিশেষতঃ তাঁহারা দণ্ড বিধানের বিষয়ে সাবধান হইবেন, তৎবিধানের তাৎপর্য্যই কেবল ভয় প্রদর্শন, তাহা যেন লোকদের উপর অতি নির্দ্দয়ভাবে প্রদত্ত না হয়, এবং ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত যে ফাঁদ তাহা তাহাদের উপর নিক্ষেপ করা না হয়, ধর্ম্ম গ্রন্থে বলে যে "ঈশ্বর দুষ্টদের নিমিত্ত ফাঁদ পাতিবেন" কারণ অন্যায়রূপ অতিরিক্ত দণ্ড বিধানই লোকদের ক্লেশকর ফাঁদ স্বরূপ। এইহেতু যে দণ্ডবিধি বহুকাল স্থগিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান কালের অযোগ্য প্রতীত হইতেছে, তাহার অক্ষরানুসারে বিচার না করিযা বরং অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া জ্ঞানী বিচারকর্ত্তারা দণ্ড বিধান করিবেন। এক স্থানে উক্ত আছে যথা "শুদ্ধ বিচার্য্য ঘটনা ধরিয়া বিচার না করিয়া বরং যোগ্যাযোগ্য কাল এবং ঘটনার বৃত্তান্ত বিবেচনা করাও যুক্তি সিদ্ধ।" বাঁচাইবার এবং মারিবার বিষয়ে ব্যবস্থা যতদূর আদেশ করে ততদূর ন্যায় রক্ষা করিবেন, এবং ন্যায়ের সঙ্গে২ দয়াও স্মরণ করিবেন, এবং পাপের উপর দারুণ-দৃষ্টি রাখিয়া পাপীর প্রতি দয়ালু হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ, উকীলদের বাক্যকথন কালে বিচারপতিরা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ণপাত করিবেন এবং অতিবক্তা

হইয়া কুশব্দায়মান করতালের ন্যায় হইবেন না, এবং বিচারালয়ের সম্মুখ ভাগ হইতে উপযুক্ত সময়ে যে বিষয় শ্রবণ করা উচিত, তাহা অগ্রে বুঝিয়াছেন বলিয়া জানাইবেন না, কিম্বা সাক্ষীদের প্রমাণ এবং মন্ত্রীদের যুক্তি সংক্ষেপোক্তিতে খণ্ডন করিয়া আপন গর্ব্বভাব শীঘ্র প্রকাশ করিবেন না, কিম্বা উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা বৃত্তান্ত সকল অবগত হইবার পূর্ব্বে জানিয়াছেন বলিয়া উকীলদিগকে সেই সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে নিষেধ করিবেন না। রীতিমত প্রমাণ প্রয়োগ, অদীর্ঘ বক্তৃতা, পুনরুক্তি দোষরহিতবাক্য এবং বিচার্য্যবিষয়সংশ্লিষ্টবাক্য এই চারিটী বিচারপতিদের শ্রবণযোগ্য বিষয়। বিচারকেরা উকীলদের কথিত বিষয়ের প্রধান২ অংশ সংক্ষিপ্ত করিয়া লইবেন, পরে মনোনীত করিবেন, তৎপরে তুলনা করিবেন, তৎপরে চুড়ান্ত আদেশ করিবেন। এই সকলের অধিক করা বাহুল্য, এবং এই সকলের অধিক কিছু করিলে সেই করাটী হয় বৃথা দর্প, কিম্বা না হয় নিজের কথনেচ্ছা, না হয় উকীলদের বাক্য, শ্রবণার্থক ধৈর্য্যাভাব, না হয় স্মৃতিশক্তির লঘুতা, না হয় চিত্তের অদার্ঢ্য এবং অসমানাবস্থা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে। বিচারকেরা উকীলদের প্রচণ্ড সাহসিক ভাব দেখিয়া সঙ্কুচিত হইবেন না, কেননা তাঁহারা ঈশ্বরের অনুরূপ কার্য্যকারী এবং তাঁহারই বিচারাসনে বসিয়া দুষ্টদের দমন এবং শিষ্টদের পালন করেন। আর কোন২ উকীল যে বিচারকদিগের প্রিয়পাত্র তাহা বিচারকেরা প্রকাশ করিবেন না, কেননা তাহা করিলে উকীলদের প্রাপ্য দিতে অধিক লাগিবে এবং তাহারা মক্কেলদের বিচার্য্য বিষয় ভ্রষ্ঠ করিবার অপ্রকাশিত সাধন হইবে। বিশেষতঃ যে মক্কেলেরা পরাজিত হয়, তাহাদের পক্ষে উকীলেরা স্ববক্তব্য বিষয় সুন্দর বর্ণনা করিলে এবং পরিপাটী রূপে হেতুবাদ করিয়া কথা ব্যক্ত করিলে বিচারকেরা ন্যায্য

প্রশংসা প্রদান করতঃ উৎসাহ বর্দ্ধক বাক্য কহিবেন, কারা-উকীলদের মন্ত্রণার সুখ্যাতি রক্ষা করিলে, মক্কেলদের নিকটে তাহাদের সুখ্যাতি রক্ষা করা হয় এবং তাহাদের অভিযোগ গরিমা খর্ব্ব করা হয়।

উকীলেরা কুটিল মন্ত্রণা, অধিক অমনোযোগ, সামান্যভাবে কথনীয় বিষয় বিজ্ঞাপন, অযথোচিত রূপ জেদ এবং অসম-সাহসিক হইয়া মক্কেলদের পক্ষ সমর্থন করিতে দৃষ্ট হইলে জনসমাজের হিতার্থে তাহাদিগকে মধ্যম ভাবে অনুযোগ করা বিচারকদের অবিধেয় নহে। বিচারাসনের সম্মুখে মন্ত্রী-রা বিচারকর্ত্তাদের সঙ্গে বাক্যুদ্ধ না করুন এবং বিচারকর্ত্তারা কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিলে পর পুনশ্চ তদ্বিষয়ে উকীলেরা তাহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে জড়িত না করুন। প্রত্যুত বিচার নিষ্পত্তির পূর্ব্বে উকীল ও মন্ত্রীদের যেং প্রমাণ ও মন্ত্র-ণার কথা আছে তৎসমুদায় বিচারকদের শ্রুতিগোচর করা হয় নাই, এমত কথা কোন পক্ষের বলিবার কোন কারণ থাকিতে দিবেন না।

তৃতীয়তঃ, আমলাদের বিষয়ে বক্তব্য হইতেছে যে বিচা-রালয় পবিত্র স্থান বলিয়া তাহার আসন, পথ, সীমা এবং সমুদায় বেষ্টিত স্থান অনিন্দিত ও অভ্রষ্ট হইয়া থাকা নিতান্ত আব-শ্যক; কারণ ধর্ম্ম গ্রন্থে উক্ত আছে "কণ্টক বৃক্ষ হইতে দ্রাক্ষা ফল ফলে না;" মুহুরী ও আমলারা অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগ-কে ফাঁদে ফেলিয়া অর্থ দোহন করিয়া থাকে, তাহাদের ঈদৃশ দোষরূপ কণ্টক হইতে যথার্থ বিচাররূপ মিষ্ট ফল জন্মিতে পারে না। ধর্ম্মাধিকরণে অপকৃষ্ট চারি প্রকার লোক আছে, ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রকার লোক মোক্তার প্রভৃতি, ইহারা অভিযোগ করিতে অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগকে উৎসাহ দেয়, এবং আদালতকে স্ফীত করে এবং দেশকে ক্ষীণ করে।

দ্বিতীয় প্রকার লোকেরা বিচারালয়ের সীমাপ্রপঞ্চবিষয়ক বিবাদোত্থাপনকারী, ইহারা বিচারালয়ের বাস্তবিক বন্ধু না হইয়া চাটুকার হয়, এবং আপনাদের নিজ লাভার্থে বিচারালয়ের সীমা সকল বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পায়। তৃতীয় প্রকার লোকেরা আদালতের বামহস্ত স্বরূপ। ইহারা চতুরতা ও অযথার্থতা কল্পনা করত সরল বিষয়কে ঘোরাল করাতে ঐ বিষয়ের বিচারকে অবক্র এবং পরিষ্কার থাকিতে দেয় না। চতুর্থ প্রকার লোকেরা মুহুরী। ইহারা অমুক২ বাবদে দিতে হইবে বলিয়া প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে, এবং আদালতকে সামান্য ঝোঁপের সমতুল্য করিয়া অর্থী ও প্রত্যর্থীদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করে, অর্থাৎ যেমন কালের উষ্ণতা এবং অনুষ্ণতা প্রপীড়িত মেষ আরাম পাইবার নিমিত্ত ঝোঁপ আশ্রয় করিতে গিয়া ছিন্নলোমা হয়, তেমনি আবেদনকারীরা বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত আদালতের শরণাগত হইতে গিয়া হৃতার্থ হয়। পক্ষান্তরে মুহুরী ও আমলাগণ পুরাতন কর্ম্মচারী হইয়া পূর্ব্বকৃত নিষ্পত্তির বিষয় সকলে প্রাজ্ঞ এবং কার্য্য নির্ব্বাহে পারদর্শী এবং বিচারালয়ের কর্ম্মে বুদ্ধিশীল হইলে বিচার স্থানের উৎকৃষ্ট অঙ্গুলী স্বরূপ হয় এবং বিচারকর্ত্তাদিগকে অনেক সময়ে পথ দেখায় অর্থাৎ পরামর্শ দিতে পারে।

চতুর্থতঃ, রাজকীয় বিষয়ে কথিতব্য এই যে রোমীয়েরা গ্রীশদেশ হইতে ব্যবস্থা শিক্ষা করিয়া যে দ্বাদশ ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্ব সাধারণী ব্যবস্থার মূল স্বরূপ, বিচারপতিরা তাহাতে মনোযোগ রাখিবেন, কারণ প্রজাগণকে নিরাপদে রক্ষা করাই ব্যবস্থার মুখ্যাভিপ্রায়। তাহা না হইলে তাবৎ ব্যবস্থাই কলহ এবং কুজ্ঞানজননী বাণী মাত্র হইবে। রাজারা বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শ রাখিলে এবং বিচারকেরা রাজাদের সঙ্গে পরামর্শ রাখিলে রাজ্যের সুখো-

দয় হয়। একদিকে ব্যবস্থাই রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যের মধ্যস্থিত হয; অন্যদিগে রাজ্যঘটিত বিষয়ের বিচারই ব্যবস্থার মধ্যস্থিত হয়। কারণ দেখা যায় যে নানাবিধ বিষয় অনেকবার শুদ্ধ তোমার কি আমার অধিকার বলিয়া বিবাদিত হইলেও সাধারণ সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির কথার সহিত জড়িত থাকে। সাধারণ সম্পত্তিকে শুদ্ধ রাজার অধিকার বলা যায় না, প্রত্যুত যাহা কোন কার্য্যের মহা পরিবর্ত্তন সাধক, কিম্বা বিষম ব্যাপারের প্রধান নিদর্শন হয়, কিম্বা বহু সংখ্যক লোকের সঙ্গে স্পষ্ট সম্পর্ক রাখে, তাহাকে সাধারণ সম্পত্তি বলা যায়। যথার্থ ব্যবস্থা এবং প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতা এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব নাই, কেননা উভয়েই রাজ্যের ধাতু এবং শিরা স্বরূপ, ইহাদের একটী অন্যটীর সঙ্গে২ সঞ্চালিত হয়। বিচারকেরা আরো স্মরণ করিবেন, যে সুলেমানের রাজসিংহাসনের উভয় পার্শ্বে দুইটী সিংহের মূর্ত্তি ছিল, এতদ্রূপ তাঁহারা সিংহস্বরূপ হইয়া সতর্কভাবে রাজসিংহাসনের নীচে স্থিতি করুন, এবং রাজকীয় অভিপ্রায় দমন এবং প্রতিরোধ না করুন। ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার এবং বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়োগ করা যে তাঁহাদের কর্ম্মের প্রধানাংশ এই বিষয়ে অবোধ না থাকিয়া আরো স্মরণ করিবেন, যে সাধুপৌল তাঁহাদের ব্যবস্থা অপেক্ষা একটী গুরুতর ব্যবস্থার বিষয়ে কহিয়াছেন যথা "ঐ ব্যবস্থা যদি উপযুক্ত রূপে মান্য হয়, তবে ফলদায়ক হয়, ইহা আমরা জানি" ১ তিমথি ১; ৮।

৫৭। ক্রোধ।

স্তোয়িকীয় জ্ঞানীরা ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণের হেতু অনুসন্ধান করিতে সাহসী হয়েন, কিন্তু তাহা কি তাহা নির্ণয় করিতে

পারেন নাই। ধর্ম্ম গ্রন্থে উক্ত আছে যথা "ক্রুদ্ধ হইয়া পাপ করিও না, সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে ক্রোধ পরিত্যাগ কর।" ক্রোধের অতি বৃদ্ধি এবং দীর্ঘকাল স্থিতি এই উভয় ভাল নয়। প্রথমতঃ প্রশ্ন, কি প্রকারে ক্রোধের স্বভাবিক প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস শান্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন, কি প্রকারে ক্রোধের বিশেষ২ উদ্রিক্ত ভাব দমিত হইতে পারে, কিম্বা হানিকর ব্যাপার হইতে নিবারিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ প্রশ্ন, কি প্রকারে অন্যের ক্রোধকে বর্দ্ধিত এবং সুস্থির করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ প্রশ্নের উত্তর যথা, ক্রোধ কেমন মানবিক জীবনের ব্যাকুলতাজনক এই রূপ তাহার কার্য্য সকল মনোযোগপূর্ব্বক অনুধাবন করা ব্যতীত ক্রোধের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির নিবৃত্তির উপায়ান্তর নাই, এবং ক্রোধের প্রাদুর্ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলেই তাহা ক্রোধের ফল সমালোচনা করিবার সুযোগ হয়। সেনেকা কহেন, যে "ক্রোধ বৃষ্টির ন্যায় যাহার উপর পতিত হয়, তাহার উপর পড়িয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়।" অর্থাৎ ক্রোধী লোক অন্যের ক্ষতি করিতে গিয়া আপনারও ক্ষতি করে। ধর্ম্ম গ্রন্থে উক্ত আছে, "আমাদের আত্মা ধৈর্য্যশীল হইবে," যাহার ধৈর্য্য নাই, তাহার আত্মা নাই। মানবেরা মক্ষিকা হইবেন না, কেননা মক্ষিকারা ক্ষতের মধ্যে হুল ফুটাইয়া রাখে।

পামর স্বভাব ক্রোধ, দুর্ব্বল স্বভাবদের উপর অর্থাৎ শিশু, নারী, বৃদ্ধ এবং রুগ্নদের উপর প্রভুত্ব করে। সক্রোধ ব্যক্তি ঈদৃশভাবে আপন ক্রোধ শান্তি করিবেন, যেন লোকেরা বোধ করিতে পারে যে তাহার ক্রোধ ভয়প্রযুক্ত ক্ষান্ত না হইয়া বরং ঘৃণা প্রযুক্ত ক্ষান্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহার সম্ভ্রম রক্ষা পাইবে এবং ক্রোধ সম্বন্ধে ঔদাস্য ভাব ও নির্ভীকতা

প্রকাশ পাইবে, ফলতঃ তিনি আপনার চরিত্র উপযুক্তরূপে নিয়মিত করিলেই অনায়াসে অক্রোধ হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নের উত্তর যথা, ক্রোধের ত্রিবিধ প্রধান কারণ আছে। প্রথম কারণ—স্বয়ং অপকৃত হওনের দৃঢ় বোধ। যেহেতুক কেহ আপনাকে হিংসিত জ্ঞান না করিলে রাগান্বিত হয় না, সুতরাং কোমল স্ত্রীস্বভাবী লোকেরা বারম্বার রাগ করে, এবং যে সকল বিষয়ে বলিষ্ঠেরা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয় না সেই সকল বিষয়ে কোমল ও দুর্ব্বল স্বভাবীরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় কারণ—অপমানসূচক বৃত্তান্তঘটিত স্বাপচয়ের কল্পনা এবং বোধ। কারণ নিজের অপকার অপেক্ষা অপমান অধিক বোধ হইলে, ক্রোধ শাণিত হইয়া থাকে, সুতরাং অপমানের বৃত্তান্ত কথা আন্দোলন করিলে ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তৃতীয় কারণ—কাহার সুখ্যাতির বিষয়ে মন্দ কথা। কোন ব্যক্তির মান হানির কথা কহিলে তাহার ক্রোধ বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রখর হয়।

এতাদৃশ ক্রোধের প্রতিকার এই যে সাধুতা। গনস্যালভো নামা ব্যক্তি স্বীয় সাধুতাকে স্বীয় সুখ্যাতির দৃঢ়তর আচ্ছাদন বলিয়াছেন। অধিকন্তু ক্রোধনিবারকউপায়সমূহের মধ্যে উপযুক্ত ভাবিসময়ের প্রতীক্ষাই উৎকৃষ্ট উপায়, এবং প্রতিহিংসা করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই কিন্তু পরে উপস্থিত হইবে এমত আশা করিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিলে ক্রোধ ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া পড়ে।

ক্রোধ হইলে যেন তাহা পরের ক্ষতিকর না হয় তজ্জন্যে দুইটী বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। প্রথম বিষয়—যে তীক্ষ্ণ বাক্য ব্যক্তি বিশেষের নাম ধরিয়া উক্ত হয় তাহা অত্যন্ত তিক্ত, কারণ সাধারণ চলিত তিরস্কার বাক্য অধিক তীক্ষ্ণ হয় না, এইজন্যে নাম ধরিয়া কঠিন কথা বলিবে না। আর রাগ করিয়া

পরের কোন গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিবে না, কারণ তাহা করিলে ব্যক্তকারী ব্যক্তি লোক সমাজে অপদার্থ বলিয়া প্রতীত হয়। দ্বিতীয় বিষয়—ক্রোধের সময়ে কোন কার্য্যকারকবিষয় বলপূর্ব্বক ভঙ্গ করিবে না, এবং অধিক তিক্ত ও বিরক্ত হইয়াও অপ্রতিকার্য্য ব্যাপার ঘটাইবে না।

তৃতীয়তঃ প্রশ্নের উত্তর যথা, পরের ক্রোধ বর্দ্ধিত এবং সুস্থির করিবার হেতু এই যে লোকদের অত্যন্ত অবাধ্যতা এবং স্বেচ্ছাচরণের সুযোগ বুঝিয়া এবং অতিশয় নিন্দাব্যঞ্জক বাক্য সকল যথা সাধ্য সংগ্রহ করিয়া কথা কহিলে তাহাদিগকে সহজে কোপিত করা যায়। পরের ক্রোধ সুস্থির করিবার দ্বিবিধ উপায়। প্রথম—সুযোগ লইয়া রুষ্ট ব্যাপার সুন্দররূপে বর্ণনা করিলে তাহা রুষ্ট ব্যক্তির উদ্বোধক হয়, তাহাতে তাহার ক্রোধ সুস্থির হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়—অপমানের বোধ হইতে অপচয়ের বোধকে প্রভেদ করিয়া অর্থাৎ অপচয়টী অপমান করিবার অভিপ্রায়ে কৃত হয় নাই কিন্তু অবিবেচনা ভয় রাগ কিম্বা অন্য কোন কারণে ঘটিয়াছে বলিয়া অপমানের বোধকে অপসারিত করিলে ক্রোধ সুস্থির হইয়া যায়।

৫৮। তাবৎ পদার্থের পরিবর্ত্তন।

সুলেমান রাজা কহেন পৃথিবীতে কিছুই নূতন নাই। প্লেটো নামক জ্ঞানী কহেন "তাবৎ জ্ঞানই স্মৃতি", (অর্থাৎ পূর্ব্বানুভব ব্যতিরেকে স্মৃতি হয় না, আমরা পূর্ব্বে যে২ বস্তু জ্ঞাত হইয়াছি এইক্ষণে সেই২ বস্তুই জ্ঞাত হইতেছি, তাহাতে পূর্ব্ব২ বিষয়ের জ্ঞানই পর২ বিষয়ের স্মরণ হয়।) সুলেমান রাজা কহেন "সমুদায় বস্তু কেবল বিস্মৃত হয় বলিয়া নূতন রূপে প্রতীয়মান হয়।" এই জন্য বলা যায় যে বিস্মৃতিরূপানদী

পৃথিবী এবং আকাশ এই উভয় অংশে প্রবহমানা হইয়া চলিতেছে। এক জন দৈবজ্ঞ কহেন যে প্রথমতঃ কতকগুলি অলক্ষিতগতি এবং স্থির নক্ষত্র আছে উহাদের কেহ কাহার অতি সন্নিকট কিম্বা অতি দূরবর্ত্তী হয় না, দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী নিয়মিত সময় অতিক্রম না করিয়া আহ্নিক গতি করে,—এই দ্বিবিধ কারণ না থাকিলে কোন প্রাণী একক্ষণও জীবিত থাকিতে পারে না। ইহাতে দেখা যায় পদার্থ মাত্রেই নিয়ত গতিশীল। জলপ্লাবন এবং ভূমিকম্প রূপ দ্বিবিধ বৃহৎ শবাচ্ছাদন তাবৎ বস্তুকে বিস্মৃতিময় করিয়া বিলুপ্ত করিতেছে, কিন্তু প্রচণ্ড অগ্নিদাহ এবং অনাবৃষ্টিতে বসতি স্থান সম্পূর্ণরূপে নরশূন্য না করিয়া ধ্বংস করে। একটী উপন্যাস আছে যে সূর্য্যের পুত্র এক দিন আপন পিতার রথ চালনা করিতেং আকাশ ও পৃথিবীকে স্বীয় তেজরূপ হুতাশনে দগ্ধ করাতে বন্যা শুষ্ক হয় এবং আফ্রিকার তাবৎ লোক কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তার সময়ে তিন বৎসর পর্য্যন্ত শোমিরোণ দেশে অনাবৃষ্টি হয়, কিন্তু কোন প্রাণী মরে নাই। ইহার বৃত্তান্ত ১ রাজা বলি ১৮ অধ্যায় ৪১—৪৫ দেখ।

পশ্চিম ভারতবর্ষে অর্থাৎ আমেরিকায় বজ্রাঘাত হওয়াতে অনেকে দগ্ধ হইয়া মরে, কিন্তু তাহারও পরিমাণ অল্প। পরন্তু বন্যা এবং ভূমিকম্প এই উভয় দ্বারা কোনং দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন প্রকারে রক্ষা প্রাপ্ত অবশিষ্ট লোকেরা অসভ্য অজ্ঞান এবং পার্ব্বত্য হওয়াতে অতীত ঘটনার কোন কথা বলিতে পারে না। তাহাতে দেখা যায় যে একা বিস্মৃতিই সর্ব্বময় কর্ত্রী হইয়া সকলই বিলুপ্ত করে কিছুই রক্ষিত করিয়া রাখে না।

পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দের বিষয়ে বিবেচনা করিতে গেলে বোধ হয় উহারা পুরাকালিক লোকদের অপেক্ষা আধুনিক।

যেমন কোন সময়ে এক জন মিশরীয় পুরোহিত সোলোন নামক জ্ঞানীকে কহিয়াছিলেন যে আটলানটিস নামক দ্বীপ বন্যা দ্বারা নষ্ট না হইয়া বরং ভূমিকম্প দ্বারা গ্রাস করা হয়, পশ্চিম ভারতবর্ষীয় জনগণ বোধ হয় সেরূপ ভূমিকম্প দ্বারা উচ্ছিন্ন না হইয়া বন্যা দ্বারা নষ্ট হয়। কারণ উক্ত অঞ্চলে বড় ভূমিকম্প হইবার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে বলিতেছি যে আসিয়া, আফ্রিকা, এবং ইউরোপের নদীগণ অপেক্ষা তথায় বড়২ স্রোতস্বতী আছে। আবার তথায় আনডিস নামক পর্ব্বত শ্রেণী, অস্মদ্দেশীয় অর্থাৎ বিলাতীয় গিরিগণ অপেক্ষা উচ্চতর হইয়া রহিয়াছে। এই সকল কারণে তথায় বন্যাধিনষ্ট মানব-কুলাবশেষ যে তদারোহণে অদ্যাপি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে ইহা অসম্ভব বোধ হয় না। ম্যাকিয়াভেল নামক ব্যক্তি একটী মন্তব্য কথা কহেন যে মানবীয ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ঈর্ষাতেই যাব-তীয় বিষয়ের স্মৃতি নির্ব্বাণ হয়। তিনি গ্রেটগ্রিগোরী নামক পোপের অখ্যাতি করত কহেন যে ঐ পোপ পূর্ব্ব কালের সমস্ত দেবপূজকদের মত উচ্ছেদ করিতে মানস করিয়া তাহা সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাদৃশ উগ্রতার কার্য্য যে মহাফলোপধায়ক কিম্বা চিরস্মরণীয় হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাই না, কারণ সেবিনিয়ান্ পূর্ব্ব কালের দেবপূজকদের পুনর্জীবন দাতা হইয়া উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

পৃথিবীর ঊর্দ্ধস্থ আকাশ মণ্ডলের বস্তুচয়ের রূপান্তর বর্ণন করা আমার উপস্থিত কথনীয় বিষয়ের যোগ্য নয়। প্লেটো নামক জ্ঞানী মিশরীয়দের নিকট শ্রবণ করেন যে নিয়মিত কালচক্রানুসারে জগতের তাবৎ বিষয়ের বিনাশ হয় এবং পূর্ব্বের স্ব২ স্বভাবানুসারে পুনঃ সৃষ্টি হয়। এবং পুনঃ সৃষ্টির আরম্ভ বর্ষকে মহাবর্ষ কহা যায়। জগৎ তাদৃশ দীর্ঘকাল অর্থাৎ একলক্ষ বিংশ সহস্র বৎসর কাল স্থায়ী হইলে

প্রত্যেক বস্তু যেমনটী ছিল তেমনটী ঠিক পুনঃ সৃষ্ট হয় একথা কার্য্যের কথা না হউক কিন্তু এক প্রকার মোটা মোটী পুনঃ সৃষ্টির কথা মানা যায়। পরন্তু ইহা স্বীকার্য্য যে ধূমকেতু সকল পৃথিবীর স্থূল পদার্থ রাশির উপর উক্ত রূপে প্রভুত্ব করে। কিন্তু লোকেরা তাহাদের প্রভুত্ব ও কার্য্য ফল পরীক্ষা না করিয়া বরং দেশ বিদেশে তাহাদের পর্য্যটনের বিষয় নিরীক্ষণ করে; বিশেষতঃ তাহাদের কোনটীর কি প্রকার বৃহত্ব, কি প্রকার বর্ণ, এবং রশ্মির কতদূর প্রসারণ, এবং আকাশের কোন্ প্রদেশে উদিত হইয়া কত কাল থাকে এবং কি প্রকার কার্য্য করে, এই সকল বিষয় বিচার পূর্ব্বক অনুসন্ধান করে না।

আর একটী কথা শ্রবণ করিয়াছি তাহা যৎসামান্য বোধে পরিত্যাগ না করিয়া উল্লেখ করিতেছি। লোকেরা কহিত যে লোকণ্ট্রীতে দেখা গিয়াছে, আমি জানি না কোন্ অঞ্চলে, যে তথায় প্রত্যেক পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর একরূপ ভাবে চলিত এবং প্রত্যেক পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর গত হইলে ভারী কুজ্ঝটিকা, ভারী বৃষ্টি, ভারী অনাবৃষ্টি, উষ্ণকারক শীত, এবং অনুষ্ণকারক গ্রীষ্ম ইত্যাদি প্রকার কালের উষ্ণানুষ্ণ প্রভৃতি বিপরীত ভাব উপস্থিত হইত, এবং তথাকার লোকেরা তাদৃশ কালকে কালমাত্রা কহিত। এই কথা পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনাসমূহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য রাখে ইহা বিবেচনা করিয়া উল্লেখ করিলাম।

প্রকৃতির এতাদৃশ বিষয়ের কথা পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যদের কথা কিছু কহিতেছি। মনুষ্যদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের এবং ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনই মহা পরিবর্ত্তন, কারণ আকাশীয় চক্রবৎ তাদৃশ পরিবর্ত্তনই মানবদিগের চিত্তকে স্বীয় শাসনাধীন করে, অর্থাৎ যেমন নক্ষত্রগণ পার্থিব বস্তু সকলের উপর স্বীয় প্রভাব প্রকাশ করে, তেমনি ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন মানুষদের উপর স্বীয় গুণের প্রভা বিস্তার করে; অতএব নূতন২ ধর্ম্ম

সম্প্রদায়ের উদয়কারণ কি এবং তাদৃশ মহা পরিবর্ত্তনের প্রতিরোধ করিবার পরামর্শই বা কি তদ্বিষয়ে মানবীয় বিবেচনানুসারে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

পুরাকালে পরমেশ্বর যে ধর্ম্ম প্রদান করেন তাহা অনৈক্য দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইলে, ধর্ম্মাধ্যক্ষদের পবিত্রাচরণ হ্রাস পাইলে, এবং তাহা স্পষ্ট রূপে লোকেরা নিন্দা করিলে, এতদ্ভিন্ন লোকেরা মূর্খ অজ্ঞান এবং অসভ্য হইয়া উঠিলে, নূতন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব অপেক্ষনীয় হয়, এবং তাহা হইলেই কোন উপদ্রবী ও বিরুদ্ধ স্বভাবী লোক নূতন সম্প্রদায়ের মূলকর্ত্তা হইতে উদিত হয়। ফলতঃ মহম্মদের নূতন ব্যবস্থা প্রচারকালে উক্ত প্রকার কারণ সকল ঘটিয়াছিল।

প্রত্যুত কোন নূতন সম্প্রদায়ে নিম্নলিখিত দুইটী অধিকার না থাকিলে তাহার বিস্তারিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। প্রথম ধর্ম্ম পোষক রাজার ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার শক্তি। কারণ তাদৃশ শক্তি না থাকিলে অন্য কোন বিশেষ গুণ সর্ব্বত্র অধিক প্রবল হইতে পারে না। দ্বিতীয় সাংসারিক আমোদ এবং ইন্দ্রিয়-সুখে মগ্ন হইয়া জীবন কাটাইবার ক্ষমতা দায়ক আদেশ। কারণ পূর্ব্বকালে কতকগুলি খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধমতাবলম্বী মিথ্যা কল্পনা কারী লোক এরিয়ান নামে খ্যাত হয় এবং এইক্ষণে আর কতকগুলি লোক আর্মেনিয়ান নামে খ্যাত আছে। ইহারা নগরীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও রাজার সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়াতে স্বমতে লোকদের মনকে প্রবৃত্ত করিতে পারিলেও রাজ্য সকলের মধ্যে বৃহৎ পরিবর্ত্তন উদ্ভাবন করিতে পারে নাই।

নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের ত্রিবিধ উপায়; প্রথম আশ্চর্য্য লক্ষণ এবং অদ্ভুত ক্রিয়াশক্তি, দ্বিতীয় সদ্বক্তৃতা এবং সুজ্ঞানযুক্ত বাগ্মিতা, তৃতীয় করবাল। অধিকন্তু ধর্ম্মার্থ প্রাণত্যাগও -

আশ্চর্য্য ক্রিয়ার মধ্যে গণনীয়, কারণ তাহা মানবিক স্বভাবের শক্তির অসাধ্য। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চমৎকার পবিত্র কার্য্যও তদ্রূপ হয়।

নূতন সম্প্রদায় এবং বিরুদ্ধ মতের উদয় স্থগিত করিতে হইলে নিম্ন লিখিত উপায় অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠতর উপায় নাই, যথা কটূক্তি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সাধূক্তি প্রভৃতি ভদ্র ব্যবহার, ক্ষুদ্রতর বিবাদ ভঞ্জন, কোমল ভাবে চলন, এবং নিষ্ঠুর প্রাণ হত্যাজনক তাড়না ত্যাগ, অত্যুত্তম। অধিকন্তু দৌরাত্ম্য এবং তিরস্কার দ্বারা নূতন সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগকে ক্রুদ্ধ না করিয়া বরঞ্চ কৌশল ক্রমে বশকরা এবং উচ্চপদে নিযুক্ত করা ভাল।

যুদ্ধে অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন হয়, বিশেষতঃ যুদ্ধাক্রান্ত দেশ, অস্ত্র শস্ত্র, এবং সৈনিক কার্য্যধারা এই তিনটীর পরিবর্ত্তন বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। পূর্ব্বকালে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে অধিক সংগ্রাম উঠে, কারণ পৃথিবীর পূর্ব্বদিক নিবাসী পারসী, আশীরীয়, আরবীয় এবং তার্ত্তর লোকেরা পশ্চিম দেশ সকল আক্রমণ করে। কিন্তু পশ্চিম দেশীয় গল জাতিরা গ্যালোগ্রিসিয়া এবং রোম এই দুইটী দেশ আক্রমণ করে। যেমন সূর্য্য প্রত্যহ পূর্ব্বদিগের এক স্থান হইতে উদয় হয় না এবং পশ্চিম দিগের একস্থানে অস্ত যায় না তেমনি পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিগ্ সম্বন্ধে যুদ্ধেরও স্থির নিয়ম দেখা যায় না। অপর উত্তর এবং দক্ষিণ দেশ স্থির ছিল, এবং ইহা কখনই দেখা যায় নাই যে দূরস্থ দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা উত্তর দেশীয়দের দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। প্রত্যুত দেখাগিয়াছে যে পৃথিবীর উত্তরাংশের লেকেরা তদ্দেশে নক্ষত্রগণের প্রভাব এবং মহাদ্বীপপুঞ্জ থাকাতে স্বভাবতঃ অধিক বিক্রমশালী। আর দক্ষিণদিগের বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তদ্দিগ

প্রায় সমস্ত সাগরময়, কিন্তু উত্তরদিগ শীত প্রধান হওয়াতে তথাকার লোকেরা সৈনিক শিক্ষা রীতিজ্ঞ না হইলেও কঠিনাঙ্গ এবং প্রচণ্ড সাহসী হয়।

বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য কোন কারণ বশতঃ বল হীন এবং কম্পিত হইলেই যে তত্তদ্রাজ্যে যুদ্ধ ঘটিবে তাহার কোন সংশয় নাই, তত্তদ্রাজ্য স্থির থাকিবার সময়ে আপনাদের রক্ষক সেনাগণের উপর নির্ভর করিয়া পরাজিত দেশের সেনাদের বল ক্ষীণ করে, পরে ঐ রক্ষক সেনারা দুর্ব্বল কিম্বা অকৃতকৃত্য হইলে সকলি মাটি হয়, এবং অন্যান্য রাজ্যের শাকার বস্তু হইয়া উঠে; যেমন অবনতিকালে রোম রাজ্য হইয়াছিল, এবং গ্রেট্ চার্ল্সের মৃত্যুর পর জর্ম্মাণী সাম্রাজ্য ও সেইরূপ হইয়াছিল, প্রত্যেক পক্ষী স্ব স্ব পক্ষ পুনর্গ্রহণ করিয়া উহাকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিল; স্পেন রাজ্য বল হীন হইলেই উহার ঐ দশা ঘটিত। রাজ্য সমূহ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী এবং পরস্পর মিলিত হইলে যুদ্ধ প্রবর্ত্তক হয়, কারণ রাজ্য ভারী বন্যার ন্যায় পরাক্রমে অতিরিক্ত হইলে নিতান্তই উথলিয়া উঠে, যেমন রোম, টর্কী, স্পেন, এবং অন্যান্য রাজ্য হইয়াছিল। আরো দেখ যখন পৃথিবীর কোন অঞ্চলে অত্যল্প অসভ্য লোক বাস করে এবং জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় জ্ঞাত না থাকায় বিবাহ এবং বংশ বৃদ্ধি করে না তখন তাহার উপর লোক বাহুল্য রূপে বিপদ ঘটে না (এবম্প্রকার লোক টার্টারাদেশ ছাড়া প্রায় সকল দেশের অংশে অদ্য পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, প্রত্যুত যে অঞ্চলের লোক সংখ্যা বহুল এবং উপজীবিকা বিষয়ে পূর্ব্বে দৃষ্টি না করিয়া বিবাহ এবং বংশ বৃদ্ধি করে এমত লোকেরা কোন না কোন সময়ে অন্য দেশীয়দের উপর নিজ লোকদের আংশিক ভার নিক্ষেপ করে। পুরাকালে উত্তর দেশীয় লোকেরা অধিক হওয়াতে কোন

দেশ তাহাদের দেশের সন্নিকট এবং কোথায় গেলে তাহাদের সৌভাগ্য হইবে এইরূপ চিন্তা করত গুলি বাঁট করিয়া অন্য-দেশে যাত্রা করে। যুদ্ধবীর রাজ্য অশক্ত এবং কাপুরুষ হইয়া উঠিলে উহা নিশ্চয়ই অন্যের সমরাধীন হয়। কারণ তাদৃশ রাজ্য স্বীয় পৌর্ব্বিক তেজ বিহান কালে সচরাচর ধনী হইয়া থাকে, এবং ধনী হওয়াতে শিকারী অন্য রাজাকে আহ্বান করে, এবং স্বীয় শৌর্য্য হ্রাস প্রযুক্ত তাহাকে সংগ্রামের আশ্বাস দেয়।

দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রশস্ত্রের বিষয় কহিতেছি,—উহাদিগকে ব্যবহার করিবার মন্তব্য নিয়ম করা কঠিন, তথাপি দেখিতে পাই যে উহারা একবার ব্যবহারযোগ্য না হইয়া পুনর্ব্বার ব্যবহৃত হয়, এবং সময়ে২ পরিবর্ত্তিত হয় ; কারণ নিশ্চয় জানা যায় যে ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি আক্সিদ্রেসীস্ নামক নগরে তোপাখ্য শস্ত্র সুবিদিত ছিল, এবং মাসিডোনিয়ানেরা উহাকে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ইন্দ্রজাল কহিত, এবং দুই সহস্র বর্ষের অধিক কালাবধি চীন দেশের লোকেরা উহা ব্যবহার করিত। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারোপযুক্ততা ও উন্নতি বিষয়ে বক্তব্য, প্রথম—কোন২ শস্ত্র অতিদূরে দ্রুতগামী হইয়া শত্রু অপকার করিতে সন্নিকট হইবার পূর্ব্বে তাহাকে আঘাত করিতে সমর্থ হয়, যেমন তোপ এবং বন্দুক প্রভৃতি। দ্বিতীয়—আঘাত করিয়া ঠেলিয়া দিতে এবং সৈন্যাবরুদ্ধ দুর্গ প্রভৃতি স্থানের প্রাচার ভগ্ন করিতে যে সকল যৌদ্ধিক অস্ত্রশস্ত্র বলবান্ আছে সেই সকলের বল অপেক্ষা তোপের বল অতিরিক্ত। তৃতীয়—অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত ঋতুতে ব্যবহার্য্য এবং সকল কালে অনায়াসে বহনীয় হইলে প্রয়োজনীয় কার্য্য কারক হয় ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ সৈনিক কার্য্যধারার বিষয়ে কহিতেছি যে পূর্ব্বে মনুষ্যেরা লোক সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে

কিয়ৎ দিবস নিরূপণ করিয়া প্রধান শক্তি ও সাহস সহকারে যুদ্ধ করিত, এবং সমতুল্য প্রতিযোগী যোদ্ধার উপর জয় লাভের চেষ্টা করিয়া আপনাদের যুদ্ধ নিয়মবদ্ধ করিবার বিষয়ে অ-বিজ্ঞতা প্রকাশ করিত। পরে বৃহতী লোক সংখ্যার উপর নির্ভর না কবিয়া বরং সুনিপুণ যোদ্ধৃ সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধস্থানের সুবিধা চেষ্টা করিত, এবং শত্রুদিগকে বিপথগামী করিবার চাতুরী প্রভৃতি করিয়া যুদ্ধের সুনিয়ম স্থাপন বিষয়ে নৈপুন্য প্রকাশ করিত।

রাজ্যের যৌবনাবস্থাতেই অস্ত্রশস্ত্রের চালনা হইয়া থাকে মধ্যমাবস্থায় বিদ্যার চর্চ্চা হয়, পরে কিছুকাল উভয়ের এক-সঙ্গে চালনা হয়, এবং হ্রাসাবস্থায় শিল্প, যন্ত্রবিদ্যা এবং বানিজ্যের অনুষ্ঠান হয়।

শৈশবাবস্থায় শস্ত্রবিদ্যা প্রায় বালক ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং বয়স প্রাপ্তিকালে সতেজ এবং যৌবন ধর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং পূর্ণ বয়সে বলিষ্ঠ এবং সুদৃঢ় হয় এবং বা-র্দ্ধক্যাবস্থায় শুষ্ক ও নীরস হইয়া উঠে। এবম্ভূত পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণায়মান চক্রের উপর আর অধিক দৃষ্টিক্ষেপ করা ভাল নয়; কেননা পরিবর্ত্তনের বেগগতির ধ্যান দ্বারা মস্তক ঘুরিয়া যায়, এবং উহার ইতিবৃত্তও উপন্যাসচক্রের ন্যায় হয়, এই জন্যে উহা আর এই স্থানে লেখনীয় বোধ হয় না।

৫৭। জনশ্রুতির অংশ।

কবিরা জনশ্রুতিকে অদ্ভুত রাক্ষসী করিয়া উহার এক স্বভাবকে চঞ্চল এবং অন্য স্বভাবকে স্থির বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা উহাকে নানাপক্ষ বিশিষ্ট দেখেন এবং উহার যতগুলি পক্ষ ততগুলিই চক্ষু, ততগুলিই জিহ্বা,-

এবং তত্তগুলিই কর্ণ আছে। এইটী কবিদের কল্পনা এবং ইহাতে রূপক ভাব আছে, ইহার গমনকালে গতিশক্তি বৃদ্ধিপায়, ইহা ভুমির উপরে চলে এবং মেঘাভ্যন্তরে আপন মস্তক লুক্কায়িত করে, ইহা দিবা ভাগে চৌকিঘরে বসিয়া থাকে এবং রজনী যোগে উড্ডীয়মান হয়, ইহা সুসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে অসমাপ্ত বিষয় যোগকরে, এবং বৃহৎ২ নগরে আশঙ্কা রূপিনী হয়। কবিরা আরো বিস্তার করিয়া বলেন যে রাক্ষসদের জননী পৃথিবী প্রজাপতির সহিত যুদ্ধ করাতে প্রজাপতি তাহাকে নষ্ট করে, পৃথিবী সেই ক্রোধে জনশ্রুতিকে প্রসব করে। ইহাতে নিশ্চয় জানা যায় যে রূপক ভাবে রাক্ষসেরা বিদ্রোহী দল উক্ত হইয়াছে, এবং বিদ্রোহ সংক্রান্ত জনশ্রুতি ও অপবাদ এই উভয় পরস্পর ভগিনী এবং ভ্রাতা হইয়াছে। (ইহা ১৫ প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়)

পরন্তু যদি কেহ এই রাক্ষসীকে বশীভূত করিয়া ও স্বায়ত্ত করিয়া তৃপ্ত করত এবং দমন করিয়া ইহাদ্বারা অন্যান্য শিকারী পক্ষীদিগকে আক্রমণ করত বধ করিতে পারে তাহা হইলে উপকারক গুণের কর্ম্ম হয়। এই কথা কবিদের লিখন প্রনালী অনুসারে উক্ত হইল, কিন্তু গম্ভীর ভাবে কহিতে গেলে বলিতে হয় যে সমস্ত রাজনীতি কৌশল মধ্যে জনশ্রুতির বিষয় অপেক্ষা অধিক বিচার্য্য বিষয় নাই, তথাপি এ বিষয়ে অত্যল্প কথা লিখিত আছে। অতএব মিথ্যা জনশ্রুতি কি, সত্য জনশ্রুতি কি, কি রূপে তদুভয়ের প্রভেদ জানা যাইতে পারে এবং জনশ্রুতি কি প্রকারে রোপিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং কি প্রকারে তাহা বিস্তারিত ও বহুল হইতে পারে এবং জনশ্রুতির স্বভাব ঘটিত অন্যান্য বিষয়ই বা কি তত্তাবদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি যে জনশ্রুতির এত বল যে যে২ মহৎকার্য্যে উহার প্রসঙ্গ নাই ঈদৃশ কোন্ কার্য্যই নাই, বিশেষতঃ কোন

সংগ্রামই নাই। মিউসিয়ানস একটী জনরব তুলেন যে ভাইটী-লিয়স জর্ম্মানী দেশে সীরিয়া দেশের সৈন্য দলকে এবং সীরিয়া দেশে জর্ম্মানী দেশের সৈন্য দলকে প্রেরণ করিবার মানস করি-য়াছেন, এই কথা প্রচার দ্বারা সীরিয়া দেশের সেনা দল অসীম ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে ভাইটিলিয়সের সর্ব্বনাশ হয়। জুলিয়স সিজার হঠাৎ পম্পীকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ সমস্ত উদ্যোগ এবং আয়োজন করিতে নিবৃত্ত করেন, কারণ তিনি চতুরতা করিয়া একটী জনরব তুলেন, যে সিজারের সেনাগণ সিজারকে ভাল বাসেনা এবং তাহারা যুদ্ধে ক্লান্ত ও গল জাতির দ্রব্য লুঠ করত পরিশ্রান্ত হওয়াতে ইটালীতে গমন করিবা-মাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। এই কথাতে পম্পীর যুদ্ধার্থে চেষ্টা নিবৃত্তি হয়। লিবিয়া এই কথাটী ক্রমাগত লো-কদের কর্ণগোচর করিয়া রাখেন যে তাঁহার অসুস্থ স্বামী অগ-ষ্টস সিজার সুস্থ ও আরোগ্য প্রাপ্ত হইতেছেন এই কথা বলিয়া স্বীয় টাইবিরিয়সের উত্তরাধিকারার্থে তাবৎ কর্ত্তব্য বিষয় স্থির করেন। গ্রেট টর্ক নামক তুরস্ক রাজার মৃত্যুর কথা জানিজারী নামক সেনাদের কাছে গোপন করা তুরস্ক দেশের সৈন্যাধ্যক্ষদের রীতি ছিল, কারণ জানিজারী নামক সেনারা তুরস্ক রাজের পরলোক প্রাপ্তির কথা শুনিলে কনষ্টাণ্টি-নোপলের এবং অন্যান্য নগরের দ্রব্য সকল লুঠপাট করিত। থেমিস্টোক্লিস রাষ্ট করেন যে গ্রীসিয়ান্ লোকেরা হেলে-স্পণ্ট নামক সাগর প্রণালী পার হইবার জন্যে তাঁহার নির্ম্মিত পোত সেতু ভঙ্গ করিবার মানস করিয়াছে এই রাষ্ট কথা শ্রবণ করিবামাত্র একৃসের্সিস্ নামক পারস্য রাজা গ্রীসিয়ার আক্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এই রূপ সহস্র২ দৃষ্টান্ত আছে কেননা তাদৃশ উদাহরণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ফলে জ্ঞানী রাজারা এবং রাজ্য শাসন কর্ত্তারা আপনাদের কর্ম্ম ও অভি-

প্রেত বিষয়ে যাদৃশ সতর্ক তাদৃশ তদ্বিষয়কে জনশ্রুতির গোচর করিবার বিষয়ে সাবধান হইবেন।

৬০। রাজা।

রাজা পৃথিবীর মরণশীল ঈশ্বর। তাঁহাকে স্বয়ংজীবী পরমেশ্বর আপন প্রতিনিধি এই উপাধি দিলেন, কিন্তু তিনি পাছে অহঙ্কারী ও আত্মশ্লাঘী হইয়া মনে করেন যে পরমেশ্বর উক্ত উপাধির সঙ্গে২ তাঁহাকে নিজ স্বভাবও দিয়াছেন এই জন্য তাঁহাকে কহিলেন যে তিনিও মনুষ্যদের ন্যায় মরিবেন।

২। তাবৎ জাতীয় মনুষ্যদের মধ্যে রাজারা পরমেশ্বরের প্রতি অত্যল্প দৃষ্টিপাত করে। তিনি তাঁহাদের অত্যন্ত উপকারী হইলেও তাঁহারা তাঁহার প্রতি সচরাচর প্রায় কিছুই করেন না।

৩। রাজা প্রত্যহ স্বীয় মুকুট পরিধান করিলে তাহা অতিশয় ভারী বোধ হইবে না, প্রত্যুত তাহাকে লঘু বোধ করিলে উহার মহত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞান হইবেন।

৪। তিনি ধর্ম্মকে রাজ্যশাসনবিধি করিবেন ও আপনাকে ধর্ম্মের সমান করিবেন না, কেননা যিনি ধর্ম্মের সঙ্গে আপনাকে পরিমাণ করিয়া তৎতুল্য করেন, তিনি তুলাতে পরিমিত হইয়া লঘুরূপে প্রকাশ পাইবেন এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহা হইতে নীত হইবে। (ঈদৃশ কথা দানিয়েল প্রবাচকের ৫অধ্যায়ে প্রাপ্ত হইবে)

৫। যে রাজা ধর্ম্মকে স্বরাজ্যের শ্রেষ্ঠ ন্যায় বলিয়া দর্শন না করেন তিনি স্বরক্ষক তাবৎ পবিত্রতা এবং যথার্থতা রহিত হইবেন।

৬। রাজা স্বয়ং পরামর্শ দিতে একান্ত সমর্থ হইলেও স্বীয়

পরামর্শের উপর নির্ভর কিম্বা আস্থা রাখিবেন না, কেননা তাঁহার পরামর্শে মঙ্গল ঘটিলেও কখনং সৎপরামর্শে মন্দ ঘটে, এই জন্যে রাজাদ্বারা মন্দ ঘটিল এইরূপ কথা উক্ত না হইয়া বরঞ্চ প্রজাদের দ্বারা মন্দ ঘটিল এমত কথা কথিত হইলে ভাল হয়।

৭। তিনি সম্ভ্রমের প্রস্রবণ। সেই প্রস্রবণ প্রণালীস্বরূপ সামান্য লোক দ্বারা বহমান না হউক, পাছে দেশীয়েরা তাঁহার মঙ্গলকর কার্য্য রূপ জল বিক্রয় করে অর্থাৎ রাজার নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করে, যেমন পোপেরা আপনাদের পবিত্র কূপ সকলের বিষয়ে বলেন যে উহাদের জল অন্য লোকদের দ্বারা দত্ত হইলে পবিত্রতা নষ্ট হয়।

৮। তিনি ব্যবস্থার জীবন, তিনি শুদ্ধ ব্যবস্থার প্রচারক না হইয়া বরং ব্যবস্থার জীবন দাতা হইয়া সমুদায় প্রজার প্রতি উহাকে দণ্ড এবং পুরস্কারের বিধান করিবেন।

৯। জ্ঞানী রাজা স্বীয় ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে যোগ্য হইলেও তাহা বড় করিবেন না, কেননা নূতন প্রকার রাজ শাসন বিপদজনক হয়। যেমন মনুষ্যের শরীরে তেমনি রাজ্যের শরীরে ব্যবহৃত বিষয়ের হঠাৎ পরিবর্ত্তন বিপত্তির হেতু হয়, পরিবর্ত্তন শ্রেয়স্কর হইলেও ভয়ানক বিবেচনা হয়, কারণ যে রাজা রাজ্যের মূলীয় ব্যবস্থা বিনিময় করেন তিনি বোধ করেন যে যুদ্ধ দ্বারা জয়লাভ না করিলে রাজমুকুটের সম্ভ্রম জন্মে না।

১০। যে রাজা বিচারাসনকে বিক্রয় স্থান অর্থাৎ বাজার করেন, তিনি প্রজাদের উদ্বেজক ও উপদ্রবকারী হয়েন, কারণ তিনি বিচারপতিদিগকে যথার্থতা বিক্রয়ার্থ শিক্ষাদেন এবং বিচার কার্য্যের মূল্য হইলে যথার্থতা মূল্যে বিক্রয় হয়।

১১। বদান্যতা এবং ঐশ্বর্য্য রাজকীয় গুণ, কিন্তু অপব্যয়ী

রাজা কৃপণ অপেক্ষা অতিশয় দুরাত্মা হয়েন; কারণ গৃহে সম্পত্তিসঞ্চয়েরদিগে চিন্তাশূন্য হইয়া অভাবপূরণার্থ স্বীয় সুবিধামত উপায় অবলম্বন করিতে ন্যায়ান্যায় বিবেক ত্যাগ করেন। রাজা এই বিষয়ে পরিণামদর্শী হইবেন, এবং ন্যায়ানুগত কি তাহা বিবেচনা করিবেন।

১২। যে রাজাকে লোকেরা ভয় করে না তাঁহাকে প্রেমও করে না; যে রাজা সুচতুর প্রতীত হয়েন, তিনি লোকদের ভীতি এবং প্রীতি উভয়ের পাত্র হইতে যত্ন করিবেন, তথাপি ভয়ের নিমিত্ত প্রীতি পাত্র হইবেন না, কিন্তু প্রেমের নিমিত্ত ভীতি পাত্র হইবেন (অর্থাৎ প্রেমপূর্ব্বক ভয় করিলে লোকেরা রাজার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া থাকে)।

১৩। অতএব তিনি যাঁহার দত্তসম্পত্তি উপাধি অর্থাৎ প্রতিনিধির নাম ধারণ করেন, তাঁহার ন্যায় সতত চলিবেন। আর তিনি যেমন কখনং কাহার প্রতি বিচারের [illegible] হইতেছে জানিয়া আপনাদিগের মধুরভাব অর্থাৎ প্রেম প্রকাশ করিবেন, তেমনি তিনি হত্যাকারী লোককে জীবিত থাকিতে দিবেন না, কেননা তাহা দিলে দেশীয়ের বিষম দুষ্টতা দমিত হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিবে [illegible] প্রযুক্ত যত প্রেম লাভ হইবে অবিচার প্রযুক্ত তদপেক্ষা প্রেম লাভের অধিক হানি হইবে, এবং দয়ার অপাত্রের প্রতি অবিচারে দয়া করিলে লোকদের ভয় একেবারে সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইবে।

১৪। রাজার স্তাবকেরাই তাঁহার পরম শত্রু, কারণ তাহারা সতত তাঁহার পক্ষবাদী হইলেও তাহাদের স্তুতিবাদে তাঁহার লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক হয়।

১৫। রাজ্যের সাধারণ উপকারক কার্য্যে রাজা যে প্রসাদ প্রদান করেন তাহা কোন এক জন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইতে

দিবেন না, তথাপি কতকগুলি ব্যক্তি যোগ্যতাপন্ন হওয়াতে বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিশিষ্টতর প্রসাদ প্রদান করা আবশ্যক।

১৬। রাজা রাজ মুকুটকে অসুখের হেতু জ্ঞান করিতে না চাহিলে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

প্রথম—গীর্জ্জাতে ভাক্ত ধার্ম্মিকতা প্রদর্শন করিবেন না কেননা তাহা করা দ্বিগুণ দোষ।

দ্বিতীয়—সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিচারালয়ে লিখিত ব্যবস্থানুসারে বিচার্য্য বিষয় নিস্পত্তি করিতে না দিয়া স্বীয় ন্যায্য দৃষ্টিতে নিস্পত্তি করিবেন না, কেননা তাহা করা অবিবেচনা পূর্ব্বক দয়া গুণের কার্য্য হইবে।

তৃতীয়—অন্যায়ী কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে রাজভাণ্ডারে রক্ষক করিবেন না, কেননা সে নিষ্ঠুর অপহারক হইবে।

চতুর্থ—বিশ্বস্ত উগ্র ব্যক্তিকে রাজা আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ করিবেন না, কেননা সে কোন দোষ করিয়া অনুতাপ করিতে বিলম্ব করিবে।

পঞ্চম—প্রবঞ্চক পরিনামদর্শী ব্যক্তিকে রাজা আপনার সিক্রেটারী করিবেন না, কেননা সে তৃণের তলস্থ সর্পবৎ হইবে। উপসংহার স্থলে কহিতেছি যে রাজা যেমন অত্যন্ত পরাক্রমশালী তেমনি তিনি অত্যন্ত উদ্বেগ ও ভাবনাক্রান্ত হইয়া আপন প্রজাদের পরিচারক হয়েন, তাহা না হইলে তিনি কর্ম্ম শূন্য হয়েন। যিনি আপনার সম্ভ্রম করেন তিনি ঈশ্বর বিষয়ে নির্ভয়চিত্তনাস্তিক লোক অপেক্ষাও অতি নরাধম হয়েন।

সমাপ্তোঽয়ং প্রবন্ধাবলীনামকো গ্রন্থঃ।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ব্রহ্মাপৃষ্ঠেতে ...	... ব্রহ্মাঙ্গুষ্ঠেতে	১০	১৭
স্বয়ং সন্তুষ্ট ...	... স্বয়ং অসন্তুষ্ট	৬৬	১৫
ধৈর্য্যকারিণী	... স্থৈর্য্যকারিণী	৭২	৭
অভিসন্ধি তাহার	... অভিসন্ধির	১০২	৫
ইহা অতিশয়	... অতিশয়	১৫৮	৩
কারা ...	... কারণ	১৮৯	১